CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৮ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 10 October 2021 ■ আগরতলা ১০ অক্টোবর ২০২১ ইং ■ ২৪ আশ্বিন ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

নাবালিকাকে ধর্ষণের চেষ্টা, অভিযুক্তের গলায় জুতার মেলা পড়িয়ে রাস্তায় হাটিয়েছে এলাকাবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ অক্টোবর।। প্রতিবেশী নাবালিকাকে ধর্ষণ করতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়লো এক ব্যক্তি। তাকে জুতার মালা পরিয়ে এলাকার পথ প্রদর্শন করা হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে।

সপ্তম শ্রেণীর এক ছাত্রীকে শ্লীলতাহানি করতে গেলে হাতেনাতে ধরা পড়ল এক ব্যক্তি। উত্তম-মধ্যম ও জুতোর মালা গলায় পরিয়ে রাস্তায় হাঁটান এলাকাবাসী। তার ৫৫ বছর বয়সী।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, সাব্রুম মহকুমার পোয়াংবাড়ি আর ডি ব্লকের অন্তর্গত কৃষ্ণনগর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ৫৫ বৎসর বয়সী অমর দেবনাথ, পেশায় দিনমজুর। তার পার্শ্ববর্তী বাড়ির এক সপ্তম শ্রেণীতে পাঠরতা ছাত্রীকে দুপুরবেলা বাড়িতে মা বাবার অনুপস্থিতিতে শ্লীলতাহানি করতে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্ত্রী পরকীয়ায় লিপ্ত স্বামীর ধারালো অস্ত্রের আঘাতে রক্তাক্ত যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ অক্টোবর।। স্ত্রীর পরকীয়া সন্দেহে স্বামীর ধারালো অস্ত্রের আঘাতে রক্তাক্ত হলেন এক যুবক। আহত যুবকের মাথায় ও হাতে এগারটি সেলাই লেগেছে। ওই ঘটনায় থানায় মামলা হয়েছে।

খোয়াই জেলায় আশারাম বাড়ি এলাকায় বাসিন্দা স্ত্রী পরকীয়ায় জড়িয়েছে বলে সন্দেহ করছেন স্বামী মিঠুন তেলেঙ্গা। স্বামীর বন্ধু কামালঘাটের নোয়াগাঁও এলাকার বাসিন্দা উদয় তেলেঙ্গার সাথেই মিঠুনের স্ত্রী পরকীয়ায় জড়িয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। ওই বিষয়কে কেন্দ্র করে কয়েক মাস ধরে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে তুমুল অশান্তি চলছে। তিন মাস আগে স্ত্রী স্বামীর সাথে ঝগড়া করে কামালঘাট বাপের বাড়ি চলে গিয়েছিলেন।

এদিকে, আজ উদয় তেলেঙ্গা কাকা জহরলাল তেলেঙ্গার সাথে আশারামবাড়ি গিয়েছিলেন। বিষয়টি জানতে পেরে রাস্তায় অপেক্ষা করছিলেন মিঠুন। দুপুর বারটা নাগাদ উদয় তেলেঙ্গাকে বাইকে চেপে যাওয়ার সময় আশারামবাড়ি জাগ্রত সংঘ ক্লাবের সামনে তার পথ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শনিবার নয়াদিল্লিতে হায়দ্রাবাদ হাউসে যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ডেনমার্কের প্রাধনমন্ত্রী মেটে ফ্রেডেরিকসেনের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। ছবি-পিআইবি।

ত্রিপুরা হাইকোর্টে প্রধান বিচারপতির বদলি, রাষ্ট্রপতির অনুমতি, বিজ্ঞপ্তি জারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ অক্টোবর।। ত্রিপুরা হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি এ এ কুরেশী রাজস্থান হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসেবে বদলি হচ্ছেন। তেমনি রাজস্থান হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি ইন্দ্রজিত মোহান্তি ত্রিপুরা হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসেবে দায়িত্ব নেবেন। প্রধান বিচারপতিদের বদলির আদেশে রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের অনুমতি মিলেছে। তাই, কেন্দ্রীয় আইন ও বিচার মন্ত্রকের বিচার বিভাগ বিচারপতিদের বদলির আদেশ জারি করেছে।

এদিকে, মধ্য প্রদেশ হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি মহম্মদ রফিক হিমাচল প্রদেশে হাই কোর্টে, মেঘালয় হাই কোর্টের প্রধান বিচার পতি বিশ্বনাথ সমাদ্দার সিকিম হাই কোর্টে এবং অন্ধ্র প্রদেশ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি এ কে গোস্বামী ছত্তিসগড় হাইকোর্টে বদলি হয়েছেন। তাঁদের বদলির আদেশও জারি হয়েছে।

ত্রিপুরা হাইকোর্টের বিদায়ী প্রধান বিচারপতি এ এ কুরেশী

ত্রিপুরা হাইকোর্টের নতুন প্রধান বিচারপতি ইন্দ্রজিৎ মোহান্তি

এছাড়া, ৮টি হাইকোর্টে প্রধান বিচার পতির নিযুক্তিতেও রাষ্ট্রপতির অনুমতি মিলেছে। তাই, তাঁদের নিযুক্তির আদেশও কেন্দ্রীয় আইন ও বিচার মন্ত্রকের বিচার বিভাগ জারি করেছে। নতুন নিযুক্তিতে কলকাতা হাইকোর্টের অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি রাজেশ বিন্দাল এলাহাবাদ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিযুক্তি পেয়েছেন। মেঘালয় হাইকোর্টের বিচার পতি রঞ্জিত ভি মোরে মেঘালয় হাইকোর্টের প্রধান বিচার পতি হয়েছেন। কর্নাটক হাইকোর্টের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিদ্যুতের এসটি লাইন ঝুকে রয়েছে দোকানে, হেলদোল নেই দফতরের

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৯ অক্টোবর।। সরকারের এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা করার প্রয়াসকে কিছুতেই আমল দিতে নারাজ এক শ্রেণীর সরকারি কর্মচারী। তার একটি জ্বলন্ত উদাহরণ উঠে এলো বিলোনিয়া মহকুমার ঋষ্যমুখ বিধানসভার অন্তর্গত রতনপুর বাজার এলাকায়।

প্রশস্ত রাস্তা নির্মাণ করার তাগিদে সাধারণ মানুষের জীবনকে তোয়াক্কা না করে শুধুমাত্র দায়সারা ভাব নিয়ে বিদ্যুৎ দপ্তরের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকরা। প্রতিনিয়ত

বিদ্যুতের সমস্যার অন্ত নেই।

দপ্তরের এহেন গাফিলতির জ্বলন্ত প্রমাণ মিলেছে জোলাইবাড়ি থেকে বিলোনিয়া পর্যন্ত জাতীয় সড়ক নির্মাণের কাজ করতে গিয়ে মাটি কাটার ফলে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ১১০০০ ভোল্টেজ লাইটপোস্ট সম্পূর্ণভাবে ঝুঁকে রয়েছে সাধারণ মানুষের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

১৬ অক্টোবর কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক

নয়াদিল্লি, ৯ অক্টোবর (হি.স.) : ছ'মাসেরও বেশি সময় কেটে গিয়েছে। এখন স্থায়ী সভাপতি খুঁজে পায়নি কংগ্রেস। বরং অন্তর্কলহ আরও বেড়েছে দলের মধ্যে। এর মধ্যেই আগামী ১৬ অক্টোবর একাদশীর দিন বৈঠকে বসবে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি। শনিবার এমনটাই জানিয়েছেন এআইসিসি-র সাধারণ সম্পাদক কে সি বেনুগোপাল।

বেণুগোপাল টুইটারে লিখেছেন, 'আগামী ১৬ অক্টোবর সকাল ১০টায় নয়াদিল্লির ২৪ আকবর রোডে এআইসিসি-র সদর দফতরে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক হবে। সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি, বিভিন্ন রাজ্যের বিধানসভা ভোট এবং সাংগঠনিক নির্বাচন নিয়ে ওই বৈঠকে আলোচনা হবে।'

দলের অন্দরে বিদ্রোহের আঁচ মিলেছিল আগেই। গত এক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

উৎসব অগ্রিম বাবদ ৫ হাজার টাকা করে পাবেন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী, সহায়িকা এবং হোম গার্ডরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ অক্টোবর।। উৎসব অগ্রিম পাবেন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী, সহায়িকা এবং হোম গার্ডরা। অগ্রিম বাবদ তারা ৫ হাজার টাকা করে পাবেন। আজকেই অর্থ দফতর আদেশ জারি করেছে।

এ-বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সামাজিক মাধ্যমে লেখেন, আমি অত্যন্ত খুশির সহিত জানাচ্ছি যে রাজ্য সরকারের অন্যান্য কর্মচারীদের মতো অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী, সহায়িকা ও হোম গার্ডরাও এবছরের উৎসব এডভান্স রূপে ৫ হাজার টাকা করে পাবেন। এর ফলে নিশ্চিতভাবে উপকৃত হবেন রাজ্যের বহু কর্মচারী। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পানীয় জলের সমস্যায় ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীর রাস্তা অবরোধ, দফতর কালঘুমে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ অক্টোবর।। পানীয় জলের দাবিতে কৈলাসহরে কালীশাসন এলাকায় গ্রামবাসীরা রাস্তা অবরোধ করেছেন। প্রায় সাত ঘন্টা অবরোধ স্থায়ী হলেও প্রশাসনের কোন আধিকারিক গ্রামবাসীদের সাথে দেখা করার জন্য যাননি। তাতে, অবরোধকারী গ্রামবাসীরা প্রচন্ড ক্ষুব্ধ হন। এক্ষেত্রে স্থানীয় পানীয় জল ও স্বাস্থ্য বিধান দফতরের কিছু আধিকারিকের চরম গাফিলতি এবং জনগণের কাছে সরকারের ছবি খারাপ করার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

এক স্টিয়ারিং কমিটি ভেঙ্গে তিন ভাগ, নব্য নেতাদের মনে হতাশা মমতার ভেলকি কাজ করছে না

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ অক্টোবর।। তৃণমূলের স্টিয়ারিং কমিটি ভেঙ্গে কার্যত তিন টুকরো করা হল। অনেকের বারা ভাতে ছাইও পরল। গোমতি, সিপাহীজলা ও দক্ষিণ ত্রিপুরার সাংগঠনিক দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে তৃণমূল রাজ্য স্টিয়ারিং কমিটির কনভেনর সুবল ভৌমিকের হাতে। স্টিয়ারিং কমিটি কাজ শুরু করতে না করতেই ডানা ছাটার পর্ব শুরু হয়ে গেছে। খোয়াই, তেলিয়ামুড়া, ধলাই, উত্তর ত্রিপুরার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে দুই জনকে। এক বাপ্টু চক্রবর্তী (যুব তৃণমূলের রাজ্য কনভেনর) এবং দ্বিতীয় আশীষ লাল সিংহকে। রাজ্য সভার সাংসদ তথা সর্ব ভারতীয় নেত্রী সুস্মিতা দেব সুবলের অধীনে সদস্য করায় ক্ষোভে ফেটেছিলেন। তাঁকে খুশি করার জন্য পশ্চিম ত্রিপুরার সাংগঠনিক দায়িত্ব তাঁর কাঁধে তুলে দেওয়া হয়েছে। এগার জনের রাজ্য স্টিয়ারিং কমিটির সদস্যরা এতদিনেও একটা বৈঠক করতে পারলেন না। সদস্যদের বেশিরভাগই একজন অপরজনকে চেনেন না। ফলে, সমন্বয়ের অভাব প্রকট হয়েছে। দলের শৃঙ্খলা ও সাংগঠনিক ধীরতা সামান্য আছে এমন ধারণা করা যাচ্ছে না। ফলে, তৃণমূল কংগ্রেস রাজ্যে ডানা ছাটা পাখির মতো ছটপট করছে। এই পরিস্থিতিতে ত্রিপুরায় বিরোধী বিকল্প শক্তি কোন দলের হাতে যাবে তা নিয়ে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা বুঝে উঠতে পারছেন না।

বিদ্রোহী বিজেপি বিধায়ক

আশীষ দাস মাথা মুড়িয়ে প্রায়শ্চিত্ত করে তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন বলে যে প্রচার তাও এখন বুমেরাং হওয়ার মতো অবস্থা। তিনি তৃনমুলে যোগ দিয়েছেন এমন ঘোষণা দলের তরফে এখনো দেওয়া হয়নি। রাজনীতিতে পছন্দ-অপছন্দ থাকতেই পারে। দলবদলের ঘটনা ঘটছেই। এটাও গণতান্ত্রিক অধিকারের মধ্যে পরে। কিন্তু, মাথা মুন্ডন করে নাটক করার মতো ঘটনা জনমনে বিরূপ প্রতিক্রিয়াই এনে দিয়েছে। ত্রিপুরায় তৃণমূলের ত্রিধারার যে কর্মসূচি তাও ঘোষিত হয়নি। তিন জেলায় চারজন নেতাকে দায়িত্ব দিয়ে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আবারও একটি অপরিপক্ষতার নজির রাখলেন।

তৃণমূলের সর্ব ভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় শুক্রবার রাজ্য তৃণমূলের নেতাদের সাথে ভার্চুয়াল বৈঠক করেন। এই বৈঠকে পুর নির্বাচনে লড়াইয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কিন্তু, এই লড়াইয়ের ক্ষেত্রে ত্রিধাবিভক্ত স্টিয়ারিং কমিটি জনমনে রেখাপাত করতে পারবে, মানুষের মনে বিশ্বাস জাগাতে পারবে যথেষ্ট সন্দেহ থেকেই যাচ্ছে। বিজেপি ঘোষণা দিয়েছে আগরতলা পুর নির্বাচনে বিরোধীদের একটি আসনও দেওয়া হবে না। যে সিপিএম দীর্ঘ সময় আগরতলা পুর নিগমের ক্ষমতায় ছিল তারাও আজ কয়টা আসন নিজেদের দখলে রাখতে পারবে তা নিয়ে সন্ত্রস্ত অবস্থায় আছে। এই অবস্থায় ঢাল নেই, তলোয়ার নেই, নিধিরাম সর্দার তৃণমূল কতটা জনমনে রেখাপাত করবে তা ঘটনাচক্রেই স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। হাটু ভাঙ্গা কমিটি দিয়ে সংগঠন জোরদার করা যায় না। তৃণমূল সেই পথে এগিয়েই নিজেদের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ফাসিতে ঝুলন্ত অবস্থায় যুবকের পঁচা গলা মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ৯ অক্টোবর।। বাড়ি থেকে পঞ্চাশ মিটার দূরে ফাঁসিতে ঝুলন্ত অবস্থায় এক যুবকের পঁচা গলা মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। মৃত যুবকের নাম দেবব্রত গোয়ালা (২২)। সে পাঁচদিন ধরে নিখোঁজ ছিলেন। ঘটনা টঙ্গীবাড়ী গ্রাম পঞ্চায়েতে। ঘটনাস্থল থেকে পঁচা গলা মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের পর পরিবারের হাতে তুলে দিয়েছে পুলিশ। সাথে একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে ধর্মনগর থানার পুলিশ। এলাকাজুড়ে তীব্র চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, উত্তর জেলার ধর্মনগর থানাধীন টঙ্গীবাড়ী গ্রাম পঞ্চায়েতের দুই নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা দেবব্রত গোয়ালা গত সোমবার থেকে নিখোঁজ ছিলেন। তিনি পেশায় একটি তেলের ট্যাঙ্কের গাড়ির সহ চালক ছিলেন। গত সোমবার দেবব্রত গাড়ি থেকে টঙ্গীবাড়ী স্থিত নিজ বাড়িতে এসে কিছুক্ষণ পর আবার বেরিয়ে যান। যদিও আশপাশের লোকজন দেবব্রতকে দেখতে পেলেও পরিবারের কেউ সেই মুহূর্তে ঘরে না থাকায় কারো সাথে তার দেখা হয়নি। তারপর থেকে তাঁকে অনেক খোঁজাখুঁজি করেও কোথাও তাঁকে পাওয়া যায়নি। তাই পরিবারের সদস্যরা ভেবে নেন, দেবব্রত অন্য কোন গাড়িতে সহ চালকের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাতীয় সড়ক নির্মাণে লাগামহীন দুর্নীতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ৯ অক্টোবর।। সময়ের কাজ সময়েই শেষ করতে হবে, নির্দেশ ছিল মুখ্যমন্ত্রীর। যদিও ভারত সরকারের প্রজেক্টে নব নির্মিত বিকল্প জাতীয় সড়ক। কিন্তু তদারকির দায়িত্ব রয়েছে রাজ্য সরকারের। এই মহাসড়কের কাজে ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে। তাছাড়া মন্থর গতিতে চলছে কাজও। যেখানে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ২০২৩ সালের নির্বাচনের পূর্বেই রাজ্যবাসীকে উপহার দিতে চেয়েছিলেন এই মহা সড়কের ত্রিপুরা রাজ্যের অংশটুকু। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর এই স্বপ্ন কতটুকু বাস্তবায়িত হবে তা নিয়ে দেখা দিয়েছে সংশয়।

প্রসঙ্গত, নবনির্মিত এই বিকল্প জাতীয় সড়কের কৈলাশহর থেকে কুর্তি প্যাকেজ নাম্বার ১ এবং ২ এর কাজের বরাত পেয়েছে এএমসি কোম্পানি। কৈলাশহর থেকে কুর্তি প্যাকেজ নাম্বার ৩ এর অর্থাৎ ত্রিপুরা অসম সীমান্ত ঝোরঝোরী থেকে ধর্মনগরের রাঘনা পর্যন্ত ১১.২৫০ কিমি কাজের বরাত পেয়েছে একেসিসি কোম্পানি। কাজের দায়িত্ব দেওয়া

নির্মাণস্থলে কাজের হালহকিকত। নিজস্ব ছবি।

হয় প্রজেক্ট হেড ম্যানেজার তাপস হাজরাকে। এখানেও একটা বিশাল জালিয়াতি করা হয়েছে বলে বিশ্বস্ত সূত্রের খবর। কারণ কেন্দ্রীয় সরকারের এই প্রজেক্ট গুলোতে কাজগুলো অধিকাংশ কোম্পানিই করে থাকে। তাই একেসিসি নির্মাণ সংস্থা তাপস হাজরাকে প্রজেক্ট হেড বানিয়ে ৩ নং প্যাকেজের দায়িত্ব দিয়েছে। সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয় ১৮ মাসের। পরে যদিও ছয় মাস বৃদ্ধি করা হয় বিভিন্ন কারণ দেখিয়ে। মোট কথা, দু"বছরের মধ্যেই কাজ সম্পন্ন হবার ছিল। কাজটি যথারীতি শুরু হয় ২০২০ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে। কিন্তু তাপস হাজরার কাছে প্রায় ৮৩ কোটি টাকার কাজ সঠিক সময়ে সম্পন্ন করার মত নেই কোন নির্মাণ সামগ্রী। নেই কোন ধরনের মেশিনারিজও। শুধুমাত্র বিকল হওয়া একটি জলের গাড়ি এবং দু-তিনজন সাইট ইঞ্জিনিয়ার ছাড়া একটি বাইকও নেই তাদের কাছে বলে অভিযোগ।

শূন্য হাতে ত্রিপুরায় এসে কাজ করতে গিয়ে যা যা প্রয়োজন তা এনেছেন স্থানীয়দের কাছ থেকে। তাও আবার সময় মত মাসিক ভাড়া না মেটাতে পেরে থানা পুলিশের ভয় দেখাতে থাকেন বলেও অনেকেই জানিয়েছেন। কারণ তারা তাদের ন্যায্য পাওনা টাকা পাওয়ার আশায় ক্যামেরার সামনে মুখ খুলতে পারছেন না। এমনকি স্থানীয় কিছু ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৮ ◘ সংখ্যা ৯ ◘ ১০ অক্টোবর ২০২১ ইং ◘ ২৩ আশ্বিন ◘রবিবার ◘১৪২৮ বঙ্গাব্দ

অনাবৃষ্টিতে পরিবেশের উপর মারাত্মক প্রভাব পড়িয়াছে

পরিবেশ দূষণের প্রভাবে বৃষ্টিপাত কমে গেছে।এবছর বৃষ্টিপাতের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে অনেক কম। এর মারাত্মক প্রভাব মানব জীবনের উপর মারাত্মকভাবে পড়ার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। বৃষ্টিপাত কম হওয়ায় জলস্তর নিচে নামিয়া গিয়াছে। বিশেষ করিয়া টিলাভূমি এবং পাহাড়ি এলাকায় জল সংকট চরম আকার ধারন করিয়াছে । অনেকের বাড়িঘরে পুরানো জলের উৎস থাকিলেও সেইগুলি থেকে আশানুরূপ জল পাওয়া যাইতেছে না। বিশেষজ্ঞদের মতে এবছর আশানুরূপ বৃষ্টিপাত না হওয়ার কারণে এই রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে জল সংকট দেখা দিয়াছে। এর প্রভাব মারাত্মকভাবে দেখা দিতে পারে। উপযুক্ত পরিমাণ বৃষ্টিপাত না হওয়ার কারণে সংকটে পড়িইয়াছেন মানুষজন ।

জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান হার প্রকৃতির ওপর রীতিমতো মারাত্মক প্রভাব ফেলিতে শুরু করিয়াছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে পাল্লা দিয়া একদিকে যেমন খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে, ঠিক তেমনি মানুষ যাহাতে সুস্থ জীবন যাপন করিতে পারে তাহা নিশ্চিত করিতে হইবে। প্রকৃতির অন্যতম সৃষ্টি মানুষ। আধুনিক বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও নিজেদের চিন্তাধারাকে কাজে লাগাইয়া মানুষ বিবর্তনের যুগের অনেক অগ্রসর হইয়াছে। বিবর্তনের এই অগ্রগমনকে যথাযথভাবে কাজে লাগাইতে মানুষের নিরন্তর প্রয়াস অব্যাহত রহিয়াছে।ভারত এমন একটা দেশ যেখানে ঈশ্বরের আশীর্বাদে খাদ্য,জল ইত্যাদি কোনোকিছুর অভাব নাই। সচেতনতার অভাবে ভারতের ভবিষ্যত প্রজন্ম সমস্যায় পড়িতে চলিতেছে। ভারতে যেভাবে অকারণে জলের অপচয় করা হয়, এভাবে চলিতে থাকিলে সেদিন আর দূরে নাই যখন জলের জন্য গৃহ যুদ্ধ শুরু হইবে।এমনিতেই বড় বড় শহরগুলির পরিস্থিতি এমন যে পানীয় জল না কিনিলে উপায় নাই। আর বিদেশি কোম্পানিগুলি সেই সুযোগ নিয়া ব্যাপকভাবে লুট চালাইতেছে।। যুগ যুগ ধরিয়া ভারতের যে নদী বহিয়া চলিতেছে সেগুলিও ধীরে ধীরে শুকাইয়া যাইতে শুরু করিয়াছে। ভারতের ইতিহাস দেখিলে বোঝা যায়, সচেতনতার অভাবে ইতিমধ্যে ভারতের অনেকে নদী আজ বিলুপ্ত। অবশ্য কেন্দ্রীয় সরকার নদীগুলিকে রক্ষার জন্য বেশকিছু প্রকল্প চালু করিয়াছে। একই সাথে সরকার দেশের বড় নদীগুলিকে জুড়িয়া দিয়া সবথেকে বড় কৃত্রিম নদী তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিয়াছে। এর জন্য সরকার ৮৭ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করিবার সিদ্ধান্ত নিয়াছে। সরকার আগের বছর থেকে এই পরিকল্পনার উপর হাত দিয়াছে এবং প্রধানমন্ত্রী মোদী প্রকল্পকে মঞ্জুরি দিয়াছেন। সরকার বিজ্ঞানী ও আবহাওয়া বিশেষজ্ঞদের সাথে আলোচনা করিয়া কৃত্রিম নদী নির্মানের উপর কাজে নামিয়াছে। ইতিমধ্যে মধ্যপ্রদেশে সরকার এই প্রকল্পের প্রাথমিক কাজ শুরু করিয়াছে।এর জন্য ৩০০০ বড় বাঁধ এবং ৩৭ প্রাকৃতিক নদীর গতিপথকে পরিবর্তন করা হইবে। রিভার লিঙ্কিংয়ের ফলে জলসঙ্কট মিটাইবার সাথে সাথে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি কাজে লাভ পাওয়া যাইবে। রাজ্যগুলি এই প্রজেক্টের জন্য সহমত প্রকাশ করিয়াছে। টেকনিক্যাল কাজ শুরু হইয়াছে। দ্রুত কাজ শেষ হইয়ার কথা রহিয়াছে। যাহার পর ভারতে থাকিবে বিশ্বের সবথেকে বড় কৃত্রিম নদী। উল্লেখ্য, ভারতের নদীগুলি মূলত পশ্চিম থেকে পূর্বের দিকে প্রবাহমান। এরফলে একদিকে পূর্বের বহু জায়গায় যেমন বন্যা দেখা যায়, তেমনি পশ্চিমের অনেক স্থানে জলসঙ্কটে খরা হয়। রিভারলিঙ্কিং এর মাধ্যমে বন্যার অতিরিক্ত জলকে খরাপ্রবন এলকায় রাখা সম্ভব হইবে। এই ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে সমস্যা কিছুটা হইলেও সমাধান করা সম্ভব হইবে। তবে একথা অনস্বীকার্য যে প্রাকৃতিক ভাবে যে জলধারা আমাদেরকে জল উপহার দিতেছে সেগুলিকে রক্ষণাবেক্ষণের ওপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হইবে। কেননা কৃত্তিম পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া আমরা যতই রিভার লিংক তৈরী করিবার চেষ্টা করিনা কেন বাস্তবের প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করিয়া তাহা কতখানি সার্থক রূপ লাভ করিবে তানিয়া কিন্তু প্রশ্ন থাকিয়াই যাইবে। এজন্য প্রয়োজন প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখা। প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিনষ্ট হইবার ফলশ্রুতিতেই নদীগুলি নির্দিষ্ট ধারায় প্রবাহিত হইতেছে না। শুধু তাই নয়, প্রাকৃতিক ভারসাম্য হারাইয়া ফেলিবার কারণে সঠিক পরিমাণে বৃষ্টিপাত হইতেছে না। বৃষ্টিপাত কম হইলে নদী-নালা ছড়া সহ সর্বত্রই জলের পরিমাণ কম থাকে। শুধু তাই নয়, জলস্তর অনেক নিচে নামিয়া যায়। জলস্তর নিচে নামিয়ে গেলে পরিস্রুত পানীয় জলের উৎস তৈরি করা কষ্টকর হইয়া উঠে। প্রকৃতপক্ষে সবকিছুই নির্ভর করিতেছে প্রাকৃতিক ভারসাম্যের উপর। প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখিতে হইলে প্রকৃতির উপর অনাচার অত্যাচার নির্যাতন কমাইতে হইবে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য পরিস্রুত পানীয় জলের নিশ্চয়তা দিতে আমাদেরকে আরো সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইবে। অন্যতায় ভবিষ্যৎ প্রজন্ম পরিস্রুত পানীয় জলের অভাবে মৃত্যুকূলে ধাবিত হতে বাধ্য হইবে। ইহার দায় আমরা কোনভাবেই অস্বীকার করিতে পারিব না।

লখিমপুর দুই বিজেপি কর্মীর হত্যা ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া : রাকেশ তিকাইত

নয়াদিল্লি, ৯ অক্টোবর (হি.স.) : লখিমপুর দুই বিজেপি কর্মীর হত্যা ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া। এমনটাই দাবি করলেন ভারতীয় কিষান ইউনিয়নের (বিকেইউ) মুখপাত্র রাকেশ তিকাইত। গত ৩ অক্টোবর উত্তরপ্রদেশের লখিমপুর খিরিতে দুই বিজেপি কর্মীর হত্যাকে 'অপরাধ' বিবেচনা করছেন না তিনি। যাঁরা খুন করেছেন, তাঁদের 'অপরাধী' হিসেবেও দেখছেন না। তাঁর দাবি, বিক্ষোভকারীদের পিষে দেওয়ার ঘটনার স্রেফ প্রতিক্রিয়া।

শনিবার দিল্লিতে সাংবাদিক বৈঠকে রাকেশ তিকাইত বলেন, 'লখিমপুর খিরিতে চার কৃষককে গাড়ির কনভয় পিষে দেওয়ার পর দুই বিজেপি কর্মীকে খুনের ঘটনা হল ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া। সেই খুনে যাঁরা জড়িতে আছেন, তাঁদের আমি অপরাধী বলে মনে করি না।'

সেইসঙ্গে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং তাঁর ছেলেকে গ্রেফতারির দাবি তুলেছেন তিকাইত। তাঁর দাবি, লখিমপুর খিরির ঘটনাকে 'পূর্ব-পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র'। সংযুক্ত কিষান মোর্চার নেতা যোগেন্দ্র যাদব বলেন, 'অজয় মিশ্রকে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে সরিয়ে দেওয়া উচিত। কারণ তিনিই ষড়যন্ত্র শুরু করেছেন এবং অপরাধীদের রক্ষা করছেন।'

গত ৩ অক্টোবর উত্তরপ্রদেশের লখিমপুর খিরিতে গাড়ির তলায় পিষে মৃত্যু হয় চার কৃষক-সহ আটজনের। মৃত্যু হয় দুই বিজেপি কর্মী, একজন সাংবাদিক এবং এক চালকের। অভিযোগ, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী অজয় মিশ্রর ছেলে আশিস সেই গাড়িতে ছিলেন। সেই অভিযোগ অবশ্য অস্বীকার করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী।

বাংলাদেশে গবাদি পশু পাচারে জড়িত অভিযোগে পাথারকান্দিতে আটক পাঁচ

পাথারকান্দি (অসম), ৯ অক্টোবর (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলার পাথারকান্দি থানাধীন আন্তর্জাতিক সীমান্ত এলাকাকে করিডোর করে দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশে গবাদি পশু পাচারের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে মোট পাঁচ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে পাথারকান্দি পুলিশ। গত দুদিনে দফায় দফায় অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়েছে।

ইতিমধ্যে ধৃতদের মেডিক্যা চেকআপের পর থানায় আটকে রেখে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে পুলিশ। এমন-কি সদর ডিএসপিও নিজে থানায় এসে ধৃতদের টানা জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন বলে খবর পাওয়া গেছে। ধৃতদের শনিবার আদালতে তুলে পুলিশ রিমান্ডে নিয়েছে বলে জানা গেছে। ধৃতরা বিলাল উদ্দিন (৪৫) (বাবার নাম প্রয়াত মজিদ আলি), রহিম উদ্দিন (২৫) (বাবার নাম শাখায়ত আলি)। এদের দুজনের বাড়ি স্থানীয় কটারগুল গ্রামে। অন্যরা যথাক্রমে আব্দুল রব (৬০) (বাবার নাম ইরফান আলি, বাড়ি সোনাতোলা গ্রামে), আরিফ উদ্দিন (৩৪) (বাবার নাম জালাল উদ্দিন, বাড়ি উজান ধলছড়া গ্রামে) এবং রতন পাল (৫০), বাড়ি করিমগঞ্জের স্টেশন রোডে। এদিকে ধৃত সকলেই তাদের নির্দোষ বলে দাবি করেছে। হিন্দুস্থান সমাচার / মনোজিৎ / সমীপ

দক্ষিণ আফ্রিকার মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধি

প্রবীর মজুমদার

ভারতীয়রা আসলে ইউরোপীয়দের মতোই ইন্দো-আর্য জনগোষ্ঠী থেকে উদ্ভুত। কৃষ্ণাঙ্গ আফ্রিকানদের থেকে ভারতীয়দের পৃথক সুবিধার জন্য

ভারতে আইন ব্যবসায়ে অসফল বিলেত ফেরত ব্যারিস্টার মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধি একজন ধনী গুজরাতি মুসলমান ব্যবসায়ীর আইনি উপদেষ্টা হয়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় পাড়ি দেন ১৮৯৩ সালে। পরনে ছিল ফ্রক কোট আর মাথায় ছিল পাগড়ি। ১৯১৫ সালের জানুয়ারিতে তিনি বোম্বে (বর্তমানে মুম্বাই) বন্দরে জাহাজ থেকে নামেল সাধারণ গুজরাতি কৃষকের ছেলে। ততদিনে ভারতের মানুষের কাছে তাঁর যে ভাবমূর্তি গড়ে উঠেছিল, তা বর্ণবাদ এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী এক সন্ত-রাজনীতিবিদদের যিনি অহিংস সত্যাগ্রহ নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদী শাসকদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন কারাগার এবং অত্যাচারকে তুচ্ছ করে।

কিন্তু গান্ধিজি দক্ষিণ আফ্রিকায় আসলে কী করেছিলেন, সে বিষয়ে ভারতের , এমনকি আফ্রিকার মানুষের ধারণা ছিল অস্বচ্ছ। গান্ধির নিজের লেখা এবং তাঁর ভক্ত জীবনীকারদের লেখা থেকে তার দক্ষিণ আফ্রিকার জীবনের খণ্ডচিত্র পাওয়া যেত। ২০১৬ সালে ভারতীয় বংশোদ্ভুত দু'জন দক্ষিণ আফ্রিকার অধ্যাপক অশ্বিন দেশাই এবং গুলাম ওয়াদেগের গবেষণা গ্রন্থ The sonth African Gandhi-Streher Bearcr of the Empire প্রকাশের পর গান্ধির দক্ষিণ আফ্রিকার জীবন সম্পর্কে চমকপ্রদ তথ্য বেরিয়ে আসে। উনবিংশ শতাব্দীতে দক্ষিণ আফ্রিকার মূলত দুই শ্রেণির ভারতীয়রা ছিলেন আখ চাষের খামায়ে, কয়লাখনি ও রেলপথ নির্মাণ কাজে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক এবং গুজরাত থেকে আসা মুসলমান ও হিন্দু ব্যবসায়ীরা।

দক্ষিণ আফ্রিকার দখলদার শ্বেতাঙ্গ শাসকরা কৃষ্ণাঙ্গ আফ্রিকানদের মতো ভারতীয়দের বর্ণবৈষম্যের দৃষ্টিতে দেখত। দক্ষিণ আফ্রিকার যাবার পর গান্ধিজিকেও বর্ণবৈষম্যমূলক আচরণের শিকার হন এবং এর বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলেন। তবে তাঁর আন্দোলন ছিল ভারতীয়দের জন্য, মূলত ভারতীয় ব্যবসায়ী শ্রেণির প্রতি ইউরোপীয়ানদের বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে। গান্ধির যুক্তি ছিল, ভারতীয় ব্যবসায়ীরা দক্ষিণ আফ্রিকায় এসেছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রজা হিসেবে, যেহেতু ব্রিটেনের মহারাড়ির ১৮৫৮ সালের ঘোষণা অনুযায়ী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সব প্রজার সমান অধিকার থাকার কথা। তাই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত দেশ দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের শ্বেতাঙ্গদের সমান অধিকার থাকা উচিত। ১৮৯৪ সালে তিনি ভারতীয় ব্যবসায়ীদের সংগঠন নাটাল ন্যাশনাল কংগ্রেস এর সম্পাদক হন। ভারতীয়দের বিরুদ্ধে ঔপনিবেশিক শাসকদের নানা বৈষম্যমূলক কালকানুনের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের নিয়ে নিরলসভাবে তিনি অহিংস 'সত্যাগ্রহ আন্দোলন' গড়ে তোলেন। নানা কারণে নির্যাতিত হন, অপমানিত হন, জেল খাটেন। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার সংখ্যাগুরু কৃষ্ণাঙ্গজের উপর বর্ণবিদ্বেষী ইউরোপীয়দের নির্মম নিপীড়নে গান্ধি কোনও সমস্যা দেখেননি। কিন্তু এটি মেনে নিতে পারেননি যে দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গরা 'সভ্য' ভারতীয়দের আফিকার 'অসভ্য' কাফ্রিদের পর্যায়ে নামিয়ে দেবে। তাই তিনি দক্ষিণ আফিরাকর শ্বেতাঙ্গদের বোঝানোর চেষ্টা করেন যে গান্ধি শ্বেতাঙ্গ কর্তৃপক্ষের কাছে নিরলস দরবার করে গেছেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁর মেলামেশা ছিল ধনী ভারতীয় ব্যবসায়ী এবং শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে। কৃষ্ণাঙ্গদের সংস্পর্শ তিনি এড়িয়ে চলতেন। তাঁর কর্মকাণ্ডের সঙ্গে আফ্রিকার বিপুসংখ্যাক কৃষ্ণাঙ্গ জনগণের স্বার্থের কোন সম্পর্ক ছিল না। গান্ধি দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবৈষম্যের অবসান চাননি। চেয়েছিলেন সেই ব্যবস্থা অটুট রেখে ভারতীয়দের, বিশেষত ভারতীয় ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের জন্য শ্বেতাঙ্গদের মতো সুযোগসুবিধা। দক্ষিণ আফ্রিকায় দক্ষিণ আফ্রিকার ইতিহাস বসতকাল ওলন্দাজ এবং শাসক ব্রিটিশদের মধ্যে ১৮৯৯ সালের 'বোয়ার যুদ্ধ' এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। সেই সুদ্ধে গান্ধি অ্যাম্বুলেন্স বাহিনীতে যোগ দিয়ে আহত ব্রিটিশ সৈন্যদের পরিচর্চায় নিয়োজিত হন এবং 'সার্জেন্ট মেজর ' পদ লাভ করেন। যুদ্ধের সময় ব্রিটিশদের তৈরি বিভিন্ন কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে হাজার হাজার বোয়ার এবং কৃষ্ণাঙ্গ নারী পুরুষ এবং শিশু প্রাণ হারায়। ব্রিটিশদের এই নির্মমতা গান্ধিকে বিচলিত করেনি। ১৯০৬ সালে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে কৃষ্ণাঙ্গ জুলুরা বিদ্রোহ করলে ব্রিটিশ সরকার নির্মমভাবে এই বিদ্রোহ দমন করে। এই যুদ্ধে সাড়ে তিন হাজার জুলু নিহত, সাত হাজার আহত এবং ত্রিশ হাজার গৃহহীন হয়। এই অসময় যুদ্ধেও গান্ধি শ্বেতাঙ্গ ব্রিটিশদের সেবার জন্য অ্যাম্বুলেন্স বাহিনী তৈরি করেন। তিনি জুলুদের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের দিয়ে প্রতিরোধ বাহিনী করারও প্রস্তাব দেন।

তবে শ্বেতাঙ্গদের সহিংসতার বিরুদ্ধে গান্ধির এই আপসকামী রাজনীতি ও অহিংস সত্যাগ্রহ আন্দোলনে বিশেষ ফল না হওয়ায় গান্ধির প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের আস্থা ধীরে ধীরে কমে আসে। তাঁর নেতৃত্ব চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে। চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকদের মিশনারী স্কুলে শিক্ষিত সন্তানেরা ভারতের পরিবর্তে দক্ষিণ আফ্রিকাকেই নিজেদের দেশ বলে মনে করত। তারা ভারতীয় ব্যবসায়ীদের স্বার্থমুখী গান্ধির আন্দোলনে অনাগ্রাহী হয়ে নতুন সংগঠন গড়ে তোলে। শুধু কৃষ্ণাঙ্গরাই নয়, দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধির অহিংসা সত্যাগ্রহ আন্দোলনে ১৯১৩ সালের আগে ভারতীয় যুক্তিবদ্ধ শ্রমিকদের কোনও সক্রিয় ভূমিকা ছিল না। ভারতীয় চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকদের চুক্তির মেয়াদ শেষে দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকতে হলে তিন পাউন্ড কর দেবার একটি আইনের বিরুদ্ধে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকদের মধ্যে তীব্র অসেন্তায় ছিল। ১৯১৩ সালে গান্ধি ও ভারতীয় ব্যবসায়ীদের সংগঠনের সমর্থনে তিন পাউন্ড করের বিরুদ্ধে খনি শ্রমিকদের আন্দোলন গড়ে ওঠে। গান্ধির অনাগ্রহ সত্ত্বেও এই আন্দোলন দ্রুত চুক্তিবদ্ধ ভারতীয় আখা শ্রমিকদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ে। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই এই আন্দোলন সহিংস আকর ধারণ করে গান্ধির নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। এই আন্দোলনের পর জেল থেকে ছাড়া পেয়ে গান্ধি ভারতে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁর সত্যাগ্রহ আন্দোলনকে অকার্যকারিতা প্রমাণিত হয়েছে এবং দক্ষিণ আফ্রিকার রাজনীতি ভিন্ন দিকে মোড় নিচ্ছে।

ইতিমধ্যে ভারত থেকে এলেন গোপালকৃষ্ণ গোখলে। গান্ধি তাঁর কাছে জানলেন ভারতে ব্রিটিশদের সঙ্গে দেশ শাসন সহযোগিতা করছে জাতীয় কংগ্রেস নামে একটি সংগঠন। ভারতে এসে গোখলের সঙ্গে কাজ কারর কথা ভাবেন। তা হবে একাধারে ব্রিটিশ বিরোধিতা এবং ব্রিটিশ সহযোগিতা। এদিকে ভারতের রাজনীতিতে গান্ধির মতো একজন নেতার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। কারণ ভারতে তখন আবেদন-নিবেদনের রাজনীতির পর্ব শেষ হয়ে মধ্যবিত্তের মধ্যে সহিংস সন্ত্রাসাবাদী আন্দোলন জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এই রকম পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ সরকারের প্রয়োজন ছিল ভারতের জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্বে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অনুগত এবং নির্ভরযোগ্য একজনকে। আবার ভারতীয় ব্যবসায়ীদের দরকার ছিল একজন দক্ষ ও বিশ্বস্ত লোক, যিনি আন্দোনে তাঁদের স্বার্থ রক্ষা নিশ্চিত করতে পারেন। তাঁর মতাদর্শের আদালে কংগ্রেসের রাজনৈতিক (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

ইলেকট্রনিক্সের জয়যাত্রা কিভাবে শুরু

অসীম সুর চৌধুরী

ইলেকট্রনিক্স নামে যে একটা নতুন শাখার জন্ম হতে চলেছে তা বুঝতে পারা যায় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে ১৮৯৭ সালে বিজ্ঞানী জে জে থমসন পরীক্ষা নিরীক্ষার সাহায্যে ইলেকট্রনের উপস্থিতি প্রমাণ করেন। এই বছরেই জার্মান পদার্থ বিজ্ঞানী কে এপ ব্রাউন প্রথম 'ইলেকট্রন টিউব' তৈরি করেন, যেটাকে 'ক্যাথোড রে টিউব' এর আদি রূপ বলা যেতে পারে। তবে ইলেট্রনিক্সের ব্যবহারিক প্রয়োগ দেখা যায় অনেক বছর আগে,সেই ১৮৩৭ সালে। নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক 'স্যামুয়েল মর্স প্রথম টেলিগ্রাফ পদ্ধতির প্রদর্শন করেন ওই বছরে। তখন অবশ্য ইলেকট্রনিক্স নামে কোন শাখা ছিল না, পদার্থ বিজ্ঞানের একটা অধ্যায় হিসাবে এটা গণ্য হতো। এর চল্লিশ বছর পরে বিজ্ঞানী গ্রাহ্যম বেল টেলিফোন উদ্ভাবন করে যোগাযোগ ব্যবস্থায় যুগান্তর এনে দিয়েছেন। বহু আবিষ্কারের নায়ক বিজ্ঞানী এডিসন ১৮৭৭ সালে ফোনোগ্রাফের আবিষ্কার করেন। এই লংপ্লে রেকর্ডকে বর্তমান কম্পিউটারের স্মৃতিশক্তির ভাণ্ডার 'রম' এর পূর্বসুরী বলা যেতে পারে। ১৮৯৬ সালে 'মাকিন' বেতার ব্যবস্থার প্রথম প্রদর্শন করেন। এই ব্যবস্থায় একটা ট্রান্সমিটারের সাহয্যে তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ উৎপন্ন করে সেটাকে কয়েক মাইল দূরে কিনা তারে গ্রাহক যন্ত্রের সাহায্যে ধরা হয়। বেতার আবিষ্কারের কৃতিত্ব মার্কনি পেলেও আমরা ভারতবাসীরা জানি কিভাবে বঞ্চিত করা হয়েছে আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসুকে।

তবে ইলেকট্রনিক্সের একেবারে বিশুদ্ধ যন্ত্রাশ বলতে যা বোঝা তার প্রথম আবিষ্কারক ইংল্যান্ডের পদার্থ বিজ্ঞানী স্যার জে এস ফ্রেমিং। ১৯০৪ সালে তিনি বানালেন 'ভ্যাকুয়াম ডায়েড', যেটাকে তখন 'ফ্লেমিং ভাল্ভ' নামেও ডাকা হতে। পরিবর্তিত প্রবাহ (এসি)কে সমপ্রবাহে (ডিসি) রূপান্তরিত করার কাজে এই ধরনের ডায়োড তখন একটেচিয়া ব্যবহার করা হতো। এরপর ১৯০৬ সালে লি ডি

ফরেস্ট আর একটা ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রাংশ ট্রায়োড বানিয়ে সারা দুনিয়াকে তাক লাগিয়ে দিলেন। ট্রায়োজের প্রধান কাজ হচ্ছে বিবর্ধন করা। তা এর সাহায্যে রেডিও সেট সমেত অনেক ধরনের ইলেকট্রনিক্স দ্রব্য বানানো সম্ভব হল। এরপর ট্রেট্রোড, পেনন্টাড সহ আরও অনেক নতুন নতুন যন্ত্রাংশ আবিষ্কার হতে লাগলো। কিন্তু ভ্যাকুয়াম টিউব (ডায়োড, ট্রায়োড ইত্যাদি) এর কিন্তু সীমাবদ্ধতা, যেমন অত্যাধিক দাম, আকারে বড় ইত্যাদি, বিজ্ঞানীদের ভাবিয়ে তুললো। ওনারা এর বিকল্পের সন্ধান করতে লাগলেন। ইলেকট্রনিক্স জগতের সবচেয়ে ট্রানজিস্টন আবিষ্কার করে ইলেকট্রনিক্সের নতুন যুগের সূচনা করলেন। শুরু হল মিনিয়েচার এর যুগ। বড় বড় টাউন ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রাপাতিগুলো ক্ষুদ্র আকার তো নিলই, তার উপর কাজের ক্ষমতাও কয়েকগুণ বেড়ে গেল। ট্রানজিস্টর আবিষ্কারক ওই তিন বিশিষ্ট বিজ্ঞানীকে ১৯৫৬ সালে নোবেল পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হয়। কিন্তু উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হল এই যে ইঞ্জিনিয়ারিং যন্ত্রাংশ বানাবার পুরস্কার হিসাবে প্রথম নোবেল এটাই। এর আগে কোন বিজ্ঞানী ইঞ্জিরিয়ারিং যন্ত্রাশ বানিয়ে এই মর্যাদা পাননি। ১৯৫৮ সালে বিখ্যাত আমেরিকার কোম্পানি বর্গ সেমি একটা অর্ধপরিবাহী চিপ এর সাহায্যে হাজার হাজার ডায়োড, ট্রনজিস্টর, রেজিস্টার, ক্যাপাসিটর ইত্যাদি পুরো ফেলার ব্যবস্থা করা হয় আই সি'র মধ্যে। অবশেষে কিল্বী সফল হলেন এবং ১৯৫৯ সালে তিনি এই আবিষ্কারের কথা ঘোষণা করেন। আই সি'র আবিষ্কার ইলেকট্রনিক্সের ইতিহাসে আর এক বিপ্লব। ট্রানজিস্টরের আবিষ্কারের ফলে ভারী বাক্সের মতো যন্ত্রগুলো হালকা বইয়ের আকার নিয়েছিল, আর আই সি আসার ফলে যন্ত্রগুলো দেশলাই বাক্সের রূপ নিল। টেক্সাস ইনস্ট্রমেন্টের সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে আর এক নামী কোম্পানি ফেয়ার চাইল্ড এগিয়ে এল আই সি উৎপাদন করতে। এরা যৌথ উদ্যোগে বাণিজ্যিকভাবে আই সি বানাতে শুরু করল। এরপর অন্যান্য নামী কোম্পানিগুলোও আই সি তৈরি করতে কাঁপিয়ে পড়ল। একটা আই সি'র মধ্যেকে কত বেশি যন্ত্রাংশ ঢোকাতে পারে, সেই প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল। ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত যে আই সি গুলো ব্যবহৃত হতো তাতে প্রায় শ'খানেক যন্ত্রাংশ ঢোকানোর ব্যবস্থা ছিল। এদের বলা হতো স্মর স্কেল ইন্টিগ্রেশন'। এরপর এর মিডিয়াম স্কেল ইন্টিগ্রেশন। ১৯৭৫ সালে আবিষ্কার হওয়া এই আই সি গুলোতে দশ হাজারেও অনেক বেশি যন্ত্রাংশ ঢোকানের ব্যবস্থা করা হয়। পরে এটা বেড়ে দাঁড়ায় প্রায় দশ লাখ যন্ত্রাংশ। এরপর ১৯৮৪ সালে আবিষ্কৃত হওয়া আলটা লার্জ স্কেল ইন্টিগ্রেশন আই সি তে দশ লক্ষেরও বেশি যন্ত্রাংশ ঢোকানো হয়।

আধুনিক কম্পিউটারের হৃৎপিন্ড বলতে যাকে বোঝায়, সেই মাইক্রোপ্রসেসর চিপের জন্মদাতা হচ্ছে আমেরিকার বিখ্যাত কোম্পানি ইনটেল কর্পোরেশন। কম্পিউটারের সমস্ত গণিত বিষয়ক ও যুক্তিসঙ্গত কাজগুলো এই মাইক্রোপ্রসেসরিক থাকে। ১৯৭১ সালে আবিষ্কৃত প্রথম মাইক্রোপ্রসেসর ইনটেল ৪০০৪ এর স্মৃতিশক্তির ভাণ্ডার খুব বেশি ছিল না, মাত্র ১ কিলোবাইট। আর এর শব্দের দৈর্ঘ্য ছিল মাত্র ৪টে বিট। কম্পিউটারের ক্ষেত্রে একটা বাইটের অর্থ হল একটা অক্ষর আর একটা বাইট, গঠিত হয় আটটা বিট্ নিয়ে। এরপর ১৯৭৬ সালে বাজারে এল জনপ্রিয় মাইক্রোপ্রসেসর ইনটেল ৮০৮৫। এর স্মৃতিশক্তির ৮টা বিট্, দিয়ে গঠিত। তারপর একে একে ১৬ বিট্, ৩২ বিট্ ইত্যাদি মাইক্রোপ্রসেসরগুলো আবিষ্কার হতে থাকল। তারপর এর পেনটিয়াম (I,II,II) এবং IV যুগ । এর থেকে বেশি শক্তিশালী ডুয়েল কোর এরপর বাজারে এল। আর এখন চলছে কোর i৩ i৫ i৬ i৭ i৯ এর রাজত্ব। পরে আরও সুবিধাযুক্ত ও শক্তিশালী অন্য কিছু হয়তো আবিষ্কার হবে। এই আবিষ্কার ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকবে। সারা পৃথিবীতে ইলেকট্রনিক্সের দুনিয়া যেভাবে প্রতিদিন বদলাচ্ছে তাতে কোন যন্ত্রাংশের পরম ভাল বলা সম্ভব নয়। আজ যেটা আধুনিক কাল সেটা মান্ধতা আমলের হয়ে যাচ্ছে। তাই এর ইতিহাস ও বলাচ্ছে প্রতিদিন।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

সুকান্ত একাডেমিতে ইনোভেশন হাব-এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা। ছবি ঃ নিজস্ব

রবিবার বাংলাদেশের প্রথম পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের চুল্লিপাত্র স্থাপন

ঢাকা, ৯ অক্টোবর (হি.স.) : রবিবার বাংলাদেশের প্রথম পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের চুল্লিপাত্র স্থাপন। ঢাকা থেকে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে পাবনার রংপুরে নির্মীয়মাণ প্রথম পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের এক নম্বর চুল্লিপাত্র স্থাপনকাজ উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। প্রকল্পের মূল নির্মাণ কাজের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ধাপ চুল্লিপাত্র স্থাপন।

আগামীকাল চুল্লিপাত্র স্থাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী ইয়াফেস ওসমান রাশিয়ার পরমাণু শক্তি সংস্থা রোসাটমের মহাপরিচালক অ্যালেক্সি লিখাচেভ ও প্রকল্পের বাংলাদেশি ও রাশিয়ান কর্মকর্তারা।

পরমাণু চুল্লিপাত্র স্থাপন বিষয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান বলেন, এই ঘটনা পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। রিয়াক্টর প্রেসার ভেসেল বা পরমাণু চুল্লিপাত্রকে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের হার্ট বা হৃদপিণ্ড বলা যেতে পারে। এই ভবনের বিভিন্ন ধাপে বসান হয়েছে নিউক্লিয়ার যন্ত্রপাতি। পাঁচ ধরনের যন্ত্রের মধ্যে ইতিমধ্যে প্রেসারাইজার, কুল্যান্ট পাম্প এবং হাইড্রো একুমুলেটর বসানো সম্পন্ন হয়েছে। রিয়াক্টর প্রেসার ভেসেল স্থাপনের পরপরই আগামী নভেম্বরে স্থাপন করা হবে স্টিম জেনারেটর। এর ফলে প্রকল্পটি নির্ধারিত সময়ের সাথে তাল মিলিয়েই এগিয়ে যাবে।

রাশিয়ায় তৈরি হয়েছে এই চুল্লি তথা রিয়্যাক্টর প্রেসার ভেসেল। ভিভিআর-১২০০ মডেলের এই রিয়্যাক্টরে পরমাণু জ্বালানি পুড়িয়ে ১২০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব হবে বলে জানা গিয়েছে। পাবনার রূপপুর কেন্দ্রের দুটি ইউনিটে ২৪০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে। এই বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণে প্রাথমিকভাবে ১ লক্ষ ১৩ হাজার কোটি টাকারও বেশি খরচ ধরা হয়েছে। করোনা পরিস্থিতির মধ্যেও এই প্রকল্প বাস্তবায়নে ২৫ হাজার শ্রমিক কাজ করছেন। এই প্রকল্পে নব্বই ভাগ টাকা ঋণ দিয়েছে রাশিয়া। পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি নির্মাণ করছে রুশ ঠিকাদার এটমস্ট্রয় এক্সপোর্ট। বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের পাশাপাশি এটি পরিচালনার জন্য জনবলও তৈরি করে দিচ্ছে রাশিয়া।

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে ২০২৩ এ প্রথম ইউনিট থেকে ১২০০ মেগাওয়াট এবং ২০২৫ সালে একই পরিমাণ বিদ্যুৎ পাওয়া যাবে দ্বিতীয় ইউনিট থেকে। —হিন্দুস্থান সমাচার /

দেশে টিকা পেলেন আরও ৭৯-লক্ষ প্রাপক, ৯৪-কোটি ছুঁইছুঁই টিকাকরণ

নয়াদিল্লি, ৯ অক্টোবর (হি.স.): ভারতে ৯৪-কোটির কাছাকাছি পৌঁছে গেল করোনাভাইরাসের টিকাকরণ। দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানে বিগত ২৪ ঘন্টায় করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন ৭৯.১২-লক্ষের বেশি প্রাপক। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত মোট ৯৩ কোটি ৯৯ লক্ষ ১৫ হাজার ৩২৩ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় টিকা দেওয়া হয়েছে ৭৯ লক্ষ ১২ হাজার ২০২ জনকে। ভারতে ৫৮.১৩-কোটির ঊর্ধ্বে পৌঁছে গেল করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা। শনিবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ৮ অক্টোবর সারা দিনে ভারতে ১২,৬৯,২৯১ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৫৮,১৩,১২,৪৮১-এ পৌঁছে গিয়েছে। পরীক্ষিত ১২,৬৯,২৯১ জনের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১৯ হাজার ৭৪০ জন।

বিশ্বের সেরা সামুদ্রিক বাহিনীর মধ্যে অনন্য স্থানের অধিকারী উপকূলরক্ষী বাহিনী : রাজনাথ সিং

নয়াদিল্লি, ৯ অক্টোবর (হি.স.): বিশ্বের সেরা সামুদ্রিক বাহিনীর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ও অনন্য স্থান অধিকার করে রয়েছে ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনী। জানালেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। শনিবার সকালে দিল্লির ন্যাশনাল স্টেডিয়াম কমপ্লেক্সে আয়োজিত ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনীর অভিষেক অনুষ্ঠানে রাজনাথ সিং বলেছেন, '৪-৬টি বোট দিয়ে শুরু হয়েছিল, বর্তমানে ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনীর কাছে ১৫০টিরও বেশি জাহাজ, ৬৬টি এয়ারক্রাফট রয়েছে।' রাজনাথ বলেছেন, 'বিশ্বের সেরা সামুদ্রিক বাহিনীর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও অনন্য স্থান অধিকার করে রয়েছে ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনী।' এদিন দিল্লির ন্যাশনাল স্টেডিয়াম কমপ্লেক্সে আয়োজিত ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনীর অভিষেক অনুষ্ঠানে ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনীর জওয়ানদের বীরত্ব ও উৎকর্ষসম্পন্ন পুরস্কার প্রদান করেছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং।

মানসিক সুস্থতা সমাজে অর্থবহ অবদান রাখতে সহায়তা করে : মনসুখ মান্ডব্য

নয়াদিল্লি, ৯ অক্টোবর (হি.স.): অক্টোবরের ১০ তারিখ বিশ্বব্যাপী মানসিক স্বাস্থ্য দিবস হিসেবে পালিত হয়। বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবসের প্রাক্কালে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মানসুখ মান্ডব্যর বার্তা, মানসিক সুস্থতা সমাজে অর্থবহ অবদান রাখতে সহায়তা করে। বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবসের উদ্দেশ্য হল, সমস্ত মানুষের কাছে স্বাস্থ্য শিক্ষা সচেতনার দিন। ১৯৯২ সালে প্রথমবার পালন করা হয়েছিল এই দিনটি।

শনিবার সকালে টুইট করে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মানসুখ মান্ডব্য জানিয়েছেন, সামগ্রিক সুস্থতার একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হল মানসিক স্বাস্থ্য। মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা খুঁজে বার করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যাতে সময়মত ব্যবস্থা নেওয়া যায়। এটি উপেক্ষা করবেন না, সাহায্য নিন। ভালো মানসিক সুস্থতা সমাজে অর্থবহ অবদান রাখতে সহায়তা করে।

হায়দরাবাদ হাউসে মিলিত মোদী-ফ্রেডেরিকসেন, ভারত-ডেনমার্ক দ্বিপাক্ষিক বৈঠক

নয়াদিল্লি, ৯ অক্টোবর (হি.স.): হায়দরাবাদ হাউসে মিলিত হলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও ডেনমার্কের প্রধানমন্ত্রী মেট ফ্রেডেরিকসেন। শনিবার হায়দরাবাদ হাউসে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেছেন নরেন্দ্র মোদী ও মেট ফ্রেডেরিকসেন। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর-সহ অন্যান্যরা। এই বৈঠকে ভারত ও ডেনমার্কের মধ্যে নানা বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।

৩-দিনের সফরে শনিবারই দিল্লিতে এসেছেন ডেনমার্কের প্রধানমন্ত্রী মেট ফ্রেডেরিকসেন। এদিন সকালে রাষ্ট্রপতি ভবনে ডেনমার্কের প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রাষ্ট্রপতি ভবনে ডেনমার্কের প্রধানমন্ত্রীকে বিশেষ সংবর্ধনাও দেওয়া হয়। ডেনমার্কের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'আমরা বিবেচনা করি ডেনমার্কের খুব কাছের অংশীদার হল ভারত। এই সফরকে ভারত-ডেনমার্ক দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের মাইলফলক হিসেবে দেখছি আমি।' এদিন রাজঘাটে গিয়ে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীকে শ্রদ্ধাও জানান ডেনমার্কের প্রধানমন্ত্রী।

পুলিশের কাছে হাজিরা মন্ত্রী-পুত্রের, আইনজীবী জানালেন তদন্তে সহযোগিতা করব

লখনউ, ৯ অক্টোবর (হি.স.): শুক্রবার তলব এড়িয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু শনিবার লখিমপুর খেরিতে কৃষক-মৃত্যু ও সংঘর্ষের ঘটনায় পুলিশের কাছে হাজিরা দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর ছেলে অভিযুক্ত আশিস মিশ্র। শনিবার সকালে লখিমপুর খেরিতে পুলিশের অপরাধদমনকারী শাখার আধিকারিকদের সামনে হাজির হন আশিস। বেলা এগারোটা নাগাদ তিনি একটি নীল রঙের গাড়িতে আসেন এবং পিছনের দরজা দিয়ে প্রবেশ করেন। এ দিন লখিমপুর খেরির ঘটনায় তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন পুলিশের আধিকারিকরা।

আশিস এদিন পুলিশের অপরাধদমনকারী শাখার আধিকারিকদের সামনে হাজিরা দেওয়ার প্রাক্কালে তাঁর আইনি পরামর্শদাতা অবধেশ কুমার জানান, 'নোটিশকে আমরা সম্মান জানাব এবং তদন্তে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করব।' উল্লেখ্য, এর আগে শুক্রবার পুলিশের কাছে হাজিরা দেওয়ার কথা ছিল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী অজয় কুমার মিশ্র টেনির পুত্র আশিস মিশ্র ওরফে মনু-র। কিন্তু, ওই দিন তিনি হাজিরা দেননি। কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রীর ছেলেকে তাই ফের হাজিরার নোটিশ দেয় উত্তর প্রদেশ পুলিশ। সেই মতো শনিবার তিনি হাজিরা দিলেন।

৩-দিনের সফরে দিল্লিতে মেট ফ্রেডেরিকসেন, বললেন ডেনমার্কের খুব কাছের অংশীদার ভারত

নয়াদিল্লি, ৯ অক্টোবর (হি.স.): ভারতে সফরে এসেছেন ডেনমার্কের প্রধানমন্ত্রী মেট ফ্রেডেরিকসেন। ৩-দিনের সফরে শনিবার দিল্লিতে এসেছেন তিনি। এদিন সকালে রাষ্ট্রপতি ভবনে ডেনমার্কের প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রাষ্ট্রপতি ভবনে ডেনমার্কের প্রধানমন্ত্রীকে বিশেষ সংবর্ধনাও দেওয়া হয়। ডেনমার্কের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'আমরা বিবেচনা করি ডেনমার্কের খুব কাছের অংশীদার হল ভারত। এই সফরকে ভারত-ডেনমার্ক দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের মাইলফলক হিসেবে দেখছি আমি।'

তিনি আরও জানিয়েছেন, 'গত বছর আমি এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গ্রিন কৌশলগত অংশীদারিত্বের বিষয়ে স্বাক্ষর ও সম্মতি হয়েছি। আমরা একটি উচ্চাভিলাষী ভারত সরকারকে দেখছি।' এদিন রাজঘাটে গিয়ে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীকে শ্রদ্ধা জানান ডেনমার্কের প্রধানমন্ত্রী। ৩-দিনের সফরে রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করবেন ডেনমার্কের প্রধানমন্ত্রী মেট ফ্রেডেরিকসেন। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

জ্বালানি তেলের দাম চড়ছেই, মূল্যবৃদ্ধিতে নয়া রেকর্ড পেট্রোল ও ডিজেলের

নয়াদিল্লি, ৯ অক্টোবর (হি.স.): কমছে না বরং পেট্রোল ও ডিজেলের দাম বেড়েই চলছে। শনিবার দিল্লি ও কলকাতা-সহ দেশের সর্বত্রই দামি হয়েছে পেট্রোল ও ডিজেল। ০.২৯ পয়সা মূল্যবৃদ্ধির পর কলকাতায় পেট্রোলের দাম বেড়ে হয়েছে ১০৪.৫২ টাকা এবং ডিজেলের দাম বেড়ে হয়েছে ৯৫.৫৮ টাকা প্রতি লিটার। শুক্রবার পেট্রোল ও ডিজেলের দাম বেড়েছে দিল্লি, মুম্বই এবং চেন্নাইতেও। দিল্লিতে ০.৩০ পয়সা বাড়ার পর পেট্রোলের দাম এখন ১০৩.৮৪ টাকা প্রতি লিটার এবং ০.৩৫ পয়সা বাড়ার পর ডিজেলের দাম ৯২.৪৭ টাকা।

পাশাপাশি মুম্বইয়ে ০.২৯ পয়সা বেড়েছে পেট্রোলের দাম এবং ০.৩৭ পয়সা বেড়েছে ডিজেলের দামঊ মুম্বইয়ে পেট্রোল-ডিজেলের নতুন দাম, যথাক্রমে ১০৯.৮৩ টাকা প্রতি লিটার (পেট্রোল) এবং ১০০.২৯ টাকা প্রতি লিটার (ডিজেল)ঊ চেন্নাইয়ে ০.২৬ পয়সা বাড়ার পর পেট্রোলের বর্ধিত দাম ১০১.২৭ টাকা এবং খানিকটা মূল্যবৃদ্ধির পর ডিজেলের ৯৬.৯৩ টাকা।

১০-১৩ অক্টোবর ত্রিদেশীয় সফরে জয়শঙ্কর, ঠাসা কর্মসূচি বিদেশমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৯ অক্টোবর (হি.স.): ত্রিদেশীয় সফরে যাচ্ছেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। ১০-১৩ অক্টোবর কিরগিজস্তান, কাজাখস্তান এবং আর্মেনিয়া সফরে যাচ্ছেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। শনিবার বিদেশমন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, কিরগিজস্তান সফরে গিয়ে কিরগিজ প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বৈঠক করবেন জয়শঙ্কর। পাশাপাশি সে দেশের বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গেও বৈঠক করবেন।

১১-১২ অক্টোবর কাজাখস্তানে থাকবেন জয়শঙ্কর, নূর-সুলতানে ইন্টারঅ্যাকশন এবং কনফিডেন্স বিল্ডিং মেজার্স সম্মেলনের ষষ্ঠ মন্ত্রিত্ব পর্যায়ের বৈঠকে যোগ দেবেন। ১২-১৩ অক্টোবর আর্মেনিয়ায় থাকবেন জয়শঙ্কর, স্বাধীন আর্মেনিয়ায় ভারতের কোনও বিদেশমন্ত্রীর এটাই প্রথম সফর। আর্মেনিয়ায় প্রধানমন্ত্রী, প্রেসিডেন্ট ও সে দেশের বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করবেন জয়শঙ্কর।

ইমতিয়াজের বাড়ি ও দফতরে তল্লাশি, প্রযোজককে সমন এনসিবি-র

মুম্বই, ৯ অক্টোবর (হি.স.): প্রমোদতরী মাদক অভিযান মামলায় প্রযোজক ইমতিয়াজ খাত্রির বাড়ি ও দফতরে তল্লাশি অভিযান চালাল নার্কোটিক্স কন্টোল ব্যুরো (এনসিবি)। শনিবার সকালে ইমতিয়াজের বান্দ্রা এলাকায় অবস্থিত বাড়িতে তল্লাশি অভিযান চালান এনসিবি-র আধিকারিকরা। পাশাপাশি তাঁর দফতরের তল্লাশি চালানো হয়। বাড়ি ও দফতরে তল্লাশি চালানোর পাশাপাশি এদিনই ইমতিয়াজকে হাজিরা দেওয়ার জন্য সমনও পাঠিয়েছে এনসিবি।

উল্লেখ্য, মাদক কাণ্ডে এই প্রথম নাম উঠে আসেনি প্রযোজক ইমতিয়াজের। সুশান্ত সিং রাজপুত মৃত্যু-মামলার সময়ও তাঁকে মাদক সরবরাহ করার অভিযোগ উঠেছিল ইমতিয়াজের বিরুদ্ধে। তাহলে কী আরিয়ান কাণ্ড ও সুশান্ত মামলার মধ্যে কোন যোগ রয়েছে? এখনই তা বলা সম্ভব নয়। এদিন ইমতিয়াজের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে কী কী হাতে পেয়েছেন এনসিবি গোয়েন্দারা, তা জানা যায়নি।

মন্ত্রী-পুত্রের হাজিরায় খুশি, অনশন শেষ করলেন নভজ্যোৎ সিধু

লখনউ, ৯ অক্টোবর (হি.স.): অনশন শেষ করলেন পঞ্জাব কংগ্রেসের প্রধান নভজ্যোৎ সিং সিধু। লখিমপুর খেরিতে কৃষক-মৃত্যু মামলায় কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রীর ছেলে আশিস মিশ্র টেনি শনিবার পুলিশের কাছে হাজিরা দেওয়ার পরই নিজের অনশন শেষ করেছেন সিধু। লখিমপুরের ঘটনায় আশিসকে গ্রেফতারির দাবিতে শুক্রবার থেকে, লখিমপুর খেরির নিঘাসান এলাকায় মৃত সাংবাদিক রমন কাশ্যপের বাড়িতে অনশনে বসেন সিধু। শনিবার দুপুরে সিধু যখন জানতে পারেন, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর ছেলে আশিস মিশ্র লখিমপুর খেরিতে পুলিশের অপরাধদমনকারী শাখার আধিকারিকদের সামনে হাজির দিয়েছেন, তারপরই অনশন শেষ করেন তিনি। উল্লেখ্য, শুক্রবার তলব এড়িয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু শনিবার লখিমপুর খেরিতে কৃষক-মৃত্যু ও সংঘর্ষের ঘটনায় পুলিশের কাছে হাজিরা দিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর ছেলে অভিযুক্ত আশিস মিশ্র। শনিবার সকালে লখিমপুর খেরিতে পুলিশের অপরাধদমনকারী শাখার আধিকারিকদের সামনে হাজির হন আশিস।

১০০ কোটি ডলারের ক্লাবে পা রাখলেন মুকেশ অম্বানি

মম্বই, ৯ অক্টোবর (হি.স.) : বিশ্বের ধনীতম ব্যক্তিদের সর্বোচ্চ ক্লাবে পা রাখলেন রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের (আরআইএল) চেয়ারম্যান মুকেশ আম্বানি। শনিবার ব্লুমবার্গ বিলিয়নেয়ার্স ইনডেক্সের প্রকাশিত সর্বশেষ প্রতিবেদন অনুযায়ী, মুকেশ আম্বানির সম্পদ বেড়ে হয়েছে ১০০.৬ বিলিয়ন ডলার। বিশ্বের ধনী ব্যক্তিদের মধ্যে অন্যতম ভারতীয় এই ধনকুবের। ইতিমধ্যেই ভারত তথা এশিয়ার ধনীতম ব্যক্তির শিরোপা অর্জন করেছেন তিনি। এবার তিনি যোগ দিলেন এলন মাস্ক, জেফ বেজোসদের সারিতে।

১০০ কোটি ডলার ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৭৫ হাজার ৩০৬ কোটি টাকা। বিশ্বের ধনীতম ব্যক্তিদের সর্বোচ্চ ক্লাব এটাই। এই ক্লাবের সদস্য স্পেস এক্সের প্রতিষ্ঠাতা এলন মাস্ক, আমজন প্রধান জেফ বেজোস-সহ অন্যান্য ১১ জন ধনকুবের। এঁদের সঙ্গেই এবার নাম লেখালেন রিলায়েন্স কর্ণধার মুকেশ অম্বানি। শুক্রবার তাঁর সার্বিক সম্পত্তিতে রেকর্ড বৃদ্ধি ঘটেছে। তার পরেই এই মাইলস্টোন ছুঁলেন অম্বানি। বর্তমানে মুকেশ অম্বানির সম্পত্তির মূল্য ১০০.৬ বিলিয়ন ডলার। চলতি বছরেই তাঁর সম্পত্তি বেড়েছে ২৩.৮ বিলিয়ন ডলার। ভারত এবং দেশের বাইরেও ছড়ানো আছে অম্বানির ব্যবসা। দেশের বাজারে যা এক নম্বর। —

আরিয়ান কাণ্ডের জেরে শাহরুখের বিজ্ঞাপন বন্ধ করে দিল অনলাইন শিক্ষা সংস্থা

নয়াদিল্লি, ৯ অক্টোবর (হি.স) : আরিয়ান কাণ্ডের জেরে দেশের একটি নামী অনলাইন শিক্ষার সংস্থার বিজ্ঞাপন থেকে শাহরুখ খানকে সরিয়ে দেওয়ার হল। ছেলের মাদক কাণ্ডে ধরা পড়ার পর থেকে এই বিজ্ঞাপন থেকে তাঁকে সরিয়ে দেওয়ার দাবি জোরালো হচ্ছিল। শেষমেশ সেই পথেই হাঁটল সংস্থাটি। শাহরুখকে দিয়ে করানো সব বিজ্ঞাপন বন্ধ করে দিল তারা।

ছেলে আরিয়ান মাদক কাণ্ডে জড়িয়ে পড়ার পর থেকে শাহরুখের সঙ্গে সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছে অনলাইন শিক্ষার ওই নামী সংস্থাকেও। ঘটনাচক্রে এই সংস্থার হয়ে শিশুদের শিক্ষা সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন করেছেন শাহরুখ। নেটমাধ্যমে এই বিজ্ঞাপন নিয়ে শাহরুখকে জড়িয়ে একের পর এক তোপ দাগা হচ্ছে। অবিলম্বে অভিনেতাকে বিজ্ঞাপন থেকে সরানোরও দাবি ওঠে। ফলে ওই সংস্থার উপর ক্রমে চাপ বাড়তে থাকে। শেষমেশ শাহরুখের বিজ্ঞাপন বন্ধই করে দিল তারা।

সংস্থাটির ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডরও শাহরুখ। বিজ্ঞাপন বন্ধ করে দিলেও তাঁকে ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর রাখা হয়েছে কি না তা নিয়েও জল্পনা তুঙ্গে। ২০১৭-তে ওই অনলাইন শিক্ষা সংস্থার সঙ্গে বিজ্ঞাপনী চুক্তি হয় শাহরুখের। দাবি, তার পর থেকেই ওই সংস্থার আয় বিপুল বেড়েছে। এই সংস্থার বিজ্ঞাপনের জন্য মোটা টাকা চুক্তি হয়েছিল শাহরুখের। শুধু এই সংস্থাই নয়, আরও বেশ কয়েকটি সংস্থার মুখ হিসেবেও রয়েছেন 'বাদশা'। এখন দেখার সেই সব সংস্থাগুলিও একই পদক্ষেপ করে কি না।

চার কেন্দ্রের উপ-নির্বাচনের জন্য মোতায়েন ২৭ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী

নয়াদিল্লি, ৯ অক্টোবর (হি.স) : রাজ্যের আসন্ন চার কেন্দ্রের উপনির্বাচন সুষ্ঠু ও সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে ২৭ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করার সিদ্ধান্ত নিল নির্বাচন কমিশন। জানা গিয়েছে ১৩ অক্টোবর রাজ্যে আসতে চলেছে তারা। আগামী ৩০ অক্টোবর রাজ্যের চারটি কেন্দ্র শান্তিপুর, গোসাবা, দিনহাটা এবং খড়দায় উপনির্বাচন। ২ নভেম্বর এই কেন্দ্রগুলিতে ভোট গণনা। মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিন ছিল ৮ অক্টোবর এবং মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ দিন ১৩ অক্টোবর।

উপনির্বাচন যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় সেজন্য যাবতীয় পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। জানা গিয়েছে রাজ্যে আসা ২৭ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনীর মধ্যে সিআরপিএফ থাকবে ৮ কোম্পানি, বিএসএফ থাকছে ৯ কোম্পানি, সিআইএসএফ থাকছে ৫ কোম্পানি, এসএসবি থাকছে ৫ কোম্পানি। তবে কোন কেন্দ্রে কত কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন থাকবে, তা এখনও ঠিক হয়নি।

উপনির্বাচনের পরেই রাজ্যে একাধিক পুরসভায় ভোট হতে পারে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহলের একাংশ। পাশাপাশি পুজো ও ভোট একসঙ্গে করতে হবে এই বার্তা দিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''পুজোর সময় কাউকে বিরক্ত করবেন না। পুজোও করতে হবে, ভোটও হবে। পুজোর দিনগুলোতে যাতে প্রচার না করা হয় সেই আবেদন থাকবে।''

২০৬-দিনের মধ্যে সর্বনিম্ন সক্রিয় রোগী ভারতে আরোগ্যের হার ৯৭.৯৮ শতাংশ

নয়াদিল্লি, ৯ অক্টোবর (হি.স.): ভারতে ফের নিম্নমুখী দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা, স্বস্তি দিয়ে বাড়ছে সুস্থতার সংখ্যাও। বিগত ২৪ ঘণ্টায় ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১৯ হাজার ৭৪০ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিডে মৃত্যু হয়েছে ২৪৮ জনের। শুক্রবার সারাদিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ২৩,০৭০ জন, ফলে ভারতে এই মুহূর্তে মোট সুস্থতার হার ৯৭.৯৮ শতাংশ। ভারতে এই মুহূর্তে মোট চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা ২,৩৬,৬৪৩ জন, বিগত ২৪ ঘন্টায় রোগীর সংখ্যা কমেছে ৩,৫৭৮ জন, ২০৬ দিনের মধ্যে সর্বনিম্ন সক্রিয় রোগীর সংখ্যা। বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশে কোভিড টেস্টের সংখ্যা ১২,৬৯,২৯১।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে ১৯,৭৪০ জন সংক্রমিত হওয়ার পর দেশে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৩ কোটি ৩৯ লক্ষ ৩৫ হাজার ৩০৯ জন। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.৭০ শতাংশ রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ভারতে ৯৩.৯৯-কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল কোভিড-টিকাকরণ, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত মোট ৯৩ কোটি ৯৯ লক্ষ ১৫ হাজার ৩২৩ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় টিকা দেওয়া হয়েছে ৭৯ লক্ষ ১২ হাজার ২০২ জনকে।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ২৪৮ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৪,৫০, ৩৭৫ জন (১.৩৩ শতাংশ)। ভারতে সুস্থতার সংখ্যা স্বস্তি দিয়ে বেড়েই চলেছে, শুক্রবার সারা দিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ২৩,০৭০ জন। ফলে শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৩,৩২, ৪৮,২৯১ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৭.৯৮ শতাংশ।

প্রযুক্তিগত পরিবর্তন আনছে প্রসার ভারতী, সম্প্রচার কেন্দ্র বন্ধের কথা ভিত্তিহীন

নয়াদিল্লি, ৯ অক্টোবর (হি.স.): এবার আধুনিক প্রযুক্তির দিকে অগ্রসর হয়েছে দেশের বৃহত্তম পাবলিক ব্রডকাস্টিং সংস্থা প্রসার ভারতীও এবং এনালগ প্রযুক্তির পরিবর্তে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের ব্যবহার বৃদ্ধি করছে। প্রসার ভারতী স্পষ্ট করেছে যে, কৌশলগত দৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ কিছু ক্ষেত্র ছাড়া, বাকি ক্ষেত্রে এবার এনালগ প্রযুক্তির উপর নির্ভরশীল টেরিস্ট্রিয়াল টিভি ট্রান্সমিটার গুলি সরানো হবে। প্রসার ভারতী স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, এই বিষয়ে কিছু স্থানে ভুল তথ্য প্রচার করা হচ্ছে যে দূরদর্শনের সঙ্গে যুক্ত কোনও কেন্দ্র বন্ধ হতে চলেছে। প্রসার ভারতী অন্যান্য ফ্রি টু এয়ার প্রাইভেট চ্যানেল-সহ দূরদর্শনের সমস্ত চ্যানেল ডিটিএইচ ডিশের মাধ্যমে উপলব্ধ করাচ্ছে। ডিটিএইচ ডিশটি নূন্যতম খরচে ইনস্টল করা যায় এবং প্রসার ভারতীর সমস্ত চ্যানেলও দেখা যায়। প্রসার ভারতীর মতে, সামরিক ও কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে স্থাপিত প্রায় ৫০টি এনালগ টেরেস্ট্রিয়াল টিভি ট্রান্সমিটার ছাড়া, ২০২২ সালের ৩১ মার্চের মধ্যে অবশিষ্ট পুরানো এনালগ ট্রান্সমিটারগুলি বন্ধ করে দেওয়া হবে। এই ধারাবাহিকতায়, ২০১৭-১৮ তে ৩০৬, ২০১৮-১৯-এ ৪৬৮, ২০১৯-২০ তে ৬ এবং ২০২০-২১-এ ৪৬টি টেরেস্ট্রিয়াল টিভি ট্রান্সমিটার সরানো হয়েছে। পাশাপাশি ২০২১-২২-এ ৪১২টি ট্রান্সমিটার সরানোর পরিকল্পনা রয়েছে। এতে বেশ কিছু মেগাহার্ডসের স্পেকট্রাম মুক্ত হবে এবং পরিচালন ব্যয়ে বছরে ১০০ কোটি টাকা পর্যন্ত সাশ্রয় করবে। একইসঙ্গে আধুনিক প্রযুক্তি এবং নতুন সুযোগের দিকও উন্মুক্ত হবে।

প্রসার ভারতীর মতে, কিছু মিডিয়া প্রতিষ্ঠান এই তথ্যের অভাবের জন্যই বিভ্রান্তিকর খবর প্রকাশ করেছে। দূরদর্শনের শিলচর কেন্দ্রের সঙ্গে সম্পর্কিত একটি বিষয়ে প্রসার ভারতী জানিয়েছে, অসম রাজ্যের জন্য নিবেদিত দূরদর্শনের স্যাটেলাইট চ্যানেলে সম্প্রচারের জন্য প্রোগ্রাম আগের মতোই প্রস্তুত হতে থাকবে। এ ছাড়াও, ডিডি অসম ডিজিটাল মিডিয়া ইউটিউব এবং সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে নিজের উপস্থিতি জানান দেবে। দেশের সবচেয়ে বড় ব্রডকাস্টার আরও জানিয়েছে, এনালগ টেরেস্ট্রিয়াল টিভি বর্তমানে একটি পুরানো প্রযুক্তি এবং পর্যায়ক্রমে অপসারণ জনসাধারণ এবং জাতির স্বার্থেই প্রয়োজন। এই পুরানো প্রযুক্তির ব্যবহারে বিদ্যুতের খরচ কমানোর পাশাপাশি ৫জি-র মতো নতুন এবং উদীয়মান প্রযুক্তির জন্য মূল্যবান স্পেকট্রাম উপলব্ধ হবে।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

"হ্যাপি হাইপোক্সিয়া" কী? কোভিড রোগীদের কেন এ নিয়ে সতর্ক থাকতে হবে

করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ে বহু মানুষ তাঁদের কোভিড-আক্রান্ত প্রিয়জনদের জন্য অক্সিজেনের ব্যবস্থা করতে হিমশিম খেয়েছেন। কোভিডের কারণে হঠাত কী ভাবে মানুষের দেহের অক্সিজেনের মাত্রা কমে যায় এবং তাঁর ফল কতটা মারাত্মক হতে পারে, তা আমাদের শিখিয়েছে দ্বিতীয় ঢেউ। তবে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, বহু রোগী যখন হাসপাতালে আসছেন, তাঁদের শারীরিক অবস্থা আদপে অনেকটাই খারাপ। তাঁদের অজান্তেই হয়তো এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। দেখা যাচ্ছে, শরীরে অক্সিজেনের মাত্রা যতটা সন্দেহ করা হচ্ছে, তার চেয়ে অনেকটাই কম। এটাকেই বলা হচ্ছে "হ্যাপি হাইপক্সিয়া"।

হ্যাপি হাইপক্সিয়া কী

শরীরে অক্সিজেনের মাত্রা স্বাভাবিকের (৯৪ শতাংশ) তুলনায় কমে গেলে সেটাকে হাইপক্সিয়া বলা হয়। কিন্তু অনেক সময় অজান্তেই অক্সিজেনের মাত্রা অনেকটা কমে যায়। যা মানুষ প্রথমে বুঝতে পারেন না। চিকিতসকদের ভাষায় তাকেই বলা হয় "হ্যাপি হাইপক্সিয়া"। অনেক সময়ে কোভিডের কারণে ফুসফুস যে ভাবে প্রভাবিত হয়, তা প্রথমে ধরা পড়ে না। হয়তো জ্বর, কাশি, গায়ে ব্যথার মতো অন্য উপসর্গ নিয়েই মানুষ বেশি মাথা ঘামান। কিন্তু অক্সিজেনের অভাব ধীরে ধীরে মুখে, ঠোঁটে বোঝা যায়। আবার অনেক ক্ষেত্রে হয়তো বোঝা যায় না, যে শরীরে অক্সিজেনের মাত্রা কমার ফলে আরও ঘন ঘন শ্বাস নিতে হচ্ছে। আমরা যখন কোনও পাহাড়ি অঞ্চলে যাই, বাতাসে অক্সিজেন কম থাকার ফলে শরীর ধীরে ধীরে তার সঙ্গে মানিয়ে নেয়। এ ক্ষেত্রেও তাই হয়। যতই রক্তে অক্সিজেনের মাত্রা কমে যাক, শরীর তার সঙ্গে প্রথম দিকে মানিয়ে নেয়। অনেক পরে গিয়ে বোঝা যায় যে শরীরে কোনও রকম অসুবিধা হচ্ছে। কিন্তু ততক্ষণে শরীরের ভিতর অনেক রকম গুরুতর ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। তখন রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি করানোর প্রয়োজন পড়ে। এমনকী আইসিইউ কেয়ারেও রাখতে হতে পারে।

কী করে বুঝবেন কোনও পরিশ্রম ছাড়াই যদি হঠাত খুব ঘামতে থাকেন, কিংবা মুখ বা ঠোঁটের কোণ হঠাত নীলচে বা বেগুনি হয়ে যায়, তাহলে সতর্ক হতে হবে। এগুলো সবই অক্সিজেন কমে যাওয়ার লক্ষণ। তাড়াতাড়ি ধরা পড়লে সঠিক চিকিতসায় এই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব বলে মনে করছেন চিকিতসকেরা।

কী ভাবে আটকাবেন

এই ধরনের পরিস্থিতি আটকানোর একটাই উপায় সারাক্ষণ সজাগ থাকা। অত্যন্ত মৃদু উপসর্গ হলেও দ্রুত কোভিড পরীক্ষা করিয়ে নিন। রিপোর্টের অপেক্ষা না করে প্রথম থেকেই নিয়মিত পাল্‌স অক্সিমিটারে রক্তে অক্সিজেনের মাত্রা মেপে দেখুন। কিছু চিকিতসক মনে করেন, মৃদু উপসর্গ থাকলে রোগীর "৬ মিনিট টেস্ট" করা উচিত। মানে একবার অক্সিজেনের মাত্রা মেপে ৫-৬ মিনিট ঘরের মধ্যে হাঁটাহাঁটি করুন। তারপর ফের একবার মাপুন। পাল অক্সিমিটার অনেক সময় ভুল রিডিং দেখায়। তাই আঙুল দিয়ে কিছুক্ষণ স্থির হয়ে থেকে তারপর রিডিং নিন।

একটি আমের দাম ১,০০০টাকা! "আফগান" আম কিনতে আগে বুকিং করতে হয়

মধ্যপ্রদেশের আলিরাজপুর জেলা। ভিন্ন স্বাদের নানা প্রজাতির আমের ফলনের জন্য বিখ্যাত। সেখানেই চাষ হয় নূরজাহান আমের। প্রতিটি আমের দাম ১০০০ টাকা। এই বিশেষ ধরনের আমের আদিম উতস হল আফগানিস্তান। তবে আমাদের দেশে আলিরাজপুর জেলার কাঠিওয়াড়া এলাকায় চাষ করা হয় এই আমের। গুজরাত ও মধ্যপ্রদেশের সীমান্ত এলাকা কাঠিওয়াড়া। হিসেব মতো ইন্দোর থেকে দূরত্ব ২৫০ কিলোমিটার। চাষীরা জানিয়েছেন, চলতি মরশুমে প্রতিটি নূরজাহান আমের দাম হতে পারে ৫০০ থেকে ১০০০ টাকা পর্যন্ত। "আমার বাগানে তিনটি নূরজাহান আমের গাছে ২৫০ টি আম ফলেছে। প্রতিটি আমের দাম ৫০০ থেকে ১০০ টাকা। সবকটি আমের জন্যই বুকিং করে রেখেছেন লোকে।"- জানিয়েছেন কাঠিওয়াড়ার এক আমচাষী। শুধু মধ্যপ্রদেশ নয়। পাশের রাজ্য গুজরাত থেকেও নূরজাহান আমের জন্য বুকিং করা হয়েছে! এই বছর একএকটি আমের ওজন হতে চলেছে ২ কেজি থেকে ৩.৫ কেজি পর্যন্ত!

আরও পড়ুন: ঝাল লংকা খেতে ভালবাসেন? বিশ্বের ৮টি তীব্র ঝালযুক্ত চিলি পিপারের নাম জেনে নিন কাঠিওয়াড়ার নূরজাহান আম ফলনে বিশেষজ্ঞ অপর এক চাষী জানিয়েছেন, আমের উতপাদন ভালো হলেও কোভিডের কারণে ব্যবসা মার খাচ্ছে। গত বছর মুকুল ভালো আসেনি। তিনি আরও বলেছেন, ২০১৯ সালে গড়ে এক একটি আমের ওজন হয়েছিল ২.৭৫ কেজি। সেবার প্রতিটি আমের দাম উঠেছিল ১২০০ টাকা! নূরজাহান আমের ফলন শুরু হয় জুন মাসের গোড়া থেকে। আর গাছে মুকুল আসে জানুয়ারি- ফেব্রুয়ারি মাস নাগাদ। এই আম মোটমুটি ১ ফুট মতো লম্বা হতে পারে!

এক টুকরো চিকেন নাগেটের দাম ৭২ লক্ষ টাকা! জানুন আসল ঘটনা

এক টুকরো চিকেন নাগেটের দাম ৭২ লক্ষ টাকা! সাংঘাতিক সব দামের খাবারের ছবি, ভিডিয়ো ভাইরাল হওয়া এখন সোশ্যাল মিডিয়ার ট্রেন্ড। দুবাইয়ের বহুমূল্যের সোনার কোটিং দেওয়া কাবাব, বিরিয়ানির খবর কিছুদিন আগে ভাইরাল হয়েছিল নেট দুনিয়ার প্রায় সব মাধ্যমে। অন্যদিকে, বিভিন্ন কারণে হামেশাই সংবাদ শিরোনামে থাকে ফাস্ট ফুড জায়ান্ট ম্যাকডোনাল্ডস। এবার তাদেরই এক টুকরো চিকেন নাগেটের দাম দেখে পিলে চমকে গিয়েছে সকলেরই। কারণ ওই এক পিস চিকেন নাগেটের দাম ৭২ লক্ষ টাকা। বিষয়টা আসলে ঠিক কী?

জনপ্রিয় মাল্টিপ্লেয়ার গেম 'অ্যামাং আস'। সেই গেমেরই চরিত্র - এর আদলে তৈরি হয়েছে এই নাগেট। অনলাইন সংস্থা ইবে- তে ৯৯,৯৯৭ ডলারে বিক্রি হয়েছে এই নাগেট। জানা গিয়েছে, প্রথমেই কিন্তু এই - এর আদলে তৈরি নাগেটের দাম এত চড়া ছিল না। গত ২৮ মে ৯৯ সেন্ট দিয়ে বিক্রি করা হয়েছিল এই চিকেন নাগেটের পিস। এই নাগেটের দাম তালিকাভুক্ত হওয়ার পর কোনও 'বিড' আসেনি প্রথমে। তবে আচমকাই একজন ১৪,৮৬৯.৬৯ ডলারে এই নাগেট কিনে নেন। বেশ তারপরই দাম বাড়তে থাকে এই চিকেন নাগেটের। ৩ জুন শেষ পর্যন্ত ফাইনাল দাম ধার্য হয়েছিল ৯৯,৯৯৭ ডলার।

অন্যদিকে জানা গিয়েছে, বার্গার জয়েন্ট ম্যাকডোনাল্ডস এর মধ্যে কোরিয়ান সেনসেশন বিটিএস- এর সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে। নতুন এবং স্পেশ্যাল বিটিএস মিলও তৈরি করছে ম্যাকডোনাল্ডস। সেখানেই রয়েছে এই চিকেন নাগেট। কে-পপ বিটিএস মিলে এই নাগেট থাকাও তার অতিরিক্ত দামের একটি কারণ। কিন্তু লক্ষাধিক দামের এই চিকেন নাগেট কি আদৌ খাওয়া যাবে?

ম্যাকডোনাল্ডসের তরফে জানানো হয়েছে ফ্রোজেন এই চিকেন নাগেটের পিস বা টুকরো এয়ার সিলড প্যাকেটে ডেলিভারি করা হবে, যাতে সেটা ফ্রেশ থাকে। শুধু তাই নয়, শিপিং পদ্ধতিও হবে নিরাপদ। আর ১৪ দিন পর্যন্ত ভাল থাকবে এই নাগেট। তার আগেই নির্দিষ্ট ক্রেতার হাতে এই চিকেন নাগেটের টুকরো পৌঁছে যাবে।

দীপক রঞ্জন করের দুটি কবিতা

আগমনী উৎসব

আশ্বিনের শারদ বেলায়
ষষ্ঠীতে মায়ের বোধন ,
জগত বাসির কল্যাণে
মহিষাসুরের হবে নিধন।

রণমূর্তি দশভুজা সাজে
মর্ত্যে দেবীমায়ের আগমন।
দুঃখ দীনতা কাটিয়ে শেষে
হোক সুখ-শান্তির জাগরণ।

মা দুর্গার অকালবোধনে
জ্যোতির্ময় হউক ধরণী,
ঢাক বাজে,কাসর বাজে
সর্বত্র আলোর ঝলকানি।

মহা আনন্দে,ধুমধাম রবে
কাটে সপ্তমী-অষ্টমী-নবমী,
অশ্রু জলে বিসর্জন শেষে
বাঙালির বিজয়া দশমী।

শুধু কথার কথা'

'কথা বলতে হও সাবধান,
'দেওয়ালেরও আছে কান'।
ভেবে যখন পাইনা কূল
দেখি 'চোখে সরষে ফুল'।

আগাছাও জানি গাছ
চিংড়িকে সবে বলি মাছ।
অজুহাতের নেই যে হাত
থাপ্পরে কি পড়ে দাঁত?
কথায় বলে 'বুদ্ধি মোটা '
বুদ্ধি কি আর মন্ডা পিঠা ?
কথায় বলে 'জিব কাটা'
জিবটা বেশ আছে গোটা।

গানে যে তাঁর "গলা মিষ্টি "
গলা কি তাঁর চিনির সৃষ্টি?
কথায় বলে "হাত পাকা"
হউক না তবু হাত বাঁকা।

সকল কথায় "গলায় নাক",
নাক তো আছে ঠিকঠাক।
কথায় বলে "কান কেটেছে"
কান আসলে বেজায় আছে।

বলে সবাই 'কপাল মন্দ'
মনে তখন লাগে দ্বন্দ্ব।
কপাল কি হয় ফর্সা কালো,
খুঁজে পাবে মন্দ ভালো।

কথায় আছে 'নজর লাগা'
কুসংস্কারে আচ্ছন্ন রোগা।
বলতে পারো নজর কাড়ে
সুন্দর কিছু জগৎ মাঝারে।

রাম বাবু 'গ্রামের মাথা'
এটি শুধু কথার কথা।
গ্রাম তো আর জন্তু নয়
যার আবার মাথা হয়?

নতুন দাম্পত্যে ধরে রাখতে হবে বৈবাহিক সুখ সেই লক্ষ্যে এই ৮ নিয়মে যেন ভুল না হয়!

অনেক দিন ধরে একটা প্রবাদ প্রচলিত আছে সমাজে- সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে! নারীর উপরে দাম্পত্য জীবন মধুর করে তোলার সব দায় এই ভাবে পুরুষতান্ত্রিকতা যতই চাপিয়ে দিক না কেন, আদতে বৈবাহিক সুখ বজায় রাখতে পুরুষের ভূমিকাও কম কিছু নয়, হাজার হোক দুইয়ে মিলেই গড়ে উঠেছে পরিবারের কাঠামো!

যদিও সব সময়ে হিসেব দুইয়ে দুইয়ে চার হয় না! তখন বসতে হয় আঙুলের কড় গোনা নিয়ে। মাথায় চারিয়ে যায় কেবল একটাই চিন্তা- সব যদি ঠিক থাকবে, তাহলে বিবাহিত জীবন সুখে এবং সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ হচ্ছে না কেন? এই সমস্যার মুখে বিশেষ করে পড়তে হয় নববিবাহিত দম্পতিদের। ভালোবেসে বিয়ে হলে সেখানে তো সমস্যা থাকার কথা নয়, তাই না? বা সম্বন্ধ করে বিয়ে হলে যেখানে আনুষঙ্গিক সব ঠিক থাকে, সেখানেও কেন যথেষ্ট সুখ আসে না?

নববিবাহিত দম্পতিদের এক্ষেত্রে সহায়ক হতে পারে বাস্তুশাস্ত্র। এই শাস্ত্র মেতে বাড়ি তৈরি করলে, তার আসবাবের বিন্যাস করলে তবেই পরিবারে আসে সুখ এবং সমৃদ্ধি। দেখে নেওয়া যাক, নতুন দম্পতিদের জীবনে বৈবাহিক সুখ ধরে রাখতে কোন ৮ নিয়ম মেনে চলার পরামর্শ দিচ্ছেন বাস্তুবিদরা!

১. নববিবাহিত দম্পতিদের শোওয়ার ঘর থাকা উচিত বাড়ির দক্ষিণ, পশ্চিম অথবা দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে, তবেই দাম্পত্য অন্তরঙ্গতা এবং মানসিক সুখে ভরে উঠবে। এক্ষেত্রে উত্তর, পূর্ব এবং উত্তর-পূর্ব দিকের শোওয়ার ঘর এড়িয়ে চলতে হবে।

২. পূর্ব দিক পরিবারে ইতিবাচকতা নিয়ে আসে। তাই নববিবাহিত দম্পতিরা যদি শোওয়ার ঘরে নিজেদের ছবি টাঙিয়ে রাখতে চান, তাহলে তা শোওয়ার ঘরে পূর্ব দিকের দেওয়ালে রাখা উচিত।

৩. নববিবাহিত দম্পতিদের শোওয়ার ঘরে কাজের কোনও জিনিস, যেমন ল্যাপটপ, বই এসব না থাকাই ভালো, তাতে কাজ এবং ব্যক্তিগত জীবনের মধ্যে ভারসাম্য নষ্ট হবে।

৪. নববিবাহিত দম্পতিরা যখন ঘুমাবেন, তখন তাঁদের মাথা যেন দক্ষিণ দিকে থাকে, খাটের অবস্থান এমন ভাবেই ঠিক রতে হবে। তাহলেই সংসারে সৌভাগ্য এবং অর্থ আসবে।

৫. কালো, ধূসর, খয়েরি এবং ঘি-রঙা আসবাব, চাদর, পর্দা শোওয়ার ঘরে রাখা যাবে না, তা জীবনকে আনন্দময় করে তোলার পথে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করবে।

৬. নববিবাহিত দম্পতিদের জীবন বৈবাহিক সুখে পরিপূর্ণ করতে শোওয়ার ঘরের আসবাব, চাদর, পর্দায় সব সময়ে গোলাপি, কমলা, নীল, হলুদ রঙ ব্যবহার করা উচিত।

৭. শোওয়ার ঘরে আয়না থাকলে তা যেন খাটের দিকে মুখ করে না থাকে, এতে দাম্পত্যে নেতিবাচক শক্তি প্রবেশ করবে।

৮. শোওয়ার ঘরে একটি ফুলদানিতে রোজ তাজা ফুল রাখলে নববিবাহিত দম্পতিদের জীবনে সুখের প্রাবল্য সঞ্চার হবে।

'ব্লু লাইটে' ত্বকের ক্ষতি এগুলো মেনে চলবেন

এখন ওয়ার্ক ফ্রম হোমের কারণে আমাদের অনেকেরই কাজের সময় বেড়ে গেছে। অনেকের কাজের শিফট পাল্টে গেছে। বাড়ির কাজ সামলে কাজ করতে গিয়ে অনেকেরই সময়ে কাজ শেষ হচ্ছে না। এর ফলে আমাদের চোখের যে ক্ষতি হচ্ছে তা আমরা অনেকেই বুঝতে পারছি না। জেনে অবাক হবেন যে মোবাইল ফোন বা ল্যাপটপ থেকে নিঃসৃত হালকা নীল আলো আপনার চোখের সঙ্গে ত্বকের ক্ষতি করে আর সেই কারণে অকালে বুড়িয়ে যাওয়া, পিগমেন্টেশনের মতো সমস্যা এসে হাজির হয় অকালেই। এমন নীল আলোর ফলে আমাদের মাথা ধরার মতো সমস্যাও হয় যার ফলে মেজাজ খিটখিটে হতে থাকে। মানুষ আপনাকে ভুল বুঝলেও আপনি আসল সমস্যাটি নিজেই বুঝতে পারবেন না। এই কারণেই এই বিশেষ লেখা। তবে জীবনধারার ক্ষেত্রে কিছু সহজ বিষয় মেনে চললে আপনি নিজেই এই ক্ষতির হাত থেকে দূরে থাকতে পারেন। মুখ ধোয়া: কম্পিউটারের সামনে অনেকক্ষণ কাজ করলে সেখান থেকে উঠে কিছু সময় পর পর মুখ ধোয়ার চেষ্টা করবেন। তা না হলে যদি দীর্ঘ সময় ধরে আপনি স্ক্রিনের সামনে বসেন তাহলে রেডিক্যালের কণাগুলো মুখে আটকে যায়। শরীর থেকে কমপক্ষে ১৮ ইঞ্চি দূরে স্ক্রিন থেকে থাকা উচিত। জল পান: দীর্ঘক্ষণ কম্পিউটারের সামনে বসলে ত্বক ধীরে ধীরে শুষ্ক হয়ে যায়। এই কারণের জন্য কিছুক্ষণ পরপর জল পান করার চেষ্টা করুন। আরো পোস্ট- কবর থেকে চুরি চ্যাপলিনের দেহ!

দেশি ট্যুইস্ট! "ফিউশন বার্গার" বেচে কোটিপতি এই পাইলট

হোয়াট-আ-বার্গার! বার্গারের এক কামড় বসালেই এই কথাটাই প্রথম বলবেন আপনি। বার্গারের নামও তাই! ফিউশন বার্গারের অন্যতম জিভে জলআনা স্বাদের বার্গার এখনকার দিনে সুপার হিট। বার্গারের বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক সংস্থান চেইন দেশে বেশ জনপ্রিয় হলেও, এর কদর দিনে দিনে বেড়েই চলেছে। আলু আচারি বার্গার, পেরি পেরি চিকেন বার্গার, চিকেন সারপ্রাইজ বার্গার, গ্রিলড মটন কাবাব বার্গার আরও কত ধরনের বার্গার রয়েছে, তার ইয়োত্তা নেই।

রজত জায়সওয়াল, পেশায় কমার্শিয়াল পাইলট এই যুবা বার্গারপ্রেমিক তো বটেই, এর মালিকও বটে। ছোট্টবেলার বন্ধুকে সহে নিয়ে নয়ডায় প্রথম বার্গার ব্র্যান্ড লঞ্চ করেন। ২০১৬ সাল থেকে যাত্রা শুরু করে এই সংস্থা এখন ১১টি রাজ্যে, ১৬টি শহরের ৬০টি আউটলেট খুলে দেদার ব্যবসা শুরু করেছে। বার্ষিক আয় প্রায় ১৩ কোটি টাকা। তবে এই দুর্দান্ত যাত্রার পিছনে রয়েছে জেদ, প্যাশন, নিষ্ঠা-পরিশ্রম ও কঠোর পরিশ্রম।

আইসক্রিম মুখে দিলেই মিলবে চা-বিস্কুটের স্বাদ! চেখে দেখবেন নাকি?

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: বাঙালির চা (ত্রৈথ) প্রেম নতুন কিছু নয়। তবে শুধু চা হলে বিশেষ মন ভরে না। সঙ্গে বিস্কুট চাই। যাঁদের নেশা রয়েছে তাঁরাই বোঝেন চায়ে বিস্কুট ডুবিয়ে খাওয়ার মজা কতটা। ঠিক যেন অমৃত সমান! এতো নয় গেল চা-বিস্কুটের যুগলবন্দির কথা। কিন্তু কাঠি আইসক্রিম মুখে দিয়ে চা-বিস্কুটের স্বাদ পেয়েছেন কখনও? শুনতে অবাক লাগলেও এই ধরনের আইসক্রিমই এখন নেটদুনিয়ার চর্চায়।

কীভাবে নেটদুনিয়ার চর্চার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে এল চা-বিস্কুট কাঠি আইসক্রিম? মুম্বইয়ের ফুড

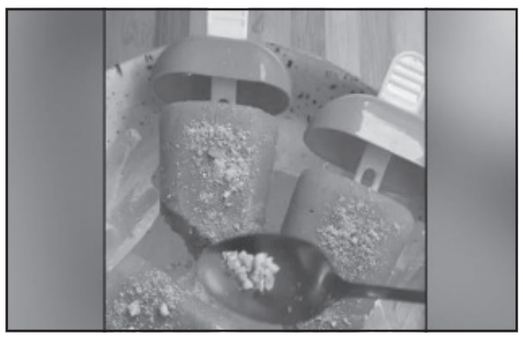

ব্লগার মহিমা সম্প্রতি এই ধরনের আইসক্রিমের রেসিপির ভিডিও শেয়ার করেন। ওই ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, এক প্যাকেট পার্লে জি বিস্কুট টুকরো করে নিচ্ছেন তিনি। মিহি করে গুঁড়ো করে নিয়েছেন তিনি। তারপর আইসক্রিমের আকারের একটি পাত্রে ওই বিস্কুটের গুঁড়ো ঢেলে দেন মহিমা। তার মধ্যে মিশিয়ে দেন দুধ। তারপর তা ফ্রিজে ঢুকিয়ে জমাট বাঁধিয়ে নেন। ব্যস! সহজ পদ্ধতিতেই কেল্লাফতে।

তৈরি চা-বিস্কুটের কাঠি আইসক্রিম

আম পেঁয়াজের আচার

উপকরণ- পরিমাণ মতো কাঁচা আম। এক কাপ পেঁয়াজ কুচি। দুই চা চামচ জিরে গুঁড়ো। দুই চা চামচ কালো জিরে গুঁড়ো। আধ চামচ সরষে গুঁড়ো। এক টেবিল চামচ লঙ্কা গুঁড়ো। সরষের তেল এবং নুন পরিমাণ মতো।

প্রণালী- আম এবং পেঁয়াজ আলাদা ভাবে রোদ্দুরে শুকিয়ে নিন। এর পর বাকি সব উপকরণ দিয়ে মেখে বোতলে ভরে কয়েকদিন ধরে রোদ্দুরে দিলেই তৈরি আচার।

জম্মু-কাশ্মীরে হিন্দু পন্ডিতদের উপর হামলার প্রতিবাদে শনিবার আগরতলায় বিশ্ব হিন্দু পরিষদের বিক্ষোভ। ছবি ঃ নিজস্ব

আফগানিস্তানের মসজিদে বিস্ফোরণের দায় স্বীকার করল আইএস

কাবুল, ৯ অক্টোবর (হি.স.) : আফগানিস্তানের মসজিদে বিস্ফোরণের দায় স্বীকার করল ইসলামিক স্টেট (আইএস)। আফগানিস্তানের কুন্দুজ প্রদেশের খান আবাদ জেলার একটি মসজিদে বিস্ফোরণের জেরে নিহত হয়েছেন শতাধিক স্থানীয় বাসিন্দা। শুক্রবার বিকেলের প্রার্থনার সময় ওই বিস্ফোরণ ঘটে। ওই বিস্ফোরণের দায় স্বীকার করে তারা জানিয়েছে, এক উইঘুর এই আত্মঘাতী হামলা চালিয়েছে। নিজেদের টেলিগ্রাম চ্যানেলে তারা লিখেছে, 'মুহম্মদ আল-উইঘুরি নামে তাদের এক আত্মঘাতী জঙ্গি বিস্ফোরক ঠাসা জ্যাকেট পরে ভিড়ের মধ্যে ওই হামলা চালিয়েছে।'

গতকাল হামলার পরে তালিবানের মুখপাত্র জবিউল্লা মুজাহিদ টুইটে লেখেন, 'বিকেলে শিয়া সম্প্রদায়ের একটি মসজিদে বিস্ফোরণ ঘটেছে। আমাদের অনেকে নিহত হয়েছেন। জখমও বহু।' ঘটনাস্থলের প্রচুর ভিডিয়োও ছড়িয়ে পড়েছে নেটমাধ্যমে। সেগুলিতে দেখা যাচ্ছে, বিস্ফোরণের পরে আতঙ্কিত মানুষ হুড়োহুড়ি করছেন। দৌড়চ্ছেন। রাস্তার ধারে বুক চাপড়ে কাঁদছেন কেউ কেউ। একটি ভিডিয়োয় দেখা গিয়েছে, হাসপাতালে রক্তাক্তদের নিয়ে ভিড় করেছেন স্বজনেরা। বিস্ফোরণ স্থলের কাছেই থাকেন ব্যবসায়ী জালমাই আলোকজাই। আহতদের চিকিৎসায় যদি রক্ত দিতে হয় সে কথা ভেবে ছুটে গিয়েছিলেন কাছের হাসপাতালে। ফিরে এসে সাংবাদিকদের বললেন, "একের পর এক অ্যাম্বুল্যান্স হাসপাতালে ঢুকছে আর বেরোচ্ছে। কোনওটায় রক্তাক্ত জখমেরা, কোনওটায় বা দেহের সারি। কোনও দেহের হাত নেই, পা উড়ে গিয়েছে, কোনওটা এত ক্ষতিগ্রস্ত যে চেনার উপায় নেই।"—হিন্দুস্থান সমাচার /

লখিমপুর খেরির ঘটনার প্রতিবাদে দেশজুড়ে রেল অবরোধের ডাক সংযুক্ত কিষান মোর্চার

লখনউ, ৯ অক্টোবর (হি.স) : লখিমপুর খেরিতে কৃষকদের মৃত্যুর প্রতিবাদে বড় আন্দোলনে নামছে কৃষক সংগঠনগুলি। আগামী ১৮ অক্টোবর তাঁরা রেল অবরোধ করবেন। ২৬ অক্টোবর লখনউতে বসবে "মহাপঞ্চায়েত"। কৃষকদের দাবি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী অজয় মিশ্রকে বরখাস্ত করতে হবে। গ্রেফতার করতে হবে তাঁর ছেলে আশিসকে।

সংগঠনের তরফ থেকে অন্যতম নেতা যোগেন্দ্র যাদব শনিবার জানিয়েছেন, লখিমপুর খেরির ঘটনার প্রতিবাদে আগামী ১৮ অক্টোবর রেল অবরোধের ডাক দেওয়া হয়েছে। গোটা ভারত জুড়েই রেল অবরোধ করবে সংযুক্ত কিষাণ মোর্চা। এখানেই শেষ নয়, এই হিংসার ঘটনার প্রতিবাদে ১৫ অক্টোবর গোটা দেশে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের কুশপুতুল পোড়াবে কৃষক সংগঠনগুলি।

এদিকে, লখিমপুর খেরিতে কৃষকদের পিষে মেরে ফেলার ঘটনায় প্রায় সপ্তাহখানেক পর শনিবার বেলায় উত্তরপ্রদেশের ক্রাইম ব্রাঞ্চের দফতরে এসে হাজিরা দিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর ছেলে অভিযুক্ত আশিস মিশ্র। অভিযোগ, তার গাড়িতে চাপা পড়ে লখিমপুর খেরিতে ৪ কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। এর জেরে মুহূর্তের মধ্যে রণক্ষেত্রে পরিণত হওয়া এলাকায় অশান্তির মধ্যে পড়ে মৃত্যু হয় আরও চারজনের। আট আটটি প্রাণ এভাবে অকালে চলে যাওয়া জাতীয় রাজনীতিতে বড় ইস্যু হয়ে ওঠে। একে একে রাজনৈতিক দলের নেতারা লখিমপুরে গিয়ে কৃষকদের পাশে দাঁড়ানোর উদ্যোগ নেন। কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াঙ্কা গান্ধী থেকে সপা নেতা অখিলেশ যাদব — সবাইকে প্রাথমিকভাবে আটকে দেয় পুলিশ।

মঙ্গলে কলশ যাত্রা কিসান মোর্চার, ১৮ অক্টোবর রেল রোকো অভিযান কর্মসূচি

লখনউ, ৯ অক্টোবর (হি.স.): উত্তর প্রদেশের লখিমপুর খেরিতে ৪ জন কৃষকের মৃত্যুর প্রতিবাদে আগামী ১২ অক্টোবর, মঙ্গলবার কলশ যাত্রা বের করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সংযুক্ত কিসান মোর্চা। শনিবার এমনটাই জানিয়েছেন যোগেন্দ্র যাদব। একইসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, ১৮ অক্টোবর রেল রোকো অভিযান কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। যোগেন্দ্র যাদব বলেছেন, '১২ অক্টোবর থেকে উত্তর প্রদেশের সমস্ত জেলায় কলশ যাত্রা বের করবে সংযুক্ত কিসান মোর্চা। ১৮ অক্টোবর রেল রোকো কর্মসূচি পালন করা হবে এবং ২৬ অক্টোবর লখনউতে বসবে মহাপঞ্চায়েত।

গত রবিবার উত্তর প্রদেশের লখিমপুর খেরিতে ৪ জন কৃষক ও একজন সাংবাদিকের পাশাপাশি মৃত্যু হয়েছিল ৩ জন বিজেপি কর্মীরও। ওই ৩ জন বিজেপি কর্মীর মৃত্যু প্রসঙ্গে ভারতীয় কিসান ইউনিয়নের নেতা রাকেশ টিকাইত এদিন বলেছেন, 'ওটা ছিল অ্যাকশনের প্রতিক্রিয়া। কোনও পরিকল্পনা ছিল, তা হত্যার সমান নয়।'

২৪ ঘন্টায় মৃত্যু-হীন দিল্লি, করোনা-সংক্রমণের হার ০.০৫ শতাংশ

নয়াদিল্লি, ৯ অক্টোবর (হি.স.): রাজধানী দিল্লিতে আরও কমে গেল করোনাভাইরাসের সংক্রমণের হার, সংক্রমণের হার কমতে কমতে ০.০৫ শতাংশে পৌঁছেছে। আরও স্বস্তির বিষয় হল, বিগত ২৪ ঘন্টায় দিল্লিতে মৃত্যু হয়নি কারও, এই সময়ে নতুন করে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ৩০ জন। ফলে দিল্লিতে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ১৪ লক্ষ ৩৯ হাজার ১৬৬ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ২৫ হাজার ৮৮ জনের।

দিল্লিতে ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ১৪ লক্ষ ১৩ হাজার ৭০১ জন, তাঁদের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন ৫২ জন। শনিবার দিল্লির স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে বুলেটিনে জানানো হয়েছে, রাজধানী দিল্লিতে এই মুহূর্তে মোট চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা ৩৭৭ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় মোট করোনা-পরীক্ষা করা হয়েছে ৬,২৪,৫০।

দিল্লিতে পেপার প্লেটের ফ্যাক্টরিতে আগুনে দগ্ধ ৩ দমকল কর্মী, ভাঙল বহুতল

নয়াদিল্লি, ৯ অক্টোবর (হি.স.): দিল্লির নারেলা শিল্পাঞ্চল এলাকায় পেপার প্লেটের ফ্যাক্টরিতে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড। শনিবার সকালে ওই ফ্যাক্টরিতে আগুন লাগে। মুহূর্তের মধ্যেই ভয়াবহ রূপ নেয় আগুন। ফ্যাক্টরি ও সংলগ্ন এলাকা কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায়। আগুন নেভাতে পৌঁছয় দমকলের মোট ৩৩টি ইঞ্জিন। আগুনের তীব্রতা ও বিস্ফোরণের জেরে ভেঙে পড়ে ওই বহুতল। আগুন নেভাতে গিয়ে দগ্ধ হয়েছেন ৩ জন দমকল কর্মী এবং বহুতল ভেঙে আহত হয়েছেন একজন দমকল কর্মী। ওই দমকল কর্মী তাঁর পায়ে মারাত্মক চোখ পেয়েছেন। দমকল কর্মীদের দীর্ঘ সময়ের প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে। তবে, বিকেল পর্যন্ত চলতে থাকে কুলিং ডাউন প্রক্রিয়া।

দিল্লি দমকলের ডিরেক্টর অতুল গর্গ জানিয়েছেন, সকাল ৭.১৫ মিনিট নাগাদ ফোন করে জানানো হয়, নারেলা শিল্পাঞ্চল এলাকায় অবস্থিত পেপার প্লেট তৈরি ইউনিটে আগুন লেগেছে। আগুন লাগার খবর পাওয়া মাত্রই পৌঁছে যায় দমকলের ৩৩টি ইঞ্জিন। বহুতলের প্রথম তলায় আগুন লাগে, সেখানেই তৈরি করা হাত পেপার প্লেট ও অন্যান্য সামগ্রী।

দগ্ধ ও আহত অবস্থায় ৪ জন দমকল কর্মীকে গঙ্গারাম হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এই অগ্নিকাণ্ডে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

বোকাজানে উদ্ধার প্রায় ২.৬৫ টাকার হেরোইন, আটক দুই

বোকাজান (অসম), ৯ অক্টোবর (হি.স.) : কারবি আংলং জেলার বোকাজান মহকুমার অসম-নাগাল্যান্ড আন্তঃরাজ্য সীমান্তবর্তী পুরনো লাহরিজানে পৃথক অভিযানে প্রায় ২.৬৫ কোটি টাকার হেরোইন উদ্ধার করেছে পুলিশ। একটি যাত্রীবাহী বাস এবং চার চাকার কারে তালাশি চালিয়ে বোকাজান পুলিশ এই সাফল্য লাভ করেছে। এর সঙ্গে দুই মাদক পাচারকারীকে আটক করা হয়েছে। প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, নির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে গতকাল শুক্রবার মধ্যরাতে প্রথমে বোকাজান মহকুমার অন্তর্গত অসম-নাগাল্যান্ড সীমান্তবর্তী পুরনো লাহরিজান পুলিশ চেকপোস্টে অবস্থান করে পুলিশের এক দল। বোকাজান মহকুমা পুলিশ আধিকারিক (এসডিপিও) জন দাসের নেতৃত্বে লাহরিজান পুলিশ ওয়াচপোস্টের তিন এসআই লুৎফুর রহমান, বিতোপন চুতিয়া ও হীরকজ্যোতি দাসকে নিয়ে পুলিশের দল চেকপোস্টে ওৎ পেতে বসেন। তথ্য অনুযায়ী এক সময় এমএন ০৬ বি ১৩৪১ নম্বরের একটি যাত্রীবাহী বাস আসলে তাতে তন্ন তন্ন করে তালাশি চালানো হয়। তালাশি চালিয়ে বিপুল পরিমাণের ড্রাগস বাজেয়াপ্ত করে পুলিশের দল। বাসটি মণিপুর থেকে ডিমাপুর (নাগাল্যান্ড) হয়ে গুয়াহাটি যাচ্ছিল।

বোকাজান মহকুমা পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, তালিশি চালিয়ে একটি ব্যাগে ২৭টি সাবান কেস ভরতি ৩৩৯.১৬ গ্রাম সন্দেহজনক হেরোইন অভিযানকারীরা বাজেয়াপ্ত করেছেন। বাজেয়াপ্তকৃত ড্রাগসগুলির আন্তর্জাতিক বাজার মূল্য কম পক্ষে ২.০০ কোটি হবে বলে ধারণা পুলিশের। এর সঙ্গে মণিপুরের বিষ্ণুপুর এলাকার বাসিন্দা জনৈক আজাদ খান (২৩)-কে হেরোইন পাচারের অভিযোগে আটক করা হয়েছে।

এদিকে আরেকটি চার চাকার কারে অভিযান চালিয়ে ৬৪ গ্রাম হেরোইন বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশের ওই একই দল। এর সঙ্গে একজনকে আটক করা হয়েছে। তবে তার নামধাম এখনও জানা যায়নি। পৃথক অভিযানে বাজেয়াপ্তকৃত ড্রাগসগুলির আন্তর্জাতিক বাজার মূল্য কম পক্ষে ২.৬৫ কোটি হবে বলে ধারণা পুলিশের।

রাজ্যের ৫৮টি হাইস্কুলকে হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলে উন্নীতকরণ, তালিকায় কাছাড়-করিমগঞ্জ, ব্রাত্য হাইলাকান্দি

হাইলাকান্দি (অসম), ৯ অক্টোবর (হি.স.) : রাজ্যের ৫৮টি হাইস্কুলকে হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলে উন্নীত করছে রাজ্য সরকার। তালিকায় স্থান পেয়েছে বরাক উপত্যকার কাছাড় ও করিমগঞ্জ জেলা, কিন্তু রহস্যজনক ভাবে ব্রাত্য রয়ে গেছে হাইলাকান্দি!

গত ৭ অক্টোবর অসম মাধ্যমিক শিক্ষা দফতরের অতিরিক্ত সচিব এফএইচ চৌধুরী (এসিএস) রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় ৫৮টি প্রাদেশিকীকৃত হাইস্কুলকে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত করার নির্দেশ জারি করেছেন। এই তালিকায় রয়েছে বরাক উপত্যকার কাছাড় ও করিমগঞ্জ জেলার নাম। উভয় জেলায় তিনটি করে হাইস্কুলকে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু দীর্ঘ এই তালিকায় স্থান পায়নি হাইলাকান্দি জেলার কোন হাইস্কুলের নাম।

কাছাড় জেলার যে তিনটি হাইস্কুলকে সরকারিভাবে হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলে উন্নীত করা হয়েছে এগুলো যথাক্রমে বাঁশকান্দি রানিপুরের বাঁশকান্দি হাইস্কুল, বিন্নাকান্দি জগাই-মথুরা হাইস্কুল এবং পালইরবন্দ গার্ডেন হাইস্কুল। এই তিনটি হাইস্কুলই লক্ষ্মীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অধীনে। লক্ষ্মীপুরের বিধায়ক কৌশিক রাই। মূলত, তাঁর প্রচেষ্টায় ওই বিধানসভা এলাকার তিনটি হাইস্কুলকে হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলে উন্নীত করা হয়েছে।

করিমগঞ্জ জেলার তিনটি হাইস্কুলকে হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলে উন্নীত করা হয়েছে। এগুলো তিলভূমের রসিক নাথ হাইস্কুল, লাতু হাইস্কুল এবং গৌরগোবিন্দ হাইস্কুল। তিলভূমের রসিক নাথ হাইস্কুল পাথারকান্দি বিধানসভা আসনের অধীন, লাতু হাইস্কুল উত্তর করিমগঞ্জের অধীন এবং গৌরগোবিন্দ হাইস্কুল দক্ষিণ করিমগঞ্জ বিধানসভা আসনের অধীন। কিন্তু এই তালিকায় ব্রাত্য হাইলাকান্দি জেলা। এখানে একটি হাইস্কুলকেও হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলে উন্নীত করা হয়নি।

অন্যদিকে, মাধ্যমিক শিক্ষা দফতরের অতিরিক্ত সচিব এফএইচ চৌধুরী স্বাক্ষরিত প্রকাশিত তালিকা অনুযায়ী বঙাইগাঁও জেলায় সর্বাধিক ১১টি প্রাদেশিকীকৃত হাইস্কুলকে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত করা হয়েছে। প্রকাশিত তালিকা অনুযায়ী বাকসা জেলায় একটি, বরপেটায় দুটি, বিশ্বনাথ জেলায় দুটি, বঙাইগাঁওয়ে ১১টি, কাছাড় জেলায় তিনটি, দরং জেলায় ছয়টি, ডিব্রুগড়ে তিনটি, মরিগাঁও জেলায় দুটি, নলবাড়িতে একটি, ওদালগুড়িতে দুটি, ধুবড়িতে একটি, গোলাঘাট জেলায় চারটি, যোরহাটে দুটি, কামরূপে ছয়টি, করিমগঞ্জ জেলায় তিনটি, কোকড়াঝাড়ে দুটি, লখিমপুরে একটি, নগাঁওয়ে একটি এবং শোণিতপুর জেলায় চারটি হাইস্কুলকে হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলে উন্নীত করার কথা বলা হয়েছে। তবে এ সব হাইস্কুলকে হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলে উন্নীত করা হলেও বেঁধে দেওয়া হয়েছে বেশ কয়টি শর্তাবলি।

২৪ ঘন্টায় মৃত্যু-হীন দিল্লি করোনা-সংক্রমণের হার ০.০৫ শতাংশ

নয়াদিল্লি, ৯ অক্টোবর (হি.স.): রাজধানী দিল্লিতে আরও কমে গেল করোনাভাইরাসের সংক্রমণের হার, সংক্রমণের হার কমতে কমতে ০.০৫ শতাংশে পৌঁছেছে। আরও স্বস্তির বিষয় হল, বিগত ২৪ ঘন্টায় দিল্লিতে মৃত্যু হয়নি কারও, এই সময়ে নতুন করে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ৩০ জন। ফলে দিল্লিতে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ১৪ লক্ষ ৩৯ হাজার ১৬৬ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ২৫ হাজার ৮৮ জনের।

দিল্লিতে ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ১৪ লক্ষ ১৩ হাজার ৭০১ জন, তাঁদের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন ৫২ জন। শনিবার দিল্লির স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে বুলেটিনে জানানো হয়েছে, রাজধানী দিল্লিতে এই মুহূর্তে মোট চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা ৩৭৭ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় মোট করোনা-পরীক্ষা করা হয়েছে ৬,২৪,৫০।

আরিয়ানের জন্য টিফিন এসেছিল মন্নত থেকে, ফিরিয়ে দিল আর্থার জেল

মুম্বই,৯ অক্টোবর (হি.স) : মাদক কাণ্ডে হাজত-বন্দি বলিউড বাদশা শাহরুখ খানের ছেলে আরিয়ান খানকে মুম্বইয়ের আর্থার রোড জেলে তারকা সুলভ কোনও বিলাসিতাই তাঁর জন্য বরাদ্দ হচ্ছে না। বাড়ি থেকে শনিবার সকালে আরিয়ানের জন্য খাবার পাঠানো হয়েছিল জেলে। খাবার ও অন্যান্য ব্যবহারিক সামগ্রী নিয়ে এসেছিলেন স্বয়ং শাহরুখ খানের লোকজন। সূত্রের খবর, সেই বাড়ির লোককে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাড়ির খাবার আরিয়ান পর্যন্ত পৌঁছতেই দেওয়া হয়নি। জেলের ভিতর বাড়ির জিনিস নিয়ে ঢুকতে আধা দেওয়া হয় শাহরুখের লোকদের। অর্থাত জেলের খাবারই খেতে হবে "বাদশা"-পুত্রকে। জেলে আর পাঁচটা সাধারণ অপরাধীর মতোই থাকতে হচ্ছে আরিয়ান খানকেও। এদিন সকাল ৬টায় ঘুম থেকে উঠতে হয়েছে তাঁকে। জেলের নিয়ম অনুযায়ী সমস্ত দিন কাটাতে হবে। ভাত ডাল রুটি তরকারি ছাড়া আর কিছুই খাবার তাঁর জুটবে না। বাইরের খাবার কয়েদিদের জন্য একেবারে নিষিদ্ধ। সেই নিয়ম মতোই এদিন আরিয়ানের বাড়ির লোককেও ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

কৃষকদের চাপা দেওয়া গাড়িতে ছিলেন না, পুলিশি জেরায় দাবি আশিসের

লখনউ, ৯ অক্টোবর (হি.স) : আন্দোলনকারী কৃষকদের চাপা দেওয়া গাড়িতে তিনি ছিলেন না। লখিমপুর খেরিতে কৃষক-মৃত্যুর ঘটনায় পুলিশি জেরার মুখোমুখি হয়ে এই দাবি করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী অজয় মিশ্রর ছেলে অভিযুক্ত আশিস মিশ্র। শনিবার সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ উত্তরপ্রদেশ পুলিশের অপরাধদমনকারী শাখার আধিকারিকদের সামনে হাজিরা দেন তিনি। তাঁর বয়ানের সপক্ষে প্রমাণ হিসেবে ভিডিও এবং ১০ জনের এফিডেভিট জমা দেন লখিমপুর সংঘর্ষের ঘটনায় অভিযুক্ত আশিস। আশিসের দাবি, ঘটনার সময় তিনি 'দঙ্গল'-এ ছিলেন। বৃহস্পতিবার অভিযুক্ত আশিস মিশ্রর বাড়িতে নোটিস দিয়ে আসে উত্তরপ্রদেশ পুলিশ। শুক্রবার থানায় হাজিরা দেওয়ার কথা থাকলেও হাজির হননি স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর ছেলে। বাবা অজয় মিশ্র জানান,' শারীরিক অসুস্থতার কারণেই আশিস পুলিশি জেরার মুখোমুখি হতে পারেননি। শীঘ্রই তিনি হাজিরা দেবেন।' সেই মতো শনিবার হাজিরা দেন তিনি।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী অজয় মিশ্র এবং উত্তরপ্রদেশের উপমুখ্যমন্ত্রী কেশব মৌর্য একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে রবিবার লখিমপুর যান। তাঁদের আসার আগে কৃষকরা সেখানে জমায়েত শুরু করেন। আন্দোলনকারীরা কৃষি আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা ছাড়াও মন্ত্রীদের কালো পতাকা দেখাতে চেয়েছিলেন। সেই সময় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর কনভয়ের একটি গাড়ি কৃষকদের উপর দিয়ে চলে যায়। তাতে চারজন কৃষকের মৃত্যু হয়।

জম্মু-কাশ্মীরে হিন্দু-নিধন : দক্ষিণ পূর্ব প্রান্ত ভিএইচপি-বজরঙের প্রতিবাদ

করিমগঞ্জ (অসম), ৯ অক্টোবর (হি.স.) : সমগ্র ভারতবর্ষে কাশ্মীরি হিন্দু ও শিখ হত্যার বিরুদ্ধে ধরনা-বিক্ষোভ কর্মসূচি চলছে বিশ্বহিন্দু পরিষদ ও বজরং দলের। এর সঙ্গে সংগতি রেখে বিশ্বহিন্দু পরিষদ ও বজরং দলের দক্ষিণ পূর্ব প্রান্তের অন্তর্গত কাছাড় এবং উত্তর করিমগঞ্জেও পালিত হয়েছে ধরনা কর্মসূচি।

আজ শনিবার ব্রাহ্মণশাসন গ্রাম পঞ্চায়েতের বালিয়া শিববাড়ি প্রাঙ্গণে প্রতিবাদী ধরনা কর্মসূচি উপলক্ষ্যে ভাষণ দেন উত্তর করিমগঞ্জ বিশ্বহিন্দু পরিষদ প্রখণ্ডের সভাপতি দীপক চক্রবর্তী, উত্তর করিমগঞ্জ প্রখণ্ডের কার্যনির্বাহী সভাপতি শঙ্কু চন্দ, বিশ্বহিন্দু পরিষদের উত্তর করিমগঞ্জ প্রখণ্ডের সম্পাদক অভিষেক চক্রবর্তী, লালবাহাদুর তাপা, রিপামণি নাথ, নবরাজ ধর, নিটু দাস, রাজ দাস প্রমুখ।

প্রত্যেক বক্তা কাশ্মীরি হিন্দুদের অমানবিক হত্যার বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। ওই ঘটনার জন্য সরাসরি পাকিস্তানের মদত আছে বলে প্রত্যেক বক্তা ইমরান খান এবং তাঁর মদতপুষ্ট জঙ্গিদের বিরুদ্ধে জ্বালামুখি ভাষণ দিয়েছেন। প্রতিবাদী কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে তাঁরা পাকিস্তানের জাতীয় পতাকা দাহ করেছেন। হিন্দুস্থান সমাচার / মনোজিৎ / সমীপ

১০-১৩ অক্টোবর সার্বিয়া যাচ্ছেন মীনাক্ষী, যোগ দেবেন উচ্চ-পর্যায়ের বৈঠকে

নয়াদিল্লি, ৯ অক্টোবর (হি.স.): সার্বিয়া যাচ্ছেন কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রকের প্রতি মন্ত্রী মীনাক্ষী লেখি। ১০ থেকে ১৩ অক্টোবর, তিন-দিনের সফরে মীনাক্ষী লেখি যাবেন সার্বিয়ার রাজধানী বেলগ্রেডে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিশেষ দূত হিসেবেই বেলগ্রেড যাচ্ছেন মীনাক্ষী লেখি। শনিবার বিদেশমন্ত্রকের পক্ষ থেকে এমনটাই জানানো হয়েছে।

বিদেশমন্ত্রক জানিয়েছে, ১০ থেকে ১৩ অক্টোবর, তিন-দিনের সফরে সার্বিয়ার বেলগ্রেড সফরে যাচ্ছেন কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রকের প্রতি মন্ত্রী মীনাক্ষী লেখি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিশেষ দূত হিসেবে, জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের ৬০ তম বার্ষিকী উপলক্ষ্যে উচ্চ-পর্যায়ের বৈঠকে যোগ দেবেন মীনাক্ষী লেখি।

৮৮ বছরে জীবনাবসান, প্যারিসে প্রয়াত ইরানের প্রথম প্রেসিডেন্ট

প্যারিস, ৯ অক্টোবর (হি.স.): দীর্ঘ দিন অসুস্থতার পর প্রয়াত হলেন ইরানের প্রথম প্রেসিডেন্ট আবোলহাসান বানিসাদর। শনিবার পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, প্যারিসের একটি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন আবোলহাসান বানিসাদর। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর। ১৯৭৯ সালে ইসলামিক বিপ্লবের পর ইরানের প্রথম প্রেসিডেন্ট ছিলেন আবোলহাসান।

১৯৮১ সালের ২০ জুন ইম্পিচ হওয়ার আগে পর্যন্ত ১৯৮০ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি অবধি ইরানের প্রেসিডেন্ট ছিলেন আবোলহাসান। প্রেসিডেন্ট হওয়ার প্রাক্কালে আভ্যন্তরীন সরকারের বিদেশ দফতরের মন্ত্রী ছিলেন তিনি। বহু বছর ধরে তিনি ফ্রান্সেই থাকতেন। ইম্পিচমেন্টের পরই তিনি ফ্রান্সে পালিয়ে যান। শনিবার ফ্রান্সের একটি হাসপাতালেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

শ্রীনগরে সংঘর্ষ চলাকালীন পালাল সন্ত্রাসী, চিরুনি তল্লাশি সুরক্ষা বাহিনীর

শ্রীনগর, ৯ অক্টোবর (হি.স.): শ্রীনগরে সুরক্ষা বাহিনীর সঙ্গে গুলির লড়াই চলাকালীন পালিয়ে গেল কয়েকজন জঙ্গি। ঠিক কতজন জঙ্গি পালিয়ে গিয়েছে, তা জানা যায়নি। শুক্রবার গভীর রাতে শ্রীনগরের চানাপোরার মেথান এলাকায় সুরক্ষা বাহিনী ও জঙ্গিদের মধ্যে শুরু হয় গুলির লড়াই। জঙ্গিদের গতিবিধির খবর পাওয়ার পরই ওই এলাকায় তল্লাশি চালায় সুরক্ষা বাহিনী। চারিদিক থেকে ওই এলাকা ঘিরে ফেলে পুলিশ ও সিআরপিএফ।

কিন্তু, সংঘর্ষ চলাকালীন জঙ্গিরা পালিয়ে গিয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। শনিবার পুলিশের মুখপাত্র জানিয়েছে, মনে হচ্ছে মেথান এলাকা থেকে জঙ্গিরা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। পালিয়ে যাওয়া জঙ্গিদের খোঁজে গোটা এলাকায় চিরুনি তল্লাশি চালায় সুরক্ষা বাহিনী। কিন্তু, সন্ত্রাসীদের কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি।

১২-দফা বৈঠকেও সমাধানসূত্র অধরা, রবিবার ফের মুখোমুখি হচ্ছে ভারত-চিন

নয়াদিল্লি, ৯ অক্টোবর (হি.স.): প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা থেকে সেনা সরানো নিয়ে রবিবার ১৩-দফার কোর কমান্ডার পর্যায়ের বৈঠকে বসতে চলেছে ভারত এবং চিন। এর আগে ১২ বার বৈঠক করেছেন দুই সেনার কোর কমান্ডারেরা, ১২-দফা বৈঠকেও সমাধানসূত্র অধরা। রবিবার সকাল ১০.৩০ মিনিট নাগাদ প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখার কাছে চিনা এলাকায় মলডোতে এই বৈঠক হবে বলে জানা গিয়েছে।

সেনা সূত্রে খবর, হট স্প্রিংস থেকে সেনা সরানো নিয়ে দু'দেশের মধ্যে এই বৈঠক। এর আগেও বেশ কয়েক দফায় বৈঠক হয়েছে। কিন্তু সামাধান সূত্র বেরোয়নি। তাই রবিবারের এই বৈঠক ঘিরে যথেষ্ট আশা জাগছে। মনে করা হচ্ছে, হট স্প্রিংস পয়েন্টে সেনা সরানো নিয়ে একটা সমঝোতায় আসবে দুই দেশ। এক বছরেরও বেশি সময় ধরে পূর্ব লাদাখে পরিস্থিতি শান্ত হচ্ছেই জন্য। বহু বার সেনা সরানো এবং সমঝোতার জন্য বৈঠক করা হয়েছে শীর্ষ পর্যায়ে। কিন্তু তার পরেও দেখা গিয়েছে চিন তাদের আগ্রাসনী ভূমিকা থেকে সরেনি। ফলে বার বার পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়েছে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখায়।

দোহায় তালিবানের সঙ্গে বৈঠকে বসবে আমেরিকা

ওয়াশিংটন, ৯ অক্টোবর (হি.স.) : সেনা সরিয়ে নেওয়ার পরে তালিবানের সঙ্গে প্রথম বৈঠকে বসতে চলেছে আমেরিকা। চলতি সপ্তাহেই কাতারের রাজধানী দোহাতে তারা তালিবানের শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে আলোচনায় বসবে আমেরিকা। বিদেশি নাগরিক এবং সমস্যায় থাকা আফগানদের আফগানিস্তান ছাড়ার প্রক্রিয়া সহজ করার লক্ষ্য রেখেই হবে এই বৈঠক। তবে তালিবান নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক করা মানেই তালিবানি রাজকে স্বীকৃতি দেওয়া নয়, সে কথাও স্পষ্ট করেছে আমেরিকা। আমেরিকার মুখপাত্র বলেছেন, আমেরিকা-সহ অন্য বিদেশি নাগরিকদের আফগানিস্তান ছেড়ে যেতে দেবে বলে তালিবান যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তা নিয়ে কথা হবে। দু'দশকে প্রচুর আফগান আমেরিকার সেনা এবং তৎকালীন আফগান সরকারের সঙ্গে কাজ করেছিল। তাঁদের মধ্যে যাঁরা আফগানিস্তান ছাড়তে চান, তাঁদের বিষযটিও উঠে আসতে পারে বৈঠকে। সেই সঙ্গে, মহিলা-সহ আফগানদের অধিকার নিশ্চিত করার ব্যাপারে তালিবানকে সতর্ক করা হবে। যদিও এই বৈঠকে দু'তরফের কারা হাজির থাকবেন সে ব্যাপারে কিছু জানাননি ওই মুখপাত্র।—হিন্দুস্থান সমাচাব

জম্মু-কাশ্মীরে হিন্দু-নিধন : তেজপুরে পাকিস্তানের জাতীয় পতাকা দাহ ভিএইচপি- বজরঙের

তেজপুর (অসম), ৯ অক্টোবর (হি.স.) : জম্মু-কাশ্মীরে পাকিস্তানি সন্ত্রাসবাদীদের হামলায় হিন্দু-নিধনযজ্ঞের প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছে বিশ্বহিন্দু পরিষদ (ভিএইচপি) এবং বজরং দল। গোটা দেশের সঙ্গে সংগতি রেখে প্রতিবাদী কর্মসূচি পালন করেছে বিশ্বহিন্দু পরিষদ (ভিএইচি) এবং বজরং দলের শোণিতপুর জেলা কমিটি।

আজ শনিবার তেজপুরের মিশন চারিআলিতে বিশ্বহিন্দু পরিষদ এবং বজরং দলের শোণিতপুর জেলা সমিতি কর্তৃক সংগঠিত প্রতিবাদী কর্মসূচিতে পাকিস্তানের জাতীয় পতাকা দাহ করা হয়েছে। এছাড়া পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের কুশপুত্তলিকাও দাহ করেছেন বিশ্বহিন্দু পরিষদ এবং বজরং দলে কার্যকর্তারা।

প্রতিবাদকারীরা শীঘ্র পাক-অধিকৃত কাশ্মীর ভূখণ্ড ছেড়ে যেতে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান এবং তাঁর আশ্রিত সন্ত্রাকসবাদীদের হুংকার দিয়েছেন। পাশাপাশি ভারত সরকারকে তাঁরা অনুরোধ জানান, ভারতীয় সেনা বাহিনীর মাধ্যমে সন্ত্রাসবাদীদের কবল থেকে ওই সান মুক্ত করার আহ্বান জানান ভিএইচপি এবং বজরং দলের প্রতিবাদকারীরা। পাকিস্তান যদি তা না করে, তা-হলে লক্ষাধিক বজরঙ্গ সেনা জম্মু-কাশ্মীর থেকে পাকিস্তানি জঙ্গিদের তাড়াতে ব্যবস্থা নেবে বলেও তাঁরা হুমকি দিয়েছেন।

রাজ্যের সব জাতি-গোষ্ঠীর কৃষ্টি সভ্যতা সংস্কৃতি রক্ষায় কাজ করছে সরকার, পাথারকান্দির উপজাতি গ্রামে বলেছেন করিমগঞ্জের জেলাশাসক

পাথারকান্দি (অসম), ৯ অক্টোবর (হি.স.) : নিজেদের নানা সমস্যার কথা জেলাশাসকের কাছে তুলে ধরেছেন পাথারকান্দি বিধানসভা ক্ষেত্রের লোয়াইরপোয়া ব্লকের করিমগঞ্জবিলের পশ্চাদপদ উপজাতি জনগোষ্ঠীয় জনতা।
আজ শনিবার জেলা চিনি হামানি প্রোগ্রেসিভ সংস্থার ব্যবস্থাপনায় করিমগঞ্জবিলে কাছাড়ি ও বর্মণ জনগোষ্ঠীয় নাগরিকদের উপস্থিতিতে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার মধ্যমণি ছিলেন জেলাশাসক খগেশ্বর পেগু। ওই সভায় বৃহত্তর কাছাড়ি ও বর্মণ উপজাতি সম্প্রদায়ের লোকজন তাঁদের নানা অভাব অভিযোগ সম্পর্কে জেলাসককে অবগত করেছেন। সভার শুরুতে আমন্ত্রিত অতিথিদের স্থানীয়রা নিজেদের পরম্পরাগত উল দিয়ে তৈরি পোশাক রিসা পরিয়ে বরণ করেন জেলাশাসককে।
পরে আয়োজক মণ্ডলির পক্ষে স্বাগত ভাষণ সহ স্মারকপত্র পাঠ করেন সংস্থার সাধারণ সম্পাদক দীপক দেববর্মা। তিনি তাঁর বক্তব্যে তাঁদের সম্প্রদায়ের লোকদের নানা দুর্দশার কথা বিশদ ভাবে তুলে ধরেন। বলেন, নানা প্রতিবন্ধকতার কারণে আজকের দিনেও উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষ যুগের সাথে তাল মিলিয়ে এগোতে পারছেন না। কারণ উপজাতিদের বনাঞ্চলে জুম ও চাষাবাদ করে জীবিকা নির্বাহ করতে হয়। দুর্গম ও পাহাড়ি এলাকায় আজও পর্যাপ্ত পরিমাণে উন্নয়নের ছোঁয়া লাগেনি। এতে স্বাভাবিক ভাবে পাহাড়ি জনজাতি ও উপজাতিরা শিক্ষা, স্বাস্থ্য সড়ক, বিদ্যুৎ সহ সরকারি অন্যান্য সুবিধা থেকে বঞ্চিত। বনবাসী হয়েও আজ অবধি তাদের নামে নিজস্ব ভূমি-বাড়ির বৈধ নথিও প্রদান করেনি সরকার। সমূহ সমস্যা থেকে তাদেরকে উত্তরণের পথে এগিয়ে নিতে পাহাড়ি জনজাতিদের বিভিন্ন সরকারি কমিটিতে স্থান করে দেওয়ার পাশাপাশি পাহাড়ে বেদখলকৃত সরকারি জমি পুনরুদ্ধার করা, তাদেরকে আদমশুমারির আওতায় এনে সঠিক তালিকা প্রস্তুত করে তাদের নামে সরকারি জমি সহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধার সুবন্দোবস্ত করে দেওয়ার দাবি জানান। তাঁর বক্তব্যের পর জেলাশাসক খগেশ্বর পেগু বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে তাদের সমূহ ন্যায্য দাবি-দাওয়া সহ বিভিন্ন সমস্যা নিরসনে প্রশাসনের পক্ষে আন্তরিক ভাবে বিবেচনা করা হবে বলে সভায় আশ্বাস প্রদান করেন। জেলাশাসক বলেন, সরকার রাজ্যের প্রত্যেক ছোট ছোট জাতি গোষ্ঠীর কৃষ্টি সভ্যতা সংস্কৃতি ও ভাষা রক্ষার্থে বদ্ধপরিকর হয়ে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। দিন-কয়েক আগে বিধানসভার অধ্যক্ষ বরাক সফরে এসে উপত্যকার তিন জেলার বিভিন্ন উপজাতি সম্প্রদায়ের লোকদের খোঁজখবর নিয়ে গেছেন। ফলে পাহাড় সমতলকে একাকার করে উন্নয়নের আওতায় আনার চেষ্টা করছে রাজ্য সরকার।
আজকের সভায় অন্যান্যদদের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেছেন উপজাতি সম্প্রদায়ের বিশিষ্টজনের পাশাপাশি বিজেপির বিভিন্ন পদমর্যাদার কর্মকর্তা এবং জেলার প্রশাসনিক স্তরের একাংশ আধিকারিক।

তৃণমূলে যোগ দিচ্ছেন হাইলাকান্দি বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি ক্ষিতীশ পাল

হাইলাকান্দি (অসম), ৯ অক্টোবর (হি.স.) : তৃণমূলে যাচ্ছেন ক্ষিতীশ রঞ্জন পাল! হাইলাকান্দি জেলা বিজেপি-র প্রাক্তন সভাপতি ক্ষিতীশ রঞ্জন পাল তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করছেন। শুধু তা-ই নয়, পাচ্ছেন বড়সড় দায়িত্বও। এই খবরের ডানায় ভর করে ভাসছে হাইলাকান্দি। জেলার রাজনৈতিক সচেতন মহলের সূত্রে পাওয়া গিয়েছে এই খবর। আর জেলার প্রবীণ নাগরিক ক্ষিতীশ পালের ঘনিষ্ঠ মহলেও চাউর হয়েছে এই সংবাদ। অবসরপ্রাপ্ত রাজ্য পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষক, শহরের বেসরকারি ব্লু ফ্লাওয়ার্স ইংরেজি মাধ্যম হাইস্কুলের স্বত্বাধিকারী ক্ষিতীশ রঞ্জন পাল দীর্ঘ বছর বিজেপি দলের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে রেখেছিলেন। দল তাঁকে জেলা সভাপতির মতো গুরুদায়িত্ব সঁপেছিল। দীর্ঘদিন তিনি বিজেপি-র জেলা কমিটির সভাপতির দায়িত্ব নির্বাহ করেছেন। এক সময় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল তাঁর বাড়িতেও এসেছিলেন। তবে ২০২১-এর অসম বিধানসভা নির্বাচনে তিনি হাইলাকান্দি আসনে বিজেপি টিকিটের অন্যতম দাবিদার ছিলেন। কিন্তু দল তাঁকে টিকিট দেয়নি। নাছোড়বান্দা ক্ষিতীশ পাল দলীয় টিকিট না পেয়ে হাইলাকান্দি আসনে নির্দল প্রার্থী হয়ে আসরে নামেন। যদিও তিনি জয়ের মুখ দেখেননি। এর পর বিজেপি-র অনুশাসন ভঙ্গ করে নির্দল প্রার্থী হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করায় হাইকমান্ড তাঁকে দল থেকে বহিষ্কার করে।
জেলার বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় সংগঠনের সঙ্গে জড়িত ক্ষিতীশ রঞ্জন পাল আন্তর্জাতিক রেডক্রস সোসাইটির হাইলাকান্দি শাখার চেয়ারম্যান পদে নিয়োজিত। সমাজে তাঁর রয়েছে সুখ্যাতি। এবার তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করছেন বলে তাঁর একান্ত ঘনিষ্ঠ সূত্রে প্রকাশ। এমন খবর চাউর হয়েছে সর্বত্র। দুর্গাপূজার ঠিক পরই তিনি তৃণমূলে যোগদান করবেন। দায়িত্ব পাচ্ছেন জেলা সভাপতিরও, এমন খবরও তাঁর ঘনিষ্ঠ মহলের।
তবে যাবতীয় খবরের সত্যতা নিশ্চিত করতে শনিবার ক্ষিতীশ রঞ্জন পালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে অবশ্য এ নিয়ে তিনি নিজেও ইতিবাচক সাড়া দেন। নিজের স্কুলে বসে জানালেন, তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করছেন এ কথা প্রায় নিশ্চিত। আর এ নিয়ে মোটামুটি মনস্থির করে ফেলেছেন। এখানেই শেষ নয়, ইতিমধ্যে তিনি দলের নেত্রী সাংসদ সুস্মিতা দেবের সঙ্গে এ নিয়ে একপ্রস্ত আলোচনা সেরে নিয়েছেন বলেও জানালেন। পুজো মরশুমের পর তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করার কথা রয়েছে, জানিয়েছেন প্রাক্তন বিজেপি নেতা ক্ষিতীশ রঞ্জন পাল। এখানেই না থেমে বলেন, শুধু তিনি নন, তাঁর সঙ্গে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রথমসারির নেতারা যোগদান করতে পারেন তৃণমূলে। এই ইঙ্গিত দিয়ে জেলা সভাপতি প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য, আগে দলে যোগদান, পরে দল তাঁকে যে দায়িত্ব দেবে তিনি তা পালন করবেন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ
জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।
বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বারইগ্রাম শ্মশানে সাফাই অভিযান ও বৃক্ষরোপণ

বারইগ্রাম (অসম), ৯ অক্টোবর (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত বারইগ্রাম শ্মশানে সাফাই অভিযান ও বৃক্ষ রোপণ করেছেন কিশোর সংঘের কর্মকর্তারা। মানুষ মানুষের জন্য। মূলত নিজেকে নিয়ে ব্যাস্ত না থেকে সামাজিক কাজে প্রত্যেকে জড়িত থেকে দেশ ও সমাজের জন্যকাজ করে গেলে এই পৃথিবীতে মানবজীবনের সার্থকতা আসে। এই মনোভাবকে পাথেয় করে বারইগ্রাম শ্মশানে সাফাই অভিযান এব বৃক্ষরোপণ কার্যসূচি পালন করেছেন স্থানীয় সামাজিক সংস্থা কিশোর সংঘের কর্মকর্তারা। বিগত পাঁচ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে কিশোর সংঘ সবুজ পৃথিবী প্রকল্পের মাধ্যপমে বিশেষ অনুষ্ঠানে বৃক্ষরোপণ কার্যসূচি পালন করেন এবং ভবিষ্যতে তারা সামাজিক কাজে নিজেদেরকে জড়িয়ে রাখবেন বলে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন। তারই অঙ্গ হিসেবে এদিন বারইগ্রাম শ্মশানে সাফাই অভিযানের পাশাপাশি বৃক্ষ রোপণ করা হয়। এ প্রসঙ্গে সংগঠনের উপদেষ্টা প্রবাল দাস বলেন, বিশ্ব পরিবেশ দিবসের দিনে আমরা শতাধিক বৃক্ষ রোপণ করেছিলাম। আজ আমাদের সংগঠনের সভাপতির জন্মদিনে শ্মশানে বৃক্ষ রোপণ করা হয়। বৃক্ষ রোপণের শুভ সূচনা করেন সংগঠনের উপদেষ্টা তথা বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ সমাজসেবী ব্যোমকেশ ভট্টাচার্য। সঙ্গে ছিলেন সভাপতি অরূপ রায়, কার্যকরী সভাপতি অজিত দাস, অনিল নাথ, হিমানী দত্ত, দেবাশিস রায়, কনক দাস, অজয় দাস, বাবু রায়, প্রীতম রায়, সুনয়ন দাস, বর্ণালী দত্ত, প্রাণবল্লভ দাসচৌধুরী প্রমুখ।

রক্তাক্ত যুবক

● **প্রথম পাতার পর।।** আটকায় মিঠুন এবং তাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাথারি আঘাত করেন। তাতে, উদয়ের মাথা ও হাতে প্রচন্ড আঘাত লেগেছে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে খোয়াই জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিতকরা তার মাথা ও হাতে এগারটি সেলাই দিয়েছেন।
ওই ঘটনায় থানায় মামলা হয়েছে। পুলিশ অভিযুক্ত মিঠুন তেলেঙ্গাকে খুজছে।

এলাকাবাসী

● **প্রথম পাতার পর।।** যায়। সে তার পাশবিক লালসা চরিতার্থ করার জন্য সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রীর ঘরে চুপিসারে প্রবেশ করে। যখন নাবালিকা মেয়েটি টের পায় সাথে সাথে চিৎকার করলে এলাকাবাসী এসে অমর দেবনাথকে ধরে প্রথমে উত্তম-মধ্যম দেয় এবং পরে জুতোর মালা গলায় পরিয়ে রাস্তায় দীর্ঘ পথ হাঁটান। এই ব্যক্তির বিরুদ্ধে আগেও বেশ কয়েকবার এরকম অভিযোগ উঠেছিল।
অভিযুক্তের বিরুদ্ধে সামাজিক অবরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন এলাকাবাসী। এ ধরনের দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হলে সামাজিক অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে তারা মনে করেন।

বিজ্ঞপ্তি জারি

● **প্রথম পাতার পর ।।** অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি সতীশ চন্দ্র শর্মা তেলেঙ্গানা হাইকোর্টের বিচারপতি হিসেবে নিযুক্তি পেয়েছেন। মধ্য প্রদেশ হাইকোর্টের বিচারপতি প্রকাশ শ্রীবাস্তব কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিযুক্তি পেয়েছেন।
এদিকে, হিমাচল প্রদেশের অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি আর ভি মালিমাথ মধ্য প্রদেশ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হচ্ছেন। এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতি ঋতু রাজ অবস্থি কর্নাটক হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিযুক্তি পেয়েছেন। কর্নাটক হাইকোর্টের বিচারপতি অরবিন্দ কুমার গুজরাত হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হয়েছেন। ছত্তিশগর হাইকোর্টের বিচারপতি প্রশান্ত কুমার মিশ্রা অন্ধ্র প্রদেশ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিযুক্তি পেয়েছেন। তাঁদের সকলের নিযুক্তির বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছে।

হোম গার্ডরা

● **প্রথম পাতার পর।।** ইতিপূর্বে সমস্ত সরকারী কর্মী ও ডিআরডব্লিউ কর্মীদের উতব অগ্রিম বাবদ ২০ হাজার টাকা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ত্রিপুরা সরকার। ইতিমধ্যে তাঁরা সেই অর্থ পেয়ে গেছেন। মূলত, বাজারে তেজি আনার লক্ষ্যেই ত্রিপুরা সরকার উতব অগ্রিমের হার বাড়িয়েছে বলে জানিয়েছিলেন অর্থ মন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা। এখন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী, সহায়িকা এবং হোম গার্ডরাও উতব অগ্রিম পাবেন।
ডিবিটি-র মাধ্যমে সেই অর্থ তাঁদের ব্যাঙ্ক একাউন্ট-এ ঢুকে যাবে। তাতে, পূজার আনন্দে তাঁরাও সামিল হতে পারবেন। দূর্গোৎসবের মুহুর্তে ওই অগ্রিম অর্থ অনেকের চাহিদা পূরণে দারুন সহায়ক হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

পুজোর চারদিন কলকাতায় বন্ধ টিকাকরণ, চিন্তায় চিকিৎসকরা

কলকাতা, ৯ অক্টোবর(হি.স.) : ঊর্ধমুখী করোনা গ্রাফের মধ্যে পুজোর চারদিন কলকাতা শহরে টিকাকরণ বন্ধ রাখার কথা জানাল কলকাতা পুরসভা। পুরসভার পক্ষ থেকে বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, আগামী ১২ অক্টোবর থেকে ১৪ অক্টোবর পর্যন্ত পুরসভার সমস্ত স্বাস্থ্যকেন্দ্র-সহ অন্যান্য যে সব জায়গায় পুরসভা টিকা দিচ্ছে, সেখানে টিকাকরণ বন্ধ থাকবে। পুজোর সময় এই সিদ্ধান্তে চিন্তায় চিকিৎসকরা।
পুরসভার স্বাস্থ্যবিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রশাসকমণ্ডলীর সদস্য অতীন ঘোষ জানিয়েছেন, ১২ থেকে ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত এই নির্দেশ বলবৎ থাকবে। অর্থাৎ কলকাতার যাঁরা বাসিন্দা, তাঁরা পুজোর চারদিন টিকা পাবেন না। তবে পুজোর পুরসভা এই সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা। কলকাতা পুরসভার কর্মীদেরও একাংশ মনে করছেন, এই চারদিনের ‘ছুটি’র ফলে টিকাকরণ থেকে বঞ্চিত হতে চলেছেন প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার মানুষ।
চারদিন টিকাকরণ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গে কলকাতা পুরসভার প্রশাসক ফিরহাদ হাকিম অবশ্য বলছেন, টিকাকর্মীদের আবেদনকে মান্যতা দিতেই এই সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে।
এ প্রসঙ্গে চিকিৎসক কাজলকৃষ্ণ বণিক বলেন, “করোনা মোকাবিলা সকলের সহযোগিতা ও অংশগ্রহণের মধ্যে দিয়েই করতে হবে। টিকাকরণ করোনা মোকাবিলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার এ নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। সেই কাজটা যদি বন্ধ রাখা হয়, তাও চারদিন টানা তা হলে তো সমস্যা হতেই পারে। আমরা বলছি যত কম সময়ের মধ্যে সম্ভব মানুষকে টিকা দিতে। অথচ চারদিন ধরে কলকাতা শহরে টিকাকরণ বন্ধ থাকবে। অথচ অন্যান্য কাজ হবে, সেটা না হলেই ভাল হয়। আমাদের লক্ষ্য যত বেশি সংখ্যক মানুষের মধ্যে প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি করা যায়।”
উল্লেখ্য, উৎসবের মরসুমে দ্বিতীয়া বা তৃতীয়াতেই যে ভিড় শহরের পুজো মণ্ডপগুলিতে দেখা গিয়েছে, তাতে বলা ভাল উৎসব শুরু হয়ে গিয়েছে। এদিকে এই বিপুল জমায়েতের ভিড়ে চুপি চুপি বেড়ে চলেছে করোনার সংক্রমণও। কলকাতা তো বটেই, শহরতলী ও জেলাতেও ক্রমশই আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে। ৮ অক্টোবর শুক্রবার রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর যে কোভিড বুলেটিন প্রকাশ করেছে, সেখানে একদিনে আক্রান্তের উল্লেখ রয়েছে ৭৮৪ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় মৃত্যু হয়েছে ৬ জনের। কলকাতাতেই আক্রান্ত ১৫৮ জন। উত্তর ২৪ পরগনায় আক্রান্তের সংখ্যা ১২৮ জন। এরপরই রয়েছে হাওড়ার নাম। একদিনে ৬৮ জন সংক্রমিত হয়েছেন এই জেলায়। এদিকে পুজোর কয়েকদিন যে হারে মানুষের ভিড় বাড়বে তাতে এই সংক্রমণটা যে আরও অনেকটাই ঊর্ধমুখী হবে, তা সহজেই অনুমান করা যাচ্ছে। এরই মধ্যে পুজোর চারদিন করোনার টিকা দেওয়া বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কলকাতা পুরসভা। যা উদ্বেগ আরও বাড়িয়ে দিল বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।—হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

কমিটির বৈঠক

● **প্রথম পাতার পর।।** বছর ধরে কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী তা ধামাচাপা দিয়ে রাখার চেষ্টা করছিলেন। নানা ভাবে বিক্ষুব্ধদের ক্ষোভ প্রশমনের কাজও চলছিল। কিন্তু পঞ্জাব এবং ছত্তীসগঢ়ের ঘটনার জেরে ফের সরব হয়েছেন গুলাম নবি আজাদ, কপিল সিব্বল, মণীশ তিওয়ারিরা। দলে স্থায়ী সভাপতি নির্বাচনের দাবি তুলেছেন তাঁরা।
এই পরিস্থিতিতে দলের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারক কমিটির বৈঠকে এআইসিসি-র পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন ডেকে সভাপতি নির্বাচন প্রক্রিয়া শুরুর সিদ্ধান্ত হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। আগামী ১৬ অক্টোবর একাদশীর দিন ভার্চুয়াল ওই বৈঠকে সকাল ১০টায় ২৪ নম্বর আকবর রোডে বসবেন সোনিয়া গান্ধী, রাহুল গান্ধী, প্রিয়ঙ্কা বঢরা, রণদীপ সিং সুরজেওয়ালারা। বাকি নেতারা ভার্চুয়াল মাধ্যমে যোগ দেবেন।
প্রসঙ্গত, এক বছর আগে কংগ্রেসে ‘স্থায়ী নেতৃত্বের অভাব এবং সাংগঠনিক সমস্যা’ তুলে ধরে অন্তর্বর্তী সভানেত্রী সোনিয়াকে চিঠি পাঠিয়েছিলেন ২৩ জন প্রথম সারির প্রবীণ ও নবীন নেতা (গ্রুপ-২৩ বা জি-২৩ নামে যাঁরা পরিচিত ইতিমধ্যেই)। দাবি তুলেছিলেন, দলে স্থায়ী সভাপতি নির্বাচনের। কিন্তু তা পূরণ হয়নি এখনও।
‘হাইকমান্ডের’ কর্মপদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন তোলা ওই নেতারা পঞ্জাব পরিস্থিতির পর ফের সরব হয়েছেন। এমনকি, তাঁদেরই এক জন সিব্বল বলে দিয়েছেন, “আমরা জি-২৩। তার মানে ‘জো হুজুর-২৩’ নই মোটেই। তাই প্রশ্ন তুলে যাবই।”

দপ্তরের

● **প্রথম পাতার পর ।।** জীবন কেড়ে নেওয়ার জন্য। অথচ মৌখিক এবং লিখিতভাবে দপ্তরের আধিকারিক এর নিকট জানালেও বিগত সাত দিন যাবত টনক নড়েনি দায়িত্বপ্রাপ্ত দপ্তরের কর্মচারীদের। এই খামখেয়ালীপনায় যেকোনো সময়ে ঘটে যেতে পারে বড় ধরনের দুর্ঘটনা।
প্রসঙ্গত দোকানের উপর ঝুঁকে থাকা ১১০০০ ভোল্টেজের এস টি লাইন এর কথা উল্লেখ করে দোকান মালিক রাজেন্দ্র ত্রিপুরা দপ্তরকে বারবার অনুরোধ করা সত্বেও দপ্তরের কর্মচারীদের মুখে শোনা যায় অন্য গল্প। দোকান মালিকের উপর বিরক্তি প্রকাশ করে দোকান মালিককে দপ্তরের কর্মচারী জানান, ল্যাম্পপোস্ট যখন ভেঙে পড়বে তখন ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এমনই জানান অভিযোগকারীরা। পাশাপাশি দোকান মালিক আরো বলেন, রাত্রিকালীন সময়ে আনন্দ ত্রিপুরা নামে এক নিকট আত্মীয় এই দোকানেই রাত্রিযাপন করেন, যেকোনো সময় দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে এর দায়ভার কে নেবে। দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকদের এই ধরনের গাফিলতির পেছনে কি ধরনের মতলব লুকিয়ে আছে জনমনে এখন এটাই প্রশ্ন।

কালঘুমে

● **প্রথম পাতার পর।।** ষড়যন্ত্র বলে মনে করা হচ্ছে। ওই এলাকাটি রাংরুং গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে রয়েছে।
কৈলাসহরের রাংরুং গ্রাম পঞ্চায়েতের চার নং ওয়ার্ড এলাকায় দীর্ঘদিন ধরেই পানীয়জলের সমস্যা রয়েছে। ওই এলাকায় চারশো মানুষের বসবাস রয়েছে। এরমধ্যে নব্বই শতাংশ মানুষই চা শ্রমিক। বিজেপি পরিচালিত রাংরুং গ্রাম পঞ্চায়েতের চার নং ওয়ার্ড এলাকায় একটি মাত্র কাঁচা কুঁয়ো রয়েছে। সম্প্রতি প্রায় একমাস যাবত এই কুয়োর জল শুকিয়ে যাওয়ায় এলাকায় পানীয়জলের হাহাকার শুরু হয়েছে।
ওই সমস্যা নিয়ে গ্রামবাসীরা কয়েকবার পঞ্চায়েত সচিব, পঞ্চায়েতের প্রধান, উপপ্রধানকে জানালেও কোনো ধরনের কার্যকরী ভুমিকা না নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। তাই গ্রামবাসীরা পানীয় জল ও স্বাস্থ্য বিধান দফতরে গিয়ে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের বিষয়টি অবগত করেন। কিন্তু তাতেও কোন সুরাহা না হওয়ায় গ্রামবাসীরা বাধ্য হয়ে শনিবার সকাল আটটা থেকে রাস্তা অবরোধে বসেন। এদিন তারা হুশিয়ারী দিয়েছেন, অবিলম্বে পানীয় জলের ব্যবস্থা না করা হলে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে শমিল হবেন গ্রামবাসীরা।

মৃতদেহ উদ্ধার

● **প্রথম পাতার পর।।** কাজ করছে তাই পূর্বের তেলের ট্যাঙ্কার গাড়িতে যাননি।
শনিবার ছিল দেবব্রত গোয়ালার স্বর্গীয় পিতা শিবু গোয়ালার বাৎসরিক শ্রাদ্ধ। দিনের বেলায় বাৎসরিক মাঙ্গলিক কাজকর্ম করার পর রাতে সংকীর্তন ছিল দেবব্রতের বাড়িতে। কিন্তু দুপুর গড়ানোর সাথে সাথে পরিবারের লোকজন একটি পঁচা গন্ধ আন্দাজ করতে পারেন। তখন গন্ধের উৎস স্থল চিহ্নিত করতে গিয়ে দেখতে পান বাড়ি থেকে পঞ্চাশ মিটার দূরে একটি পরিত্যক্ত জঙ্গলে গাছে ফাঁসিতে ঝুলে রয়েছেন দেবব্রত গোয়ালার পঁচাগলা মৃতদেহ। খবর দেওয়া হয় ধর্মনগর থানায়। ধর্মনগর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পঁচাগলা মৃতদেহ উদ্ধার করে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালের মর্গে নিয়ে আসে। সাথে একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা হাতে নিয়ে ঘটনাটি খতিয়ে দেখছে ধর্মনগর থানার পুলিশ।
এদিকে দেবব্রত গোয়ালার মৃতদেহ ময়নাতদন্তের পর তার পরিবারের হাতে তুলে দেয় ধর্মনগর থানার পুলিশ। তবে এখন পর্যন্ত তাঁর আত্মহত্যার কারণ নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে পরিবার ও স্থানীয় থানার পুলিশের। গোটা ঘটনায় টঙ্গীবাড়ী এলাকা জুড়ে তীব্র চাঞ্চল্য বিরাজ করছে।

কয়লা সঙ্কটে বিদ্যুৎহীন লেবানন

বেইরুট, ৯ অক্টোবর (হি.স.) : প্রবল জ্বালানির সঙ্কট লেবাননে। কয়লার অভাবে লেবাননের সবথেকে বড় দুটি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র বন্ধ হয়ে গিয়েছে। আর তার জেরে এক ভয়ঙ্কর বিদ্যুৎ সঙ্কটের মুখোমুখি লেবানন। বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ায় গোটা লেবানন এখন অন্ধকারে ডুবে রয়েছে। আর এই পরিস্থিতি খুব তাড়াতাড়ি মিটবে না। লেবাননের সরকারি আধিকারিক সূত্রে খবর, এই পরিস্থিতি আগামী কয়েকদিন ধরে চলবে সে দেশে।
অর্থনৈতিক ভাবে লেবানন অনেকটাই পিছিয়ে। তার উপর অন্তর্দেশীয় রাজনৈতিক পরিস্থিতিও বেশ টালমাটাল। আর তারই মধ্যে লেবানন জ্বালানির অভাব দেখা দিয়েছে। বন্ধ হয়ে গিয়েছে সে দেশের সবথেকে বড় দুটি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র। ইলেকট্রিসিটি ডু লিবানের তথ্য অনুযায়ী, লেবাননের সবথেকে বড় বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী সংস্থা হল জাহরানি এবং ডেইর আম্মার। এই দুটি সংস্থাই লেবাননের মোট যা বিদ্যুতের চাহিদা তার ৪০ শতাংশ সরবরাহ করে। লেবাননের আধিকারিক সূত্রে খবর, কয়লার আমদানি না হলে, সোমবার পর্যন্ত এই দুর্যোগ চলতে পারে।
উল্লেখ্যে, বিগত প্রায় দেড় বছর ধরে লেবানন এক বড়সড় আর্থিক সঙ্কটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। আর তারই মধ্যে আরও প্রকট হয়ে উঠেছে সে দেশের জ্বালানি সঙ্কট। আর এই ব্ল্যাক আউটের জেরে লেবাননের প্রায় ৬০ লাখ মানুষকে ভুগতে হচ্ছে। লেবাননের এই পরিস্থিতি রাতারাতি তৈরি হয়নি। দীর্ঘদিন ধরেই এই জ্বালানি সমস্যা চলছিল মধ্য প্রাচ্যের এই দেশটিতে। প্রায় প্রতিদিনই দেশে মোটামুটি ২ ঘণ্টা বিদ্যুৎ পরিষেবা পাচ্ছিলেন সেখানকার নাগরিকরা। —হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

পুজো মণ্ডপে থার্মাল স্ক্যানিং ও স্যানিটাইজারের ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক, নির্দেশ কাছাড় জেলা প্রশাসনের

শিলচর (অসম), ৯ অক্টোবর (হি.স.) : রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা কর্তৃপক্ষ আসন্ন শারদোৎসবের পর যাতে অতিমারি করোনার প্রকোপ বৃদ্ধি না হয়, সে উদ্দেশ্যে পুজোর প্যান্ডেলগুলির প্রবেশমুখে থার্মাল স্ক্যানিং এবং স্যানিটাইজারে ব্যবস্থা রাখার নির্দেশ জারি করেছে। শারদোৎসব সংক্রান্ত বিপর্যয় মোকাবিলা কর্তৃপক্ষের সর্বশেষ এসওপি অনুযায়ী পুজো মণ্ডপের আশপাশে কোনও মেলা, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম ইত্যাদি আয়োজন করা যাবে না। এছাড়া রাস্তার পাশে কোনও অস্থায়ী প্যান্ডেল স্থাপন করাও যাবে না। শারদোৎসব সংক্রান্ত রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা কর্তৃপক্ষের নির্দেশিকা কাছাড় জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানো হয়েছে। কাছাড় জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, আয়োজক, ভক্ত এবং পুরোহিত সহ সর্বাধিক ৪০ জন ব্যক্তিকে পুজো প্যান্ডেলে সমবেত হওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে এবং পুজো মণ্ডপে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার জন্য পর্যাপ্ত জায়গা থাকা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।
পুজো আয়োজকদের মুখে মাস্ক পরিধান করতে হবে এবং হাত ধোয়া ছাড়া কোনও ব্যক্তিকে পুজোস্থলে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না। আয়োজকদের পুজোস্থলে প্রবেশের সময় হাত ধোয়া/স্যানিটাইজেশন ইত্যাদি সুবিধার ব্যবস্থা রাখতে হবে। কোভিডের উপসর্গযুক্ত কোনও ব্যক্তিকে পুজো প্যান্ডেলে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না। আয়োজক এবং স্বেচ্ছাসেবকদের অবশ্যই কমপক্ষে এক ডোজ ভ্যাকসিন নিতে হবে। যদি পূজা প্যান্ডালে কোনও ব্যক্তি বা দর্শনার্থীকে কোভিড-১৯ এর লক্ষণযুক্ত বলে সন্দেহ করা হয়, তা-হলে পূজা আয়োজকদের নিকটস্থ সরকারি চিকিৎসা কেন্দ্রকে জানাতে হবে এবং এ ধরনের ব্যক্তিদের নিকটবর্তী কোভিড চিকিৎসা কেন্দ্রে স্থানান্তরের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এছাড় কোনও অবস্থাতেই প্রতিমা বিসর্জনে মিছিলের অনুমতি দেওয়া হবে না। প্রতিমার আকার এবং উচ্চতা এমন হওয়া উচিত যাতে বিসর্জনের সময় সীমিত সংখ্যক লোকের দ্বারা প্রতিমা নিরঞ্জন প্রক্রিয়া সম্ভব হয়। যে কোনও দিন যানজট এবং বড় জমায়েত এড়ানোর জন্য কাছাড় জেলা প্রশাসনের দ্বারা নির্দিষ্ট দু দিনের মধ্যে প্রতিমা নিরঞ্জন প্রক্রিয়া শেষ করতে হবে বলে শিলচরে প্রশাসনের এক নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে।

মমতার ভেলকি

● **প্রথম পাতার পর।।** সর্বনাশ নিজেরাই আমন্ত্রণ করছে। পশ্চিম ত্রিপুরাকে একজন সর্ব ভারতীয় নেত্রীর হাতে তুলে দেওয়াকে সেই লক্ষ্যেই কাজ করছে যে পুর নিগমের ভোটে কিছুটা হলেও ঠাই নিতে পারবে। পশ্চিম ত্রিপুরার দায়িত্বপ্রাপ্ত সুস্মিতা দেব সংগঠন শক্ত করার ক্ষেত্রে কতটা সাফল্য পাবেন, তা নিয়ে প্রশ্ন আছে। কারণ, সুস্মিতার লোকবল, জনবল দুটোরই ঘাটতি আছে। তিনি সর্ব ভারতীয় নেত্রী হতে পারেন। কিন্ত, জনপ্রিয়তা কতটা আছে সেটাই আসল প্রশ্ন।
তৃণমূলকে এগুতে হলে শিকর মাটিতে বিস্তৃত করার প্রয়োজন আছে। সেই শিকর তখনই ব্যাপ্তি পাবে, যখন সেখানে জল সিঞ্চনের সুযোগ থাকবে। ত্রিপুরায় তৃণ এখন শুকিয়ে মরন্মুখ হয়েছে। কারণ, জল সিঞ্চন নেই। পশ্চিমবঙ্গে দাঁড়িয়ে মমতা হুঙ্কার দিচ্ছেন, আগামী বিধানসভা নির্বাচনে ত্রিপুরায় তৃণমূলের সরকার হবে। কলকাতার মিডিয়া তারস্বরে চিতার করছে, তৃণমূল ত্রিপুরা দখল নেবেই। অথচ ত্রিপুরায় তাঁদের পাত্তা নেই। আগরতলায় পূর্ব ও পশ্চিম থানা এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। কিন্ত, গ্রামে, মহকুমা শহরগুলিতে ১৪৪ ধারা জারি নেই। সেখানে তৃণমূল সাংগঠনিক কাজ করতে পারছে না কেন, মিছিল করতে পারছে না কেন। সেই প্রশ্ন উঠেছে। অথচ, বিজেপি আগরতলার বাইরে বিভিন্ন গ্রামে, মহকুমায় মিছিল সভা করে ভোটের আগাম প্রস্তুতি নিচ্ছে। ত্রিপুরায় তৃণমূল শান্ত-স্নিগ্ধ অবস্থায় কার্যত ঘুমিয়ে রয়েছে। কোন কার্যক্রম নেই। এই অবস্থায় রাজ্যের রাজনীতিতে তৃণমূলের প্রাসঙ্গিকতা হারিয়ে যাচ্ছে। মানুষের বিশ্বাসের বেদিমূলে ছেলে খেলা হচ্ছে। ত্রিপুরার সচেতন মানুষ এটাকে কোন অবস্থাতেই মেনে নিতে পারবে না। এখনই সতর্ক না হলে তৃণমূল ত্রিপুরায় অস্তিত্ব হারাবে। হাস্যস্পদ হয়ে মানুষের মনে বিরক্তি উতাদন করবে। এই সতর্ক বার্তাকে যথেষ্ঠ মূল্য না দিলে তৃণমূলকে অনেক মাশুল গুনতে হবে।

দূর্নীতি

● **প্রথম পাতার পর।।** ঠিকাদারদের দিয়ে কাজ করাচ্ছেন, যাদের এসব কাজের কোন অভিজ্ঞতা নেই বললেই চলে। তাও আবার কিছুদিন কাজ করানোর পর এক ঠিকেদারকে ছেড়ে দিয়ে অন্য ঠিকেদার ধরেছেন তাপস হাজরা, এমনটা অভিযোগ। কিছুদিন কাজ করার পর ক্ষুব্ধ হয়ে তাদের মেশিনারিজ তুলে নিয়ে যাচ্ছেন স্থানীয়রা। তাতেও আবার হুমকির শিকার হতে হয় স্থানীয়দের।
অপরদিকে এএমসি কোম্পানি তাদের থেকেও বড় কাজ পেয়ে বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে দিবারাত্র দ্রুতগতিতে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। তুলনায় তাদের দশভাগের একভাগও কাজ সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়নি একেসিসি। শুধু তাই নয়,কাজের গুণগত মান নিয়ে স্থানীয় লোকজন অভিযোগ জানালে তাদেরকে আইনের বেড়াজালে ফাঁসানোর হুমকি দেওয়া হচ্ছে। কিছুদিন পূর্বে স্থানীয় এলাকাবাসী কাজের গুনমান এবং তাদের যাতায়াতের রাস্তা নিয়ে অভিযোগ করতে এসে তাপস হাজরার পেশী শক্তির শিকার হতে হয়েছে। এমনকি মিথ্যা চুরির অপবাদ দিয়ে কদমতলা থানায় মামলাও করা হয়েছে বলে অভিযোগ গ্রামবাসীর।
শুধু তাই নয়, ২৮২১৭ এবং ২৮৬২৫ নং চ্যানেলের মিনি দুটি ব্রিজের কাজ দেখে সকলের চক্ষু চড়কগাছ হবে। উইং ওয়ালের স্ট্রাকচার না বসিয়ে দুপাশের দুটি মেইন স্ট্রাকচার বসিয়ে নিচের আরসিসি-তে কোন প্রকার বালু ফিলিং কিংবা বেইস এর নিচে আরসিসি ঢালাই না করে কাদা মাখানো জলের মধ্যে একটি জালি বসিয়ে উপরের অংশটা ঢালাই করে নিচ্ছেন। তাও আউটসাইডের মাটির ধস পড়ে সম্পূর্ণ এলাইনমেন্ট ছত্রভঙ্গ হয়ে যাচ্ছে। সবথেকে আশ্চর্যের বিষয় হলো, তাপস হাজরার সহযোগীরা কোন মিকচার মেশিন ব্যবহার না করে প্রতিটি আরসিসি অর্থাৎ ঢালাইয়ের কাজ রাতের অন্ধকারে ম্যানুয়ালি চালিয়ে যাচ্ছেন বলে অভিযোগ। একটি জাতীয় সড়কের কাজে এভাবে লাগামহীন দুর্নীতি হলে কাজের ভবিষ্যৎ কি হতে পারে তা নিয়ে দেখা দিয়েছে হাজারো প্রশ্ন। পাশাপাশি ভারত সরকারের অধীনস্থ এনএইচআইডিসিএল-র মত স্বনামধন্য সংস্থাটিও বদনাম হবে।
এদিকে এলাকাবাসীর অভিযোগ পেয়ে সংবাদকর্মীরা রাস্তার কাজটি পরিদর্শন করতে গেলে তাঁদের দেখেই তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠেন তাপস হাজরা ও তাঁর সহযোগীরা। তারা এ-বিষয়ে সংবাদমাধ্যমের সাথে কথা বলতে চাইছেন না।

খেলাধুলা

শর্তসাপেক্ষ অ্যাসেজের অনুমোদন দিল ইসিবি

লন্ডন, ৯ অক্টোবর (হি.স.) : শর্তসাপেক্ষে অ্যাসেজ খেলতে রাজি ইংল্যান্ড। ইংল্যান্ডের তরফ থেকে অ্যাসেজ আয়োজনের সবুজ সংকেত দিল অস্ট্রেলিয়া। তবে তারজন্য বেশ কিছু শর্ত রেখেছে ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড। ইসিবির তরফে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে 'চমৎকার অগ্রগতি' হয়েছে, এবং এই সফরের জন্য 'শর্তসাপেক্ষ অনুমোদন' দেওয়া হয়েছে, যার জন্য এখন একটি দল নির্বাচন করা হবে। যে শর্তগুলি এখনও সন্তুষ্ট রয়েছে সে বিষয়ে আর কোনো বিশদ বিবরণ দেওয়া হয়নি, এর বাইরে লক্ষ্য ছিল আগামী দিনগুলিতে সকল সমস্যা গুলো সমাধান করা।

অ্যাসেজ শুরুর আগে অস্ট্রেলিয়ার কোভিড প্রোটোকল নিয়ে সমস্যা তৈরি হয়েছিল। কঠিন কোয়ারেন্টাইনের জন্য অস্ট্রেলিয়াতে যেতে রাজি হচ্ছিলেন না ব্রিটিশ ক্রিকেটাররা। পরে দুই দলের তরফ থেকে বিতর্কিত মন্তব্যে এই সফরের জটিলতা বেড়ে যায়। এমন সময় কঠোর করোনা বিধি নিয়ে ইংল্যান্ডের উদ্বেগ দূর করতে এগিয়ে এসেছিল ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট বোর্ডের কর্তারা। তাদের সাথে কথা বলেছেন ইংল্যান্ডের ক্রিকেটাররা। ইংল্যান্ড এন্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ডে ,ইসিবি-র পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত নিতে খেলোয়াড়দের এই সপ্তাহের শেষ পর্যন্ত সময় দেওয়া হয়েছে।যদি প্রথম সারির খেলোয়াড়রা ভ্রমণে রাজি হয় তবেই দল সফরে যাবে।

সম্প্রতি ইংল্যান্ডের খেলোয়াড়দের সঙ্গে দুটি পৃথক আলোচনায় বোঝা যায় লকডাউন এবং পরিবারের জন্য কোয়ারেন্টিন পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ ছিল প্রধান বিষয়। তবে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার সাথে কয়েকদফা আলোচনা পর কঠোর কোয়ারেন্টিন নীতি কিছুটা নমনীয় করা যায় কি-না তা নিয়ে ক্রিকেটারদের আশ্বস্ত করেছে ইসিবি।

জানা গেছে,রুটের নেতৃত্বেই অস্ট্রেলিয়া সফরে যাবে ইংল্যান্ড দল। বলা হয়েছে, ইংল্যান্ডের খেলোয়াড় হিসেবে একমাত্র উইকেটরক্ষক জস বাটলারই সফরে আসতে রাজি নাও হতে পারেন। আগেই সফর নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন তিনি। এছাড়া এবারের অ্যাসেজে মইন আলিকেও পাবে না ইংল্যান্ড। সম্প্রতি টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসরের ঘোষণা করেছেন। মানসিক স্বাস্থ্যের কথা ভেবে অনির্দিষ্টকালের জন্য ক্রিকেট থেকে বিরতিতে রয়েছেন বেন স্টোকস।—হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

শাস্ত্রীর পর ভারতীয় দলের কোচ হতে আগ্রহী শেহওয়াগ

মুম্বই,৯ অক্টোবর (হি.স) : রবি শাস্ত্রীর পর ভারতীয় দলের কোচ হওয়ার দৌড়ে এনেক প্রাক্তন ভারতীয় খেলোয়াড়ের নাম উঠেছিল। প্রথমদিকে অনিল কুম্বলের নাম শোনা গেলেও পরে তিনি নিজেই আর আগ্রহী নন। আবার রাহুল দ্রাবিড় এখনই সিনিয়র টিমের দায়িত্ব নিতে চাইছেন না। এবার শোনা গেল প্রাক্তন ভারতীয় ওপেনার বীরেন্দ্র শেহবাগ-র নাম। তিনি নাকি ভালরকম আগ্রহী। তবে জানা গিয়েছে, ভিভিএস লক্ষ্মণ-র নাম উঠলেও এখনও তাঁর সঙ্গে কথা হয়নি বোর্ড কর্তাদের।

টি-২০ বিশ্বকাপের পর ভারতীয় টিমের হেড কোচ রবি শাস্ত্রী দায়িত্ব ছাড়ছেন। শুধু শাস্ত্রী একা নন। সাপোর্ট স্টাফদের বেশিরভাগই আর দায়িত্বে থাকছেন না। বোলিং কোচ ভরত অরুণও জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি দায়িত্ব ছাড়ছেন। ফিল্ডিং কোচ এস শ্রীধরও তাই। বর্তমান সাপোর্ট স্টাফদের মধ্যে একমাত্র ব্যতিক্রম বিক্রম রাঠোর। তিনি ব্যাটিং কোচ হিসাবে শুধু থেকে যাচ্ছেন।

রাঠোর ব্যাটিং কোচের দায়িত্ব নিয়েছেন বছর দেড়েক হল। ফলে রাঠোরের মেয়াদ এখনও শেষ হয়নি। রাঠোর নিজে থাকতে চান। আর ভারতীয় বোর্ডে খবর নিয়ে জানা গেল, কর্তারাও রাঠোরকে রাখার ব্যাপারে আগ্রহী। বাকি সাপোর্ট স্টাফের পুরোটাই বদলে যাচ্ছে। বোর্ডের অন্দরের খবর, আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই বোর্ড আবেদনপত্র ছাড়বে। আবেদন করার জন্য একটা নির্দিষ্ট মেয়াদ থাকবে। তার মধ্যে যাঁরা যাঁরা আবেদন করবেন, তাঁদের ইন্টারভিউতে ডাকা হবে। হিন্দুস্থান সমাচার /সঞ্জয়

সপ্তম ব্যালোঁ দ''র পুরস্কারের দৌড়ে মেসি, অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী রোনাল্ডো

জেনিভা, ৯ অক্টোবর (হি.স) : রেকর্ড সপ্তম ব্যালোঁ দ''র পুরস্কারের জয়ের লক্ষ্যে লিওনেল মেসি। ২০২১ সালের জন্য পুরুষদের ব্যালোঁ দ''র পুরস্কারের ২০ জনের মনোনয়ন তালিকা প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে মেসির প্রতিদ্বন্দ্বীর তালিকায় রয়েছেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো।

এখনও পর্যন্ত ৬ বার এই শিরোপা জিতেছেন মেসি, যা একটা রেকর্ড। পাঁচটা ব্যালোঁ দ''র পুরস্কার পেয়েছেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। এই দুই মহারথীই একমাত্র তিনবারের বেশি এই পুরস্কার জিতেছেন। চলতি বছরের গোড়ায়,ব্রাজিলে অনুষ্ঠিত হওয়া কোপা আমেরিকা কাপ চ্যাম্পিয়ন হয় মেসির নেতৃত্বাধীন আর্জেন্তিনা।

ব্যালোঁ দ''র পুরস্কারটি প্রতিবছর ফরাসি ফুটবলের সভাপতিত্বে দেওয়া হয়ে থাকে। পুরুষদের পুরস্কারটি প্রথম ১৯৫৬ সালে ইংল্যান্ডের স্ট্যানলি ম্যাথিউসের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল এবং প্রথম মহিলা পুরস্কার ২০১৮ সালে শুরু হয়েছিল। লিয়ঁর আদা হেগারবার্গ জিতেছিলেন।

এশিয়ান কাপের পরই অবসর নিতে পারেন সুনীল ছেত্রী

নয়াদিল্লি, ৯ অক্টোবর (হি.স) : দশ বছর আগে ২০১১ সালে কাতারে এশিয়ান কাপ খেলে অবসর নিয়েছিলেন বাইচুং ভুটিয়া। তার পর থেকে ভারতীয় দলের দায়িত্বভার ছিল সুনীল ছেত্রীর উপর। সূত্রের খবর, হতাশ, অবসন্ন ও ক্লান্ত হয়ে তিনি এশিয়ান কাপ খেলেই অবসর নিতে পারেন।

দলের হতাশজনক খেলা ও হারের দায় অন্যতম সেরা তারকা হওয়ায় সুনীলের ঘাড়ে দায় পড়ছে। সেই দায় নিয়ে তিনি হতাশ ও বিষন্ন। তিন বছর ধরে ভারতীয় ফুটবল দলের দায়িত্বে কোচ ইগর স্টিমাচ। তবুও দলের কোনও উন্নতি হয়নি।

ফলে স্টিমাচের চাকরি নিয়েও টানাটানি হতে পারে। তবে সুনীল হয়তো স্বেচ্ছায় অবসর নেবেন। এশিয়ান কাপের পর আর জাতীয় দলের জার্সি গায়ে দেখা যাবে না ছেত্রীকে। এমনকী এককভাবে তাঁর পারফরম্যান্স ভাল। তবুও দলের ছন্নছাড়া ফুটবলে তিনি হতাশ। ২০২৩ সালে চিনে অনুষ্ঠিত হবে এশিয়ান কাপ। তবে মূলপর্বে ভারতের খেলার সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে। এশিয়ান কাপের যোগ্যতা নির্ণায়ক পর্ব খেলেই সুনীল ছেত্রী অবসর ঘোষণা করে দিতে পারেন বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। এর আগে কাতার ও সংযুক্ত আরব আমিরশাহীতে এশিয়ান কাপ খেলেছেন সুনীল। অবসরের মঞ্চ হিসাবে এশিয়ান কাপকেই বেছে নেবেন সুনীল। এমনই মনে করছে ভারতীয় ফুটবল মহল। সুনীলের অবসরের পর শেষ হতে পারে ভারতীয় ফুটবলের একটি বর্ণময় অধ্যায়।

শেষ মুহূর্তে স্কোয়াডে চারটি পরিবর্তন পাকিস্তানের, ফিরলেন শোয়েব মালিক

ইসলামাবাদ, ৯ অক্টোবর (হি.স) : শেষ মুহূর্তে পাকিস্তানের স্কোয়াডে এল বড় পরিবর্তন। টি-২০ বিশ্বকাপের জন্য আগেই ১৫ জন ক্রিকেটারের দল ঘোষণা করেছিল পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। তবে নিয়ম অনুযায়ী আগামী ১০ অক্টোবরের মধ্যে সেই স্কোয়াডে পরিবর্তনও আনা যেতে পারে। তাই আগেই শনিবার স্কোয়াডে চারটি পরিবর্তন আনল পাক বোর্ড। দলে ফিরলেন অভিজ্ঞ শোয়েব মালিক। এছাড়াও ফাখর জামান, হায়দার আলি এবং সরফরাজ আহমেদকে স্কোয়াডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

পাকিস্তানের প্রথম স্কোয়াড ঘোষণার পর বেশ বিতর্কের সৃষ্টি হয়। সে দেশের প্রাক্তন ক্রিকেটার, ক্রিকেট বোদ্ধারা স্কোয়াড মেনে নিতে পারেননি। তাই শুক্রবার প্রথম স্কোয়াড থেকে খুশদিল শাহ, আজম খান এবং মহম্মদ হাসনাইনকে বাদ দিয়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয় ফাখর জামান, হায়দার আলি এবং সরফরাজ আহমেদকে।

তিন পরিবর্তনের পর শনিবার আবার এক পরিবর্তন করেছেন পাক নির্বাচকরা। চোটের কারণে শোয়েব মাকসুদের পরিবর্তে স্কোয়াডে এসেছেন শোয়েব মালিক।

দুবাইয়ে চির প্রতিদ্বন্দ্বী ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচ দিয়ে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করবে পাকিস্তান। তার আগে ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে দুটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে তারা।

আগামী বছর কাতারে অনুষ্ঠিত হবে ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপ

নয়াদিল্লি, ৯ অক্টোবর (হি.স.) : ফিফা বিশ্বকাপের আগে কাতারে আয়োজিত হবে ক্লাব বিশ্বকাপ। করোনার কারনে টুর্নামেন্ট আয়োজন করতে চাইছে না। এর ফলে কাতারে আয়োজিত হবে ক্লাব বিশ্বকাপ। ২০২২ সালে জানুয়ারির শেষে অথবা ফেব্রুয়ারিতে কাতারে এই টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

চলতি বছরে কোভিড সংক্রমণের মাঝেই অলিম্পিক্স আয়োজনের বিরোধিতা করেছিলেন অনেকে। তাই নতুন করে আর বিতর্ক বাড়াতে চাইছে না জাপান সরকার। ডিসেম্বরে ক্লাব বিশ্বকাপ জাপানে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। তবে জাপানের তরফ থেকে ফিফাকে জানিয়ে দেওয়া হয় তাদের পক্ষে টুর্নামেন্ট আয়োজন করা সম্ভব নয়। জাপান এই প্রস্তাব ফিরিয়ে দেওয়ায় দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে প্রস্তাব পাঠায় ফিফা। কিন্তু ক্লাব বিশ্বকাপ আয়োজনে তারাও রাজি নয়। দেশে সবার টিকাকরণ হয়নি। তাই এই অবস্থায় সেখানে ক্লাব বিশ্বকাপ করতে রাজি নয় দক্ষিণ আফ্রিকাও। এই অবস্থায় কাতারে হতে পারে ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপ। ২০২২ সালে জানুয়ারির শেষে অথবা ফেব্রুয়ারিতে কাতারে এই টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। উল্লেখ্য, গত বছরও দোহাতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপ। সে বার চ্যাম্পিয়ন হয় বায়ার্ন মিউনিখ।হিন্দুস্থান সমাচার

ভোট থাকলে নেইমার-এমবাপেদের দিতেন মেসি

রেকর্ড ছয়টি ব্যালন ডি'অর শোভা পাচ্ছে তার অর্জনের শোকেসে। আরেকটির সম্ভাবনাও বেশ জোরালো। বরাবরের মতো এবারও বর্ষসেরা ফুটবলারের লড়াইয়ে নিজেকে সেরা ভাবছেন না লিওনেল মেসি। আর্জেন্টাইন তারকার মতে, ২০২১ সালের বর্ষসেরা খেলোয়াড় হওয়ার যোগ্য তার দুই ক্লাব সতীর্থ কিলিয়ান এমবাপে ও নেইমার। ২০২১ সালের এই পুরস্কারের জন্য শুক্রবার ৩০ জনের সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রকাশ করে ফ্রান্স ফুটবল ম্যাগাজিন। সাংবাদিকদের ভোটে নির্ধারণ করা হবে বিজয়ী। আগামী ২৯ নভেম্বর প্যারিসে এবারের ব্যালন ডি'অর জয়ীর নাম ঘোষণা করা হবে। সম্ভাবনায় সবচেয়ে এগিয়ে থাকা মেসির নাম। গত জুলাইয়ে ব্রাজিলকে তাদের মাঠেই হারিয়ে আর্জেন্টিনার কোপা আমেরিকা জয়ে নেতৃত্ব দেন তিনি। আন্তর্জাতিক ফুটবলে দেশের ২৮ বছরের শিরোপা খরা কাটানোর মিশনে চার গোল করেন ও সতীর্থদের দিয়ে পাঁচটি করান তিনি। বার্সেলোনার হয়ে বিদায়ী মৌসুমটা তেমন ভালো না কাটলেও ব্যক্তিগত নৈপুণ্যে মেসি বরাবরের মতোই ছিলেন উজ্জ্বল। লা লিগায় সর্বোচ্চ ৩০ গোল করে রেকর্ড অষ্টমবারের মতো জেতেন পিচিচি ট্রফি। আর কোপা দেল রের ফাইনালে আথলেতিক বিলবাওয়ের বিপক্ষে ৪-০ ব্যবধানে জয়ে জোড়া গোল করেন তিনি। এর আগে রেকর্ড ছয়বার বর্ষসেরা ফুটবলারের পুরস্কার জয়ী মেসির অর্জনের ঝুলিতে তাই এবার সপ্তম ব্যালন ডি'অর ট্রফি যোগ হওয়ার পক্ষে বাজি ধরার লোকের অভাব নেই। তবে মেসি নিজে বলছেন নতুন ক্লাব পিএসজির সতীর্থদের কথা। ব্যালন ডি'অরের লড়াইয়ে ভোট দেওয়ার সুযোগ থাকলে তিনি কাকে দিতেন-ফ্রান্স ফুটবলে শনিবার প্রকাশিত তার দীর্ঘ সাক্ষাৎকারে এমন এক প্রশ্নের জবাবে তিনি প্রথমেই বলেন নেইমার ও এমবাপের নাম।

"আমার দলের দুই জনকে ভোট দেব-কিলিয়ান ও নেই (নেইমার)। এরপর লেভানদোভস্কি, সে দারুণ একটি বছর কাটিয়েছে। (করিম) বেনজেমাও আছে।' ৩০ বছর বয়সী এই ফুটবলার অবশ্য নিজেকে ফেভারিট ভাবছেন না ঠিকই। তবে বললেন, আরেকবার পুরস্কারটি জিততে পারলে দারুণ হবে। "আমার মনে হয় না, এবারের ব্যালন ডি'অর জয়ের জন্য আমি ফেভারিট। ফলাফল প্রকাশের আগে এসব বিষয় নিয়ে কথা বলা আমি কখনই পছন্দ করি না। আরেকটি জিততে পারলে দারুণ হবে। এরই মধ্যে একমাত্র খেলোয়াড় হিসেবে ছয়টি জেতাই অসাধারণ ব্যাপার।" "সাতবার জেতা অবিশ্বাস্য হবে। গত গ্রীষ্মে আমি একটি ট্রফি জিতেছি (কোপা আমেরিকা), যা আগে জিততে পারিনি। যদি আমি আরেকটি ব্যালন ডি"অর জিততে পারি তাহলে খুব খুশি হব। কিন্তু এটা নিয়ে আমি ভাবছি না।"

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

জাগরণ 10 October, 2021, Sunday আগরতলা ১০ অক্টোবর, ২০২১ ইং, ■ ২১ আশ্বিন, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, রবিবার

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

শনিবার আগরতলায় দুর্গোৎসব উপলক্ষ্যে দুঃস্থদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। ছবি ঃ নিজস্ব

ভারত-ডেনমার্ক দ্বিপাক্ষিক বৈঠক, মোদীকে বিশ্বের কাছে অনুপ্রেরণা বললেন ফ্রেডেরিকসেন

নয়াদিল্লি, ৯ অক্টোবর (হি.স.): হায়দরাবাদ হাউসে মিলিত হলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও ডেনমার্কের প্রধানমন্ত্রী মেট ফ্রেডেরিকসেন। শনিবার হায়দরাবাদ হাউসে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেছেন নরেন্দ্র মোদী ও মেট ফ্রেডেরিকসেন। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর-সহ অন্যান্যরা। এই বৈঠকে ভারত ও ডেনমার্কের মধ্যে নানা বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।

বৈঠক শেষে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জানিয়েছেন, 'এটা অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে ডেনমার্ক আন্তর্জাতিক সৌর অ্যালায়েন্সের সদস্য হয়েছে। ভারত ও ডেনমার্ক অংশীদারিত্বের ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যুক্ত হল।' মোদী বলেছেন, 'করোনা- মহামারীর সময়, ভারত এবং ডেনমার্ক নিজেদের মধ্যে সহযোগিতা অব্যাহত রেখেছে। আমাদের ভার্চুয়াল শিখর সম্মেলনের সময়, আমরা আমাদের দুই দেশের মধ্যে গ্রিন কৌশলগত অংশীদারিত্ব স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। আজ আমরা এ বিষয়ে আমাদের অঙ্গীকার পর্যালোচনা করেছি এবং পুনর্ব্যক্ত করেছি।' ডেনমার্কের প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, 'ডেনমার্ক ও ভারত দু"টি গণতান্ত্রিক দেশই নিয়মের ভিত্তিতে একটি আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় বিশ্বাসী। প্রধানমন্ত্রী মোদী গোটা বিশ্বের কাছে অনুপ্রেরণা, ১ মিলিয়নের বেশি পরিবারের জন্য বিশুদ্ধ জল এবং পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির ক্ষেত্রে কিছু উচ্চাভিলাষী লক্ষ্য নির্ধারণ করেছেন আপনি।...আমি গর্বিত যে আপনি ডেনমার্ক ভ্রমণের জন্য আমার আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন।' ৩-দিনের সফরে শনিবারই দিল্লিতে এসেছেন ডেনমার্কের প্রধানমন্ত্রী মেট ফ্রেডেরিকসেন। এদিন সকালে রাষ্ট্রপতি ভবনে ডেনমার্কের প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রাষ্ট্রপতি ভবনে ডেনমার্কের প্রধানমন্ত্রীকে বিশেষ সংবর্ধনাও দেওয়া হয়। ডেনমার্কের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'আমরা বিবেচনা করি ডেনমার্কের খুব কাছের অংশীদার হল ভারত। এই সফরকে ভারত-ডেনমার্ক দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের মাইলফলক হিসেবে দেখছি আমি।' এদিন রাজঘাটে গিয়ে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীকে শ্রদ্ধাও জানান ডেনমার্কের প্রধানমন্ত্রী।

শারদোৎসব উপলক্ষ্যে ত্রিপুরার রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রীর শুভেচ্ছা

আগরতলা, ৯ অক্টোবর (হি. স.) : শারদোৎসব উপলক্ষ্যে ত্রিপুরার রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তাঁরা সমগ্র ত্রিপুরাবাসী সুখ, সমৃদ্ধি ও মঙ্গল কামনা করেছেন।

এক শুভেচ্ছা বার্তায় দুর্গাপূজা উপলক্ষে রাজ্যপাল সত্যদেও নারাইন আর্য রাজ্যবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন।

আগামী দিনগুলি রাজ্যবাসীর সুখ ও শান্তিতে কাটবে বলে আশা প্রকাশ করে রাজ্যপাল বলেন, দুর্গাপূজা অশুভ শক্তির উপর শুভ শক্তির জয় এবং আশা ও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের প্রতীক হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকে। এই উৎসব ঐক্যের বাতাবরণকে আরও সমৃদ্ধ এবং সমস্ত অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে লড়াইকে আরও জোরদার করবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। শক্তির দেবী মা দুর্গা ধর্মের পথে আমাদের নিয়ে যাবেন এবং সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধির আশীর্বাদ করবেন বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। কোভিড-১৯ অতিমারির পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে উৎসবের আনন্দ উপভোগ করতে তিন সবার প্রতি অনুরোধ জানান।

এদিকে, শারদোৎসব উপলক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব রাজ্যবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন। শুভেচ্ছাবার্তায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, গত বছরের মতো এবছরও শারদোৎসব ভিন্নতর প্রেক্ষাপটে উদযাপিত হচ্ছে। কোভিড পরিস্থিতিকে মোকাবিলা করে এবং টিকাদান প্রক্রিয়াকে সাফল্যের সাথে কার্যকর করে আমরা এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছি। এই পরিস্থিতিতে আমাদের সকলের উচিত স্বাস্থ্যবিধির নিয়মগুলিকে যথাযথভাবে অনুসরণ করা। ভিড় এড়িয়ে চলা, শারীরিক দুরত্ব বজায় রাখা, মাস্ক ও স্যানিটাইজার ব্যবহার করা ইত্যাদি। সংক্রমণ প্রতিরোধে প্রত্যেকের সচেতনতাই উৎসবের দিনগুলি এবং তার পরবর্তী সময়কালকে সুস্থ ও সুন্দর রাখতে পারে।

তিনি আরও বলেন, দেবী দশভুজা মা দুর্গার কাছে আমাদের প্রার্থনা উৎসবের আনন্দ যাতে সবার ঘরে ঘরে বিরাজ করে। রাজ্যের উন্নয়নে মায়ের আশীর্বাদ বর্ষিত হোক। সকলের শারদ অবকাশ আনন্দময় ও সুস্থতায় পরিপূর্ণ হোক এবং উৎসবের দিনগুলি নিরাপদে শান্তিপূর্ণভাবে সবার সহযোগিতায় কাটুক সেই প্রার্থনাই জানাচ্ছি।

বিদ্যুৎ পরিষেবার সুফল সবার কাছ পৌঁছে দেওয়ার জন্য সরকার কাজ করছে : উপমুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি. শান্তির বাজার, ৯ অক্টোবর।। বিদ্যুৎ পরিষেবার সুফল সবার কাছ পৌঁছে দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকার আন্তরিকভাবে কাজ করছে। তাই রাজ্যে বিদ্যুৎ পরিকাঠামোর উন্নয়নে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আজ শান্তিরবাজার মহকুমার বেতাগায় ৩৩ কেভি সাবস্টেশনের উদ্বোধন করে উপমুখ্যমন্ত্রী তথা বিদ্যুৎ মন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা একথা বলেন। তিনি বলেন, জনগণের বিদ্যুতের চাহিদা মেটানোর জন্য রাজ্যে ৩১টি সাবস্টেশন তৈরী করা হচ্ছে। চলতি বছরের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে সব কটি সাবস্টেশন চালু করা হবে। তিনি বলেন, বিদ্যুৎ পরিষেবা পাবার ক্ষেত্রে জনগণের যাতে সমস্যা না হয় সেদিকে বিশেষভাবে নজর দেওয়া হয়েছে। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং, বিধায়ক অরুণ চন্দ্র ভৌমিক ও বিদ্যুৎ দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর এম এস কেলে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম লিমিটেডের ডিরেক্টর (টেকনিক্যাল) দেবাশিস সরকার। এই সাবস্টেশনটি ১ একর জায়গায় ইনটিগ্রেটেড পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট স্কিমে স্থাপন করা হয়েছে। ব্যয় হয়েছে ৭.০৯ কোটি টাকা।

পুজোর শুভেচ্ছা মমতা ও দিলীপ ঘোষের

কলকাতা, ৯ অক্টোবর (হি. স.) : মহাপুজোর শুভেচ্ছা জানালেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিজেপি-সর্বভারতীয় সহ সভাপতি দিলীপ ঘোষ। মুখ্যমন্ত্রী টুইটে লিখেছেন, "শরতে আজ কোন্ অতিথি এল প্রাণের দ্বারে।আনন্দগান গা রে হৃদয়, আনন্দগান গা রে।।" উৎসব শুরুর প্রহর গুনছে বাংলা। জ্যোতির্ময়ী জগন্মাতার আগমন বার্তা ধ্বনিত হচ্ছে আকাশে, বাতাসে। মা দুর্গার আবির্ভাবলগ্নে সকলকে জানাই মহাচতুর্থীর আন্তরিক শুভেচ্ছা। সবার জীবন হয়ে উঠুক আনন্দমুখর।" অন্যদিকে দিলীপবাবু সচিত্র টুইটে লিখেছেন, "নবদুর্গার তৃতীয় রূপ দেবী চন্দ্রঘন্টা কল্যাণকারী, মঙ্গলময়ী। তাঁর আশীর্বাদ জগৎ সংসারে সকলের উপর বর্ষিত হোক, শান্তিতে পরিপূর্ণ হোক প্রতিটি গৃহকোণ এই প্রার্থনা করি।"

বর্তমান সরকার গুনগত শিক্ষার প্রসারের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে : শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ অক্টোবর।। আমাদের ছেলে মেয়েদের ভবিষ্যৎ বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শ্রেণী কক্ষে ঠিক হচ্ছে। গুনগত শিক্ষার মাধ্যমে পৃথিবীর সকল সমস্যার সমাধান করা যায়। এজন্যই রাজ্যের বর্তমান সরকার গুনগত শিক্ষার প্রসারের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। আজ মোহনপুর স্বামীবিবেকানন্দ মহাবিদ্যালয়ে এইচ সি এল প্রযুক্তি কোম্পানির কর্মশালা কাম কেরিয়ার প্রোগ্রামের উদ্বোধন করে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ একথা বলেন। তিনি বলেন, শিক্ষা হল সবচেয়ে বড় শক্তিশালী অস্ত্র যা দিয়ে বিশ্বকে বদলে দেওয়া যেতে পারে। রাজ্য সরকার শিক্ষা ব্যবস্থার প্রসারে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। প্রথম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত এন সি আর টি পাঠক্রম চালু করা হয়েছে। এরজন্য ৩০ হাজার শিক্ষক শিক্ষিকার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া রাজ্যে বৃত্তিমূলক শিক্ষা চালু করা হয়েছে। সুপার ৩০ পরীক্ষার মাধ্যমে উর্ত্তীর্ণ প্রথম ৩০ জন ছেলে মেয়ে তাদের পচ্ছন্দ মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোচিং নিতে পারবেন। দুই বছরের এই কোর্স সম্পূর্ণ করতে রাজা সরকার আর্থিক সহায়তা করবে। অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, রাজ্যে নবম শ্রেণী থেকে মেধা অন্বেষন পরীক্ষা চালু করা হয়েছে। এবছর রাজ্যে বিজ্ঞান ও গণিত বিষয়ে প্রায় ৪০০ জন ছেলেমেয়েকে ১৫ মাস পর্যন্ত কোচিং দেওয়া হবে। প্রতিটি ছেলেমেয়েকে ৫০০ টাকা করে স্কলারশীপ দেওয়া হবে। লক্ষ্য প্রকল্পে উচ্চ শিক্ষায় কোচিং নেওয়ার জন্য রাজ্য সরকার প্রতি শিক্ষার্থীকে ১ লক্ষ টাকা করে সাহায্য করবে।

অনুষ্ঠানে এইচ সি এল টেকনোলজি নর্থ ইস্ট রিজিয়নের ম্যানেজার উপহার শ্রীবাস্তব পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে কর্মশালার বিষয়বস্তু তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে মোহনপুর মহকুমার মহকুমা শাসক স্বাগত বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্বামীবিবেকানন্দ মহাবিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ সুদিপ্ত দেববর্মা অনুষ্ঠানে মোহনপুর, কামালঘাট, ঈশানপুর, গান্ধীগ্রাম, বেড়িমুড়া, নবগ্রাম, নতুন নগর, নরসিংগড়, সুখময়, পটুনগর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীতে পাঠরত ছেলেমেয়েরা অংশগ্রহণ করে।

মাছ বাজারে নোংরা জল, ধুন্দুমার কান্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ৯ অক্টোবর।। কাদা, নোংরা জল এবং শৌচালয়ের সমস্ত নোংরা আবর্জনা মাছ বাজারে প্রবেশকে কেন্দ্র করে ধুন্ধুমার কান্ড বেঁধেছে। ঘটনা উত্তর ত্রিপুরা জেলার কদমতলা মাছ বাজারে। স্থানীয় মাছ বাজার ব্যবসায়ীদের দীর্ঘদিনের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটলো আজ। মাছ ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, কদমতলা মাছ বাজার সেড ঘরের নিকটবর্তী দুটি পরিবার নান্টু নাথ এবং হীরা নাথের বাড়ির সমস্ত ধরনের কাদা, নোংরা জল এবং শৌচালয়ের সমস্ত নোংরা আবর্জনা পাইপ লাইনের মাধ্যমে মাছ বাজারের ভেতরে প্রবেশ করে। এতে করে মাছ বাজার ব্যবসায়ী এবং ক্রেতারা নানা অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন। দুর্গন্ধের ফলে অনেক সময় ক্রেতারা বাইরে থেকেই ফিরে যাচ্ছেন। এ নিয়ে বেশ কয়েকবার কদমতলা গ্রাম পঞ্চায়েত এবং পঞ্চায়েত সমিতিকে বিষয়টি জানানো হলেও বিগত বছরে শুধুমাত্র একবার সাফাই করে দিয়ে রাস্তার উপর নামকাওয়াস্তে একটি ট্যাংকের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাও এখানে কাদা মাখা নোংরা আবর্জনা জলে পরিপূর্ণ হয়ে ট্যাঙ্কিটি ওভারফ্লো হচ্ছে।

এদিকে প্রতিবছরের ন্যায় এবারও মাছ বাজার ব্যবসায়ীরা সার্বজনীন পুজোর উদ্যোগ গ্রহণ করেন। রাত পোহালেই পঞ্চমী। তাই বাজার ব্যবসায়ীর পূজা কমিটি মাছ সেড ঘর ধুয়ে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করতে গেলে ঘটে যত বিপত্তি। বেরিয়ে আসে নোংরা আবর্জনা যুক্ত জল। তখনই ক্ষিপ্ত হয়ে মাছ বাজার ব্যবসায়ীরা বাজার গলির দুপাশ বন্ধ করে দেয়। ফলে বাজারে আসা মানুষের যাতায়াতের বিঘ্ন ঘটে। পুজো কমিটি ক্ষুব্ধ হয়ে পাইপলাইনের কিছু অংশ ভেঙ্গে দেন। তাতে বেরিয়ে আসে যত নোংরা আবর্জনা জল। মৎস্য ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, নান্টু নাথ এবং হীরা নাথ এই দুজনের কারণেই তারা দুর্ভোগের শিকার হচ্ছেন। অপরদিকে অভিযুক্ত জনৈক দুই ব্যক্তিকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তাঁদের বক্তব্য, মৎস্য ব্যবসায়ীরা আবর্জনা ফেলে এবং সেই আবর্জনা থেকেই নোংরা জল বেরিয়ে আসে।

প্রত্যেক বাড়িতে পানীয় জলের সংযোগ দেওয়ার কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে : পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধি মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ অক্টোবর।। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় জল জীবন মিশন কর্মসূচির অগ্রগতি নিয়ে আজ সাব্রুম নগর পঞ্চায়েতের সভাকক্ষে এক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। সভায় পানীয়জল ও স্বাস্থ্যবিধি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, ২০২২ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে প্রত্যেক বাড়িতে পানীয় জলের সংযোগ দেওয়ার কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। সভায় তিনি জল জীবন মিশনে হর ঘরমে জল কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য আগামী ৫ মাস জোর দিয়ে কাজ করার জন্য তিনি সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকদের নির্দেশ দেন।

সভায় পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী আরও বলেন, পানীয় জলের সমস্যা দূর করার জন্য বিভিন্ন দপ্তরের সাথে সমন্বয় রেখে কাজ করতে হবে। শুখা মরশুমের মধ্যেই পানীয় জলের উৎস তৈরির কাজ শেষ করতে হবে। সভায় উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক অরুণ চন্দ্র ভৌমিক, বিধায়ক শংকর রায়, ডি ডব্লিউ এস দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে, দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি কাকলি দাস দত্ত, জেলাশাসক ও সমাহর্তা সাজু ওয়াহিদ এ। তাছাড়াও জেলার ৮ ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যানগণ, বিডিও, ডি ডব্লিউ এস দপ্তরের জেলা ও মহকুমা স্তরের আধিকারিকগণ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

শিলচরে পুজো দর্শনে আসবেন হিমন্তবিশ্ব শর্মা

শিলচর (অসম), ৯ অক্টোবর (হি.স.) : শিলচর শহরের তারাপুরে অবস্থিত এসএস রাইস মিলের সর্বজনীন দুর্গাপূজা কমিটির এ বছর প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী। এই পুজো মণ্ডপের উদ্বোধন করতে আসবেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। এদিকে শিলচর রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করেছেন, কোভিড ভ্যাকসিনের দুই ডোজ নেননি এমন ভক্তদের পুজোস্থলে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না।

আজ শনিবার এসএস রাইস মিলের সর্বজনীন দুর্গাপূজা কমিটির কর্মকর্তারা সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে জানান, এ বছর তাঁদের বাজেট ১৬ লক্ষ টাকা। প্রতিমায় থাকছে বিশেষ আকর্ষণ। আগামীকাল বিকেলে মণ্ডপের উদ্বোধন হবে। পুজো উপলক্ষ্যে দুঃস্থদের কাপড় বিতরণ করা হবে। আগামীকাল কমিটির একটি থিম সংগীত রিলিজ করা হবে। যারা বিগত দিনে এই কমিটির সঙ্গে জড়িত ছিলেন তাঁদের সংবর্ধনা দেওয়া হবে। এদিন কমিটির কর্মকর্তা জানান, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা মণ্ডপ পরিদর্শনে আসবেন।

আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে ছিলেন রিপন দে, বাসু দাস. নিখিল ধর, রজত শর্মা, যুগ্ম সম্পাদক শুভাশিস চৌধুরী ও সৈকত দত্ত প্রমুখ।

সীমান্তে উত্তেজনা, রবিবার বৈঠকে বসতে চলেছে ভারত-চিন

নয়াদিল্লি, ৯ অক্টোবর (হি.স) : সীমান্তে উত্তেজনা রেখেই ১৩ তম সামরিক বৈঠকে বসতে চলেছে ভারত -চীন। চুসুল-এ অনুষ্ঠিত হতে চলা এই বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন ভারতের তরফ থেকে জেনারেল পি জি কে মেনন। অন্যদিকে চিনের তরফ থেকে উপস্থিত থাকবেন জেনারেল লিউ লিন। এমনটাই সূত্রের খবর।

আগামীকাল রবিবার অনুষ্ঠিত হতে চলা এই বৈঠকের দিকে তাকিয়ে আন্তর্জাতিক মহল। একাধিকবার ভারত -চিন বৈঠক হলেও, সে বৈঠক খুব একটা ফলপ্রসূ হয়নি। একাধিকবার বৈঠকের পরেও দেখা গেছে চীন-ভারত সীমান্তে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করেছে। ২০১৭ সালের মে মাসে গলওয়ান প্রদেশ দিয়ে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করেছিল, তার পরই উত্তরাখণ্ডের বারাহতি দিয়ে ১০০ জন চিনা ঘোড়সওয়ার সৈনিক ভারতের অংশে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করে। পাশাপাশি একটা অস্থায়ী ব্রিজ উড়িয়ে দেয় তারা। দু"দিন আগেই অরুণাচল প্রদেশ তাওয়াং দিয়ে ২০০ জন সেনা ভারতীয় ভূখণ্ডে ঢোকার চেষ্টা করে। সীমান্তরক্ষী বাহিনীর ততপরতায় অনুপ্রবেশের সেই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়।

শনিবার চিন অধিকৃত আকসাই চিন এলাকায় সীমান্ত সংলগ্ন অঞ্চলে ১০ হাজার লাল ফৌজ মোতায়েন করেছে চিনা সরকার। সেইসঙ্গে মাঝারি মাপের ক্ষেপণাস্ত্র। মাঝারি মাপের কামানও সঙ্গে করে নিয়ে অবস্থান করছে লাল ফৌজ। যার পাল্টা ভারত সীমান্তেও সৈন্য সংখ্যা বাড়াচ্ছে ভারত সরকার। এই উত্তেজনার আবহেই ১৩ তম সামরিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হচ্ছে রবিবার।

এর আগে ১২ তম সামরিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল চিনা ভূখণ্ডে মালডোতে। প্রায় ১১ ঘন্টা ধরে চলা সেই বৈঠকের নির্যাস খুব একটা ফলপ্রসূ হয়নি। ৩৪৪০ কিলোমিটার জুড়ে লাইন অব একচুয়াল কন্টোলকে ঘিরেই সমস্যা। সেই সমস্যার সমাধান এই ১৩ তম সামরিক বৈঠকে কতটুকু নিষ্পত্তি হবে সে দিকে তাকিয়ে সাড়া বিশ্ব।

কঙ্গো নদীতে নৌকা ডুবে শতাধিক প্রাণহানি, উদ্ধার ৫১ জনের দেহ

কিনশাসা, ৯ অক্টোবর (হি.স.): আফ্রিকার দেশ কঙ্গোতে নৌকা ডুবে প্রাণ হারালেন কমপক্ষে ১০০ জন। এখনও পর্যন্ত ৫১ জনের দেহ উদ্ধার। বহু মানুষ এখনও নিখোঁজ। গত সোমবার-মঙ্গলবার রাতে কঙ্গো প্রজাতন্ত্রের পশ্চিমাঞ্চলীয় কঙ্গো নদীতে নৌকা ডুবে যায়। শনিবার পর্যন্ত ৫১ জনের দেহ উদ্ধার হয়েছে। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রদেশ মংগালার গভর্নরের মুখপাত্র নেস্টর ম্যাগবাডো জানিয়েছেন, এখনও পর্যন্ত ৩৯ জনকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে। নৌকাটিতে কতজন যাত্রী ছিলেন তার কোনও সঠিক তথ্য নেই। তবে নিখোঁজের সংখ্যা ধারণা করা হয়েছে নৌকার ধারণক্ষমতার ওপর ভিত্তি করে। তিনি আরও বলেন, রাতের সময় খারাপ আবহাওয়া এবং নৌকাটিতে অতিরিক্ত ভিড়ের কারণে এ দুর্ঘটনা ঘটে থাকতে পারে। মনে করা হচ্ছে, কমপক্ষে ১০০ জনের মৃত্যু হয়েছে। কারণ বহু মানুষ এখনও নিখোঁজ।

সুকান্ত একাডেমিতে ইনোভেশন হাব-এর উদ্বোধন রাজ্যের বিকাশে বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে সরকার : উপমুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ অক্টোবর।। রাজ্যের বিকাশে বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করেছে সরকার। রাজ্যের উন্নয়ন তরান্বিত করতে ছাত্র-ছাত্রীদের বিজ্ঞান মনস্ক করে তুলতে সরকার উদ্যোগ নিয়েছে। আজ সুকান্ত একাডেমিতে উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা ইনোভেশন হাব- এর উদ্বোধন করে একথা বলেন। নতুন ইনোভেশন হাব ও হাইড্রোপলিক গ্যালারির উদ্বোধন করে উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা বলেন, আজ সুকান্ত একাডেমিতে যে নতুন ইনোভেশন হাব এর সূচনা হল সেটা যেন শুধু প্রদর্শনীর জন্য ব্যবহৃত না হয়। এখানে সারা রাজ্য থেকে ছাত্রছাত্রীরা এসে যাতে নুতন কিছু উদ্ভাবন করতে পারে সে বিষয়টির দিকে কর্তৃপক্ষকে নজর দিতে হবে। রাজ্যের প্রতিটি জেলায় এধরণের ইনোভেশন হাব গড়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্রস্তাব পাঠানো হবে। তিনি বলেন, আমাদের নতুন শিক্ষা নীতিতে বলা আছে হাতে কলমে শিক্ষা নিতে। পাঠ্য বই থেকে আমরা তথ্য পাই। কিন্তু অভিজ্ঞতা পাই ইনোভেটিভ আইডিয়া থেকে। অনুষ্ঠানে উপমুখ্যমন্ত্রী ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বলেন, নতুন নতুন উদ্ভাবনী ভাবনা শুধুমাত্র বিজ্ঞানী, ইসরো বা আইসিএআর থেকে আসতে হবে এমন কোন কথা নেই। ছাত্রছাত্রীরাও অনেক কিছু উদ্ভাবন করতে পারে। এক্ষেত্রে তিনি ত্রিপুরার বাঁশ ব্যবহার করে নতুন-নতুন জিনিস তৈরী করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। উপমুখ্যমন্ত্রী বলেন, বায়ো টেকনোলজি কাউন্সিল থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাবিদ্যালয়ে আমরা একটা নতুন ইনোভেটিভ আইডিয়া গ্রহণ করেছি। একটা গ্রামকে মাশরুম চাষের আওতায় নিয়ে আসার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

কলাপাতায় কিভাবে মাশরুম চাষ করা যায় তা আবিষ্কার করেছে ছাত্রছাত্রীরা। উল্লেখ্য, দেশে এর আগে ৩৬ টি ইনোভেশন হাব ছিল। সুকান্ত একাডেমির ইনোভেশন হাবটি দেশের ৩৮ তম ইনোভেশন হাব।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও পরিবেশ দপ্তরের সচিব অপূর্ব রায়, কলকাতাস্থিত ন্যাশনাল কাউন্সিল অব সায়েন্স মিউজিয়ামের অধিকর্তা ইন্দ্রনীল সান্যাল, ত্রিপুরা স্টেট কাউন্সিল ফর সায়েন্স ও টেকনোলজির মেম্বার ডেপুটি সেক্রেটারী বি চক্রবর্তী ও উচ্চ শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা এন সি শর্মা। সভাপতিত্ব করেন বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও পরিবেশ দপ্তরের অধিকর্তা অনিমেষ দাস।

রাজধানী আগরতলার একটি পুজো প্যান্ডেলের কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। ছবি ঃ নিজস্ব

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।